Agatha Christie

শেষ মুহূর্ত

অনুবাদঃ
শুভ্রদেব চক্রবর্তী

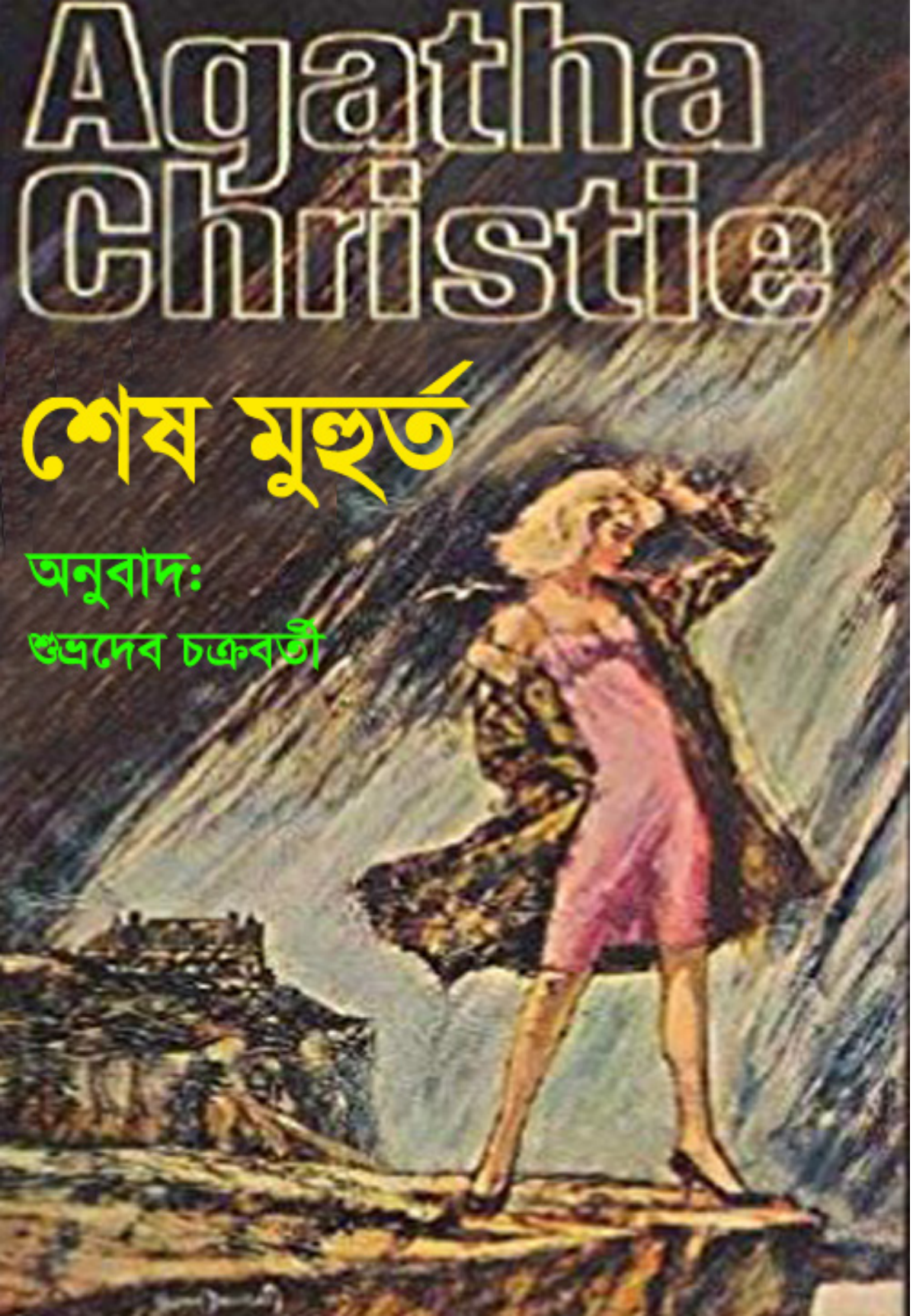

প্রথম মুদ্রণ
শ্রাবণ ১৩৬১, অগস্ট ১৯৫৪

শেষ মুহূর্ত

গোড়ার কথা

ফায়ারপ্লেস ঘিরে যারা বসেছেন তাঁরা সবাই হয় পেশাদার আইনজীবি নয় আইন সম্পর্কে অনেকের চেয়ে বেশি আগ্রহী। এঁদের মধ্যে আছেন সলিসিটর মার্টিনডেল, রুফুস লর্ড, কে.সি। হালে কারস্টেয়ার্স মামলায় যে সবার নজর কেড়েছে সেই ছোকরা উকিল ড্যানিয়েলও এসে ভিড়েছে, এছাড়া ক'জন ব্যারিস্টারও আছেন এঁদের মধ্যে। পাশাপাশি আরও যারা আছেন তাঁদের মধ্যে আছেন বিচারক ক্লিভার, লিউইস অ্যাণ্ড ট্রেণ্ড সলিসিটর্স প্রতিষ্ঠানের অন্যতম অংশীদার মিঃ লিউইস, আর আছেন প্রবীণ আইনজীবী মিঃ ট্রিভ্‌স।

আশি ছুঁই ছুঁই মিঃ ট্রিভ্‌স শুধু অভিজ্ঞ আইনজীবী নন, তিনি রীতিমত এক ঝানু উকিল। এক নামী সলিসিটর্স ফার্মের তিনি অন্যতম সদস্য। শুধু সদস্য বললে কমই বলা হবে, বলা উচিত মিঃ ট্রিভ্‌স ঐ ফার্মের সবচেয়ে নামী আর গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। আইন যার নখদর্পণে সেই মিঃ ট্রিভ্‌স আদালতের আঙ্গিনার বাইরেও এ পর্যন্ত কত যে জটিল মামলার কিনারা করেছেন তার হিসেব নেই। বিখ্যাত নারীপুরুষদের জীবনের অজানা ইতিহাস তাঁর চেয়ে বেশি জানেন এমন লোক ইংল্যাণ্ডে আর একজনও আছে কিনা তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। পাশাপাশি অপরাধ শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ হিসেবেও তাঁর যথেষ্ট সুনাম আছে। বিচার বিবেচনা যাদের কম এমন অনেকের মতে মিঃ ট্রিভ্‌সেব এখন স্মৃতিকথা লেখা উচিত, অবশ্য এ বিষয়ে মিঃ ট্রিভ্‌স নিজে তাদের চেয়ে অনেক বেশি জানেন। অনেক বিষয়েই তিনি অনেকের চেয়ে বেশি জানেন যা বই হয়ে ছেপে বেরোলে মারাত্মক পরিণতি ঘটতে পারে। আইনজীবীর পেশা থেকে মিঃ ট্রিভ্‌স অনেকদিন হল অবসর নিয়েছেন, এবং আইন সম্পর্কে তাঁব মত এক বিশেষজ্ঞের অভিমত ঐ পেশার সঙ্গে যারা যুক্ত তাঁরা শ্রদ্ধা সহকারে শোনেন। ঘরের ভেতরে সমবেত কথাবার্তায় চাপা গুঞ্জনের মধ্যে মিঃ ট্রিভ্‌সের সরু গলা একেকবার চড়া পর্দায় ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বাকি সবাই চুপ করে যাচ্ছে। কিছুক্ষণের জন্য ঘরের ভেতরে বিরাজ করছে এক শ্রদ্ধাময় নীরবতা। এই সেদিন ওল্ড বেইলি আদালতে একটা গুরুত্বপূর্ণ মামলার ফয়সালা হয়েছে, সেই মামলা নিয়েই আলোচনা করছেন আইনজ্ঞেরা। মামলাটা ছিল খুনের, সন্দেহক্রমে পুলিশ যাকে গ্রেপ্তার করেছিল, বিচারক তাকে বেকসুর খালাস দিয়েছেন। উপস্থিত আইনজ্ঞেরা ঐ মামলার গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো নিয়ে আলোচনায় মেতেছেন, নানাভাবে বিচারপদ্ধতির সমালোচনাও করছেন।

নিজের পক্ষের সাক্ষিদের একজনের ওপর আস্থা রাখতে গিয়েই মারাত্মক ভুল করেছিল বাদী বা সরকারীপক্ষ—বিবাদী বা আসামি পক্ষের উকিলকে তিনি কি দারুণ সুযোগ করে দিচ্ছেন প্রবীণ সরকারী উকিল ডেপ্লিচের তা অবশ্যই আঁচ করা উচিত ছিল। কাজের মেয়েটির দেয়া সাক্ষ্যের পুরোটাই কাজে লাগালেন বিবাদীপক্ষের ছোকরা উকিল আর্থার। বিচার্য বিষয়ের পর্যালোচনা সঠিক পরিপ্রেক্ষিতেই করছিলেন বেন্ট মোর, কিন্তু ততক্ষণে যা হবার হয়ে গেছে— জুরিবৃন্দ কাজের মেয়েটির বিবৃতি বিশ্বাস করে বসেছেন। এই জুরিদের নিয়েই হয় যত মুশকিল—কখন কি যে ওঁদের মাথায় ঢুকে পড়বে আগে থেকে তার কিছুই আঁচ করা যায় না। আর একবার ওঁদের মাথায় কিছু ঢুকে পড়লে হাজার চেষ্টা করেও তা বের করে আনা যায় না। শাবল প্রসঙ্গে কাজের মেয়েটি সাক্ষির কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে যা বলল জুরিরা তাই সত্যি বলে হজম করে নিলেন আর তাতেই যা হবার হয়ে গেল।

মামলাটি সম্পর্কে এতক্ষণ সবাই যে যার মতামত দিচ্ছিলেন, কিন্তু টুকরো টুকরো সেসব মন্তব্য অসম্পূর্ণ মনে হওয়ায় সবার আড়চোখের চাউনি গিয়ে ঠিকরে পড়ল প্রৌঢ় মিঃ ট্রিভ্‌সের দিকে। কারণ, এই মামলার প্রসঙ্গে এখনও পর্যন্ত একটি শব্দও তিনি উচ্চারণ করেননি। উপস্থিত সবাই যে তাঁদের সবচেয়ে শ্রদ্ধেয় সহযোগীর মুখ থেকে ঐ প্রসঙ্গে শেষ কথা শুনতে আগ্রহী তা-ই স্পষ্ট হয়ে দাঁড়াল।

চেয়ারের পিঠে ঠেশ দিয়ে মিঃ ট্রিভ্‌স কিছুটা আনমনাভাবেই তাঁর চশমার কাচ মুছছিলেন, সবাই কথাবার্তা থামিয়ে সাগ্রহে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে দেখে তিনি মুখ তুলে বললেন, "কি হল? আপনারা আমায় কোনও প্রশ্ন করছিলেন?"

'হ্যাঁ স্যর", ছোকরা উকিল লিউইস বললেন, "আমরা ল্যামেস্ট কেস নিয়ে কথা বলছিলাম।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ," মিঃ ট্রিভ্‌সের গলায় আগ্রহ ফুটল, "আমিও তাই ভাবছিলাম।"

ঘরের ভেতরে সীমাহীন নিস্তব্ধতা মেঝেতে সূঁচ পড়লে সেই আওয়াজও শোনা যাবে।

"কিন্তু ভয় হচ্ছে, একই ভাবে চশমার কাচ মুছতে মুছতে বললেন মিঃ ট্রিভ্‌স, "আমার কথাগুলো কাল্পনিক মনে হবে।"

"এই বয়সে আমার মত যে কারও মতামত যে কারও মতামত কল্পনা-ঘেঁষা শোনাবে সেটাই তো স্বাভাবিক।"

'হ্যাঁ, স্যর, সে ঠিকই," সায় দেবার সুরে বলল ছোকরা উকিল। লিউইস, কিন্তু মিঃ ট্রিভ্‌সের এই মন্তব্যে সে যে ধাঁধায় পড়েছে তার চোখের চাউনি দেখেই তা বোঝা গেল।

"আইন সংক্রান্ত যে সব পয়েন্ট এতক্ষণ আপনারা তুলছিলেন," মিঃ ট্রিভ্‌স বললেন, "নিঃসন্দেহে সেসব যথেষ্ট আকর্ষণীয় আর দামি ঠিকই কিন্তু আমি ভাবছিলাম অন্য কথা—ঐ মামলার রায় অন্যরকম হলে আপিল করার একটা ভাল সুযোগ পাওয়া যেত। আমি বলব—না থাক, এ বিষয়ে আমি এক্ষুণি বিশদ করে কিছু বলতে চাইছি না। তো যা বলছিলাম, আইনের পয়েন্ট নয়। এই মামলায় যারা জড়িত আমি তাদের কথাই ভাবছিলাম।"

তাঁর কথা শুনে সবাই অবাক হলেন। মিঃ ট্রিভ্‌সের সঙ্গে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির তফাৎ সবাই যেন নতুন করে উপলব্ধি করলেন। ঠিকই তো, সাক্ষি হিসেবে কে কতদূর বিশ্বাসযোগ্য তা নিয়ে কে আর মাথা ঘামায়? ঐ মামলায় যারা জড়িয়ে পড়েছে তাঁরা কেউ সেটাও মাথা ঘামান নি।

"অথচ এরা সবাই আমাদের মতই মানুষ, বুঝলেন কিনা," স্বভাবসিদ্ধ বিজ্ঞের ভঙ্গিতে বলতে লাগালেন মিঃ ট্রিভ্‌স, "নানারম চেহারা আর আকৃতি বিশিষ্ট মানুষ এরা সবাই। এদের মধ্যে প্রখর বুদ্ধির অধিকারী, আবার কেউ বা গবেট, আক্ষরিক অর্থে নির্বোধ। ল্যাংকাশায়ার, সুটল্যাণ্ড, ইটালি আর আমেরিকা থেকে এসেছে এরা। নভেম্বর মাসের এক কুয়াশামাখা সকালে এরা সবাই এসে জুটেছে লণ্ডনের ফৌজদারি আদালতে। ঘটনা যা ঘটেছে তাতে ওদের সবারই কিছু না কিছু ভূমিকা আছে যার পরিণতি এই খুনের মামলা।"

একদমে এতগুলো কথা বলে একটু থামলেন মিঃ ট্রিভ্‌স, দম নিতে হাঁটুর ওপরে আলতো করে কিছুক্ষণ হাত বোলালেন। উপস্থিত সবাই একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে, তাঁর কথা শুনতে কান খাড়া করে আছে সবাই।

'ভাল জমাট গোয়েন্দা গল্প পড়তে আমার খুব ভাল লাগে, বুঝলেন!' কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে আবাব মুখ খুললেন মিঃ ট্রিভ্‌স। "কিন্তু গোয়েন্দা গল্প যারা লেখে তারা প্রায় সবাই একই ভুল করে, খুনের ঘটনা ঘটিয়ে ওরা গল্প বলতে শুরু করে। কিন্তু খুনের ঘটনা তো সবার শেষে ঘটানো উচিত, তাই না? আসল গল্প শুরু হয় তার ঢের আগে—খুনের কয়েক বছর আগের ঘটনাবলী থেকে—তারপরে সেইসব ঘটনাব স্রোত নির্দিষ্ট দিনের এক নির্দিষ্ট সময়ে কিছু নারী ও পুরুষকে এনে হাজির করে এক নির্দিষ্ট জায়গায়। কিচেনেব ঐ রাঁধুনি মেয়েটির কথাই ধরুন না—নিজের প্রেমিকটিকে ওভাবে আঁকড়ে না ধরলে ও কখনোই আসামি পক্ষের প্রধান সাক্ষি হত না। তারপর গে গাইসেপ্পি আনতোনেপ্পি যে এক মাসের জন্য ওর ভাই-এর জায়গায় বদলি কাজ করতে আসছে। ভাইটির তো চোখ থেকেও অন্ধ, কিন্তু তীক্ষ্ণ চাউনি মেলে গাইসেপ্পি যা দেখেছে তা ওর নিজের চোখে ধরা পড়েনি। ৪৮ নং বাড়ির রাঁধুনির সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি না করলে বিটের পাহারায় যেতে সেপাইটির দেরি হত না..." মৃদু ঘাড় নেড়ে বলতে লাগলেন মিঃ ট্রিভ্‌স, "একটি নির্দিষ্ট জায়গায় এসে মিলিত হচ্ছে সবাই .. তারপরে সময় এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে সবাই উদ্‌গ্রীব

হয়ে উঠেছে চরম মুহূর্ত বা জিরো আওয়ার-এর জন্য। হ্যাঁ, সবারই নজর সেই জিরো আওযাবের দিকে," বলতে বলতে অল্প শিউরে উঠলেন মিঃ ট্রিভ্স।

"স্যার, আপনি ঠাণ্ডায় কাঁপছেন," ছোকরা উকিল লিউইস বলে উঠল, "আগুনের আরও কাছে এসে বসুন।"

"আরে না, ও কিছু নয়," বলতে বলতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন মিঃ ট্রিভ্স, "রাত বাড়ছে, এবাবে বাড়ি না ফিরলেই নয়," বলে অমায়িক হাসি হেসে উপস্থিত সবাইকে ঘাড় অল্প ঝুঁকিযে অভিবাদন জানিয়ে তিনি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। কয়েক মুহূর্ত সবাই চুপ, তাবপরে রুফুস লর্ড কেসি এমন একটি মন্তব্য করলেন যার সারমর্ম হল মিঃ ট্রিভ্স আর বেশিদিন বাঁচবেন না।

"অসাধারণ তীক্ষ্ণ ধী," বললেন বিচারক স্যাব উইলিয়াম ক্লিভার, "কিন্তু তাতে লাভ কি, ঐ বুদ্ধি দিয়ে তো মৃত্যুকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবেন না।"

"শুনেছি ওঁর হার্টের অবস্থাও ভাল নয়," বললেন রুফুস লর্ড, "যে কোনও মুহূর্তে হার্ট ফেল করে মারা যেতে পারেন।"

"আমি শুনেছি উনি নিজের স্বাস্থ্যেব যথেষ্ট যত্ন নেন," বলল ছোকরা উকিল লিউইস।

যার উদ্দেশ্যে এসব বলা সেই মিঃ ট্রিভ্স ততক্ষণে নিজের ডিমলারে চেপে শহরের এক নিভৃত এলাকায় তাঁর বাড়িতে পৌঁছে গেছেন। খাস আর্দালি গা থেকে ওভারকোট খুলে নেবার পরে ধীরপায়ে মিঃ ট্রিভ্স এসে ঢুকলেন তাঁর সুসজ্জিত লাইব্রেরীতে। ফায়ারপ্লেসের গনগনে কয়লার আগুনে ঘরেব ভেতরটা বেশ গরম হয়ে উঠেছে। মিঃ ট্রিভ্স-এর শোবার ঘর খানিক তফাতে, হার্টের অবস্থা ভাল নয বলে সিঁড়ি ভেঙ্গে ওপরে ওঠা তিনি বহুদিন হল ছেড়ে দিয়েছেন।

লোহার শিক দিযে আর্দালি ফায়ার প্লেসের আগুন উস্‌কে দিয়ে বেরিয়ে যেতে মিঃ ট্রিভ্স আগুনের কাছে তাঁর চেয়ারটিতে বসলেন, টেবিলের ওপরে জমে থাকা চিঠিগুলো হাত বাড়িয়ে কাছে টেনে নিলেন। কিন্তু খানিক আগে ক্লাবে মামলা আর গোয়েন্দা গল্পের প্রসঙ্গে যে কল্পনার খসড়া তিনি এঁকেছেন তা থেকে মিঃ ট্রিভ্স তখনও নিজেকে সবিয়ে আনতে পারেন নি।

"এখনও," মনে মনে নিজেকে লক্ষ করে বললেন মিঃ ট্রিভ্স, 'কোনও খুনের নাটক ধীবে ধীবে হয়ত তার নিজস্ব পথে এগিয়ে চলেছে বাস্তবে পরিণত হবার দিকে। এমনই কোনও গোয়েন্দাকাহিনী যদি আমি নিজে লিখতাম তাহলে ঠিক এইভাবে শুরু করতাম—". .....এক বয়স্ক ভদ্রলোক আগুনের ধাবে বসে তাঁর নামে ডাকে আসা চিঠিগুলো খুলে পড়ছেন—এদিকে চরম মুহূর্ত বা জিরো আওয়ার যে ধীর নিশ্চিত গতিতে পা ফেলে এগিয়ে আসছে সেই খোঁজ তিনি রাখেন না.....

খানিকটা আনমনা ভাবেই একটা খামের মুখ খুললেন মিঃ ট্রিভ্স, ভেতরের চিঠিটা বের করে আনলেন। উদাস, আনমনা ভঙ্গিতে চিঠিব বয়ান পড়তে লাগলেন। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে তাঁর হাবভাব পাল্টে গেল, কল্পনার দুনিয়া থেকে কঠোব বাস্তবে ফিরে এলেন তিনি।

'হায় কপাল!' নিজের মনে আক্ষেপের সুরে বলে উঠলেন মিঃ ট্রিভ্স, "কি আপদ! কি ভীষণ বিশ্রি ব্যাপার! এতগুলো বছর পরে আবার!"

নাঃ! এতদিন যা কিছু করব বলে ভেবে এসেছি এ দেখছি সে সব ঠিক পাল্টে দেবে!"

খোল খোল দ্বার, রাখিওনা আর বাহিরে

ফেব্রুয়ারী ১১

হাসপাতালের বেডে শায়িত লোকটি শরীর অল্প তোলার সঙ্গে সঙ্গে শ্বাসরোধ হবাব মত চাপা গোঙানীর আওয়াজ বেরিয়ে এল তার গলা থেকে। ওয়ার্ডের নার্স-ইন-চার্জ নিজের টেবিলে বসে কিছু কাজ করছিলেন, গোঙানীর আওয়াজ কানে যেতে তিনি ছুটে এসে দাঁড়ালেন সেই বেড-এর পাশে, শিয়রের বালিশ

দুটো ঠিকঠাক করে নার্স ধরে ধরে লোকটিকে সুবিধাজনক ভঙ্গিতে শুইয়ে দিলেন। অ্যান্ড্রু ম্যাকহোয়ার্টার এর মুখে কথাটি নেই, শুয়োরের মত চাপা ঘোঁতঘোঁত শব্দ করে সে তাঁকে ধন্যবাদ জানাল।

এই মুহূর্তে ভেতরে ভেতরে অ্যান্ড্রু চাপা বিক্ষোভ আর তিক্ততার জ্বালায় ফুঁসছে। অথচ এতক্ষণে সবকিছু শেষ হয়ে যেতে পারত, সবার সব ধরাছোঁয়ার বাইরে সে অনায়াসে চলে যেতে পারত। সমুদ্রের ধারে খাড়া পাহাড়ের ওপরে ঐ হতচ্ছাড়া নচ্ছার গাছটাই তো সব কেঁচিয়ে দিল। মনে মনে গাছটাকে জাহান্নামে পাঠাল অ্যান্ড্রু, শীতের রাতের প্রচণ্ড ঠাণ্ডাকে উপেক্ষা করে যেসব প্রেমিক-প্রেমিকা পীরিতির টানে ঐ খাড়া পাহাড়ে গিয়ে জোটে, তাদেরও সবাইকে সে একইভাবে পাঠাল জাহান্নামে। সেরাতে আশেপাশে ঐরকম কয়েকজোড়া প্রেমিক-প্রেমিকা (আর অবশ্যই হতচ্ছাড়া গাছটা) না থাকলে সে যা ভেবে রেখেছিল তাই হতে পারত—খাড়া পাহাড় থেকে মরণঝাঁপ দিয়ে জলে পড়া। বরফের মত কনকনে ঠাণ্ডা জলে হাবুডুবু খেতে খেতে প্রাণে বাঁচার তাগিদে কিছুক্ষণ হাত-পা এলিয়ে এলে অতলে তলিয়ে যাওয়া—মূল্যহীন এবং অকেজো অপদার্থের অভিশপ্ত জীবনের অবসান।

কিন্তু বাস্তবে সেসব কিছুই ঘটল না, তার বদলে ভাঙ্গা কাঁধ নিয়ে সে এখন পড়ে আছে হাসপাতালের বেড-এ, কি নিদারুণ হাস্যকর পরিণতি! কাঁধের হাড় জোড়া লাগলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ হয়ত ছেড়ে দেবে অ্যান্ড্রুকে, কিন্তু তার দুর্ভোগ সেখানেই শেষ হবে না। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবার পরে আত্মহত্যার প্রচেষ্টার অভিযোগে পুলিশ যে তাকে ফৌজদারি আদালতে আসামির কাঠগড়ায় তুলবে তাতে এতটুকু সন্দেহ নেই।

জীবনটা যখন তার নিজের, তখন নিজের হাতে তা শেষ করে ফেললে পুলিশের বাবার কি, এটাই বুঝে উঠতে পারছে না অ্যান্ড্রু।

আর যদি এর উল্টো হতো, তাহলে? অ্যান্ড্রুর আত্মহত্যার প্রচেষ্টা সফল হলে অস্থির আর অসুস্থ মানসিকতাসম্পন্ন এক যুবক এই বিশেষণে ভূষিত করে সবাই পবিত্র আর শান্ত পরিবেশে তার লাশ সমাধিস্থ করত।

অস্থির আর অসুস্থ মানসিকতাসম্পন্নই বটে! অ্যান্ড্রু নিজে আজ যেখানে দাঁড়িয়ে ঠিক সেই অবস্থায় এসে পৌঁছোলে অন্য যে কোনও মানুষের পক্ষে আত্মহত্যা করা হত সবচেয়ে যুক্তি সঙ্গত, বুদ্ধিমানের কাজ।

অ্যান্ড্রুর স্বাস্থ্য সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়েছিল, তার বউ আরেকজনকে ভালবেসে চলে গিয়েছিল তাকে ছেড়ে, চাকরিবাকরি নেই, নেই কোনও রোজগার। এর ওপর ভালবাসা, স্বাস্থ্য, আশা, এসব শব্দ তার দুনিয়া থেকে পুরোপুরি মুছে গিয়েছিল। শুধু নিজের জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটালে তবেই এই সব হারানোর অব্যক্ত যন্ত্রণার হাত থেকে সে অনিবার্যভাবে মুক্তি পেত।

কিন্তু বাস্তবে তেমন কিছু ঘটলনা—মুক্তি পাবার সোপানে পা বাড়িয়ে মুক্তির বদলে আজ আবার নতুন করে এক মন্দভাগ্যের কবলে পড়েছে অ্যান্ড্রু যা সবার চোখে তাকে করে তুলেছে হাস্যকর—অ্যান্ড্রু আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল এই অভিযোগে পুলিশ তাকে আদালতে হাজির করার পরে পবিত্রতার প্রতিমূর্তি সেজে এক বিচারক নিজের জীবন নিয়ে এভাবে ছেলেখেলা করার জন্য তাকে আচ্ছা করে ধমকে দেবেন।

এসব কথা ভাবতে ভাবতে একসময় অ্যান্ড্রুর মনে হল যেন তার প্রচণ্ড জ্বর আসছে। ভেতরের রাগ চাপা গোঙানীর আওয়াজ করে বেরিয়ে এল, শুনতে পেয়ে নার্স আবার এসে দাঁড়লেন তার পাশে একমাথা লাল চুল কমবয়সী যুবতী নার্সের চোখে অনুভূতিহীন ফাঁকা চাউনি।

"আপনার কি কষ্ট হচ্ছে?" জানতে চাইলেন নার্স।

"এঁকটুও না, ধন্যবাদ।"

"আপনাকে একটা ঘুমের ওষুধ দিচ্ছি।"

"দরকার নেই। আপনি কি মনে করেন একটু যন্ত্রণা আর চেষ্টা করেও ঘুমোতে না পারা, এসব সইবার ক্ষমতা আমার নেই?"

"ডাক্তার আপনাকে একটু কিছু খেতে বলেছেন।" বলে হাসলেন নার্স, শান্ত সংযত হাসি।

"ডাক্তারের বলায় আমার কিছু যায় আসে না," খানিকটা রুক্ষভাবেই বলল অ্যান্ড্রু। কোনও মন্তব্য না করে নার্স এক গ্লাস লেমোনেড নিয়ে এলেন তার কাছে। লজ্জাজড়ানো গলায় অ্যান্ড্রু এবারে বলল, "অভদ্র ব্যবহার করে থাকলে দয়া করে মাপ করবেন।"

"থাক ঢের হয়েছে।" নার্স বললেন, "এ নিয়ে মাপ চাইবার কোনও দরকার নেই।"

"খালি বাধা দেয়া!" ক্ষোভ জড়ানো চাপাগলায় খেঁকিয়ে উঠল অ্যান্ড্রু, – "যা বলছি তাবই প্রতিবাদ কবা চাই! যাচ্চলে!"

"ছিঃ!" বাচ্চা ছেলেকে শাসন করার ভঙ্গিতে নার্স বললেন, "মিছিমিছি এত উত্তেজিত হচ্ছেন কেন? কথা শুনুন লক্ষ্মীটি, এটুকু খেয়ে নিন, দেখবেন সকালবেলা সুস্থ লাগছে।"

"অ্যান্ড্রু আর কথা না বাড়িয়ে নার্সের হাত থেকে গ্লাস নিয়ে কয়েক চুমুকে সবটুকু লেমনেড গিলে ফেলল।"

"আপনারা নার্সরা সবাই সমান!" খালি গ্লাসটা তাঁব হাতে তুলে দিয়ে আক্ষেপ করল অ্যান্ড্রু, "সেবিকা হোন আর যাই হোন আসলে আপনারা অমানুষ ছাড়া কিছু নন! মানুষের ভেতরের দুঃখ, কষ্ট, জ্বালা এসব কিছুই বোঝেন না, বোঝার চেষ্টাও কনেন না?"

"সে আপনি যা খুশি আমার সম্পর্কে ভাবতে পারেন।" নার্স হাসিমুখে বললেন, "কিন্তু আপনাদের যাতে ভাল হয় অসুস্থ অবস্থায় যাতে ঠিকমত সেবাশুশ্রূষা পান আমরা প্রাণপণে সেই চেষ্টাই করি।"

"এই আবার আমার মাথা গরম হয়ে উঠছে," বলল অ্যান্ড্রু, "প্রত্যেক কথার পাল্টা জবাব দিয়ে আপনি আমায় কিন্তু চটিয়ে দিচ্ছেন। ওরে আমার কে রে! এই যে আমি, আমার সম্পর্কে কতটুকু জেনেছেন আপনি? আপনি জানেন আমি আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলাম?"

জবাব না দিয়ে নার্স ঘাড় নেড়ে বোঝালেন ব্যাপারটা তিনি ঠিকই জানেন।

"খাড়া পাহাড় থেকে যদি আমি নিচে সমুদ্রের ঠাণ্ডা জলে লাফিয়ে পড়ি তো তাতে কার বাবার কি আসে যায়?" ব্যর্থতার ক্ষোভ চাপতে না পেরে কাঁদো কাঁদো গলায বলে উঠল অ্যান্ড্রু, "আমার বেঁচে থাকাব কোনও অর্থ ছিল না তাই তো নিজের জীবন ঐভাবে শেষ করতে গিয়েছিলাম!"

কোনও জবাব না দিয়ে নার্স তালুতে জিভ ছুঁইয়ে সহানুভূতিসূচক চুক-চুক আওযাজ করলেন। তাতে আবও বেগে গেল অ্যান্ড্রু, চোখের জল মুছে গলা অল্প চড়িয়ে বলল, "আমার জীবনের মালিক যখন আমি একা, তখন ইচ্ছে মতন এ জীবন আমি শেষ করতে পারব না কেন বলতে পাবেন?"

"না, ইচ্ছে মতন ওকাজ আপনি মোটেও করতে পারেন না।" এবাবে মুখ খুললেন নার্স, "কারণ ওটা ভুল পথ, ওতে সমস্যার সমাধান হয় না।"

"কেন, ভুল পথ বলছেন কেন?"

"কারণ", কেটে কেটে বললেন নার্স, "এভাবে আত্মহত্যা করা মহাপাপ। ভাল লাগুক চাই না লাগুক, বেঁচে আপনাকে থাকতেই হবে।"

"আপনার এ যুক্তি আমার বেলায় খাটে না।" জেদী একগুঁয়ে ছেলেমানুষি গলায় বলল অ্যান্ড্রু, "আমি আত্মহত্যা কবলে না খেয়ে মরলে এমন একজনও আমার আশেপাশে নেই।"

"আত্মীযস্বজন কেউ নেই আপনার? মা, বোন বা আর কেউ?"

"নাঃ!" বিতৃষ্ণাজড়ানো গলায় বলল অ্যান্ড্রু, "সুন্দর দেখতে একটা বউ একসময় ছিল বটে, কিন্তু পবে সে মাগি আমায় ছেড়ে পালিযে গিয়েছিল অন্য আরেকজনের সঙ্গে—বউ বেচারীর কোনও দোষ নেই, আমি বলব ও ঠিক কাজই করেছিল। আমার মত এক অপদার্থের সঙ্গে ও থাকতে যাবেই বা কোন দুঃখে?"

"কিন্তু আপনার বন্ধু-বান্ধব তো নিশ্চয়ই আছে," নার্স বললেন, "তাঁরা নিশ্চয়ই আপনাকে ভালোবাসেন!"

"না, তাও নেই!" ঢুলুঢুলু চোখে নার্সের দিকে তাকাল অ্যান্ড্রু, "প্রচুর বন্ধু-বান্ধব আছে, এমন লোক আমি নই। এত কথাই যখন বললেন নার্স, তখন একটু মন দিয়ে শুনুন আমার কথা—একসময় আমি একটা ভাল চাকরি করতাম, বাড়িতে আমার সুন্দরী বউও ছিল। ঘরে বউ আর বাইবে চাকরি নিয়ে বেশ খোশমেজাজেই আমার দিন কাটছিল। এর পরেই ঝলমলে আকাশে কালো মেঘের মত আচমকা দুঃখের দিন ঘনিয়ে এল আমার জীবনে। আমার মনিব আমার পাশে বসিয়ে একদিন গাড়ি চালাতে চালাতে দুর্ঘটনা বাধিয়ে বসলেন। গাড়ি বিমাব টাকা হাতানোর মতলবে দুর্ঘটনার সময় উনি ঘন্টায় ত্রিশ কিলোমিটাব স্পিডে

গাড়ি চালাচ্ছিলেন আদালতে এই কথাটা আমার মনিব আমায় দিয়ে বলাতে চাইলেন। কিন্তু আমি জানি দুর্ঘটনার সময় উনি কম করে পঞ্চাশ কিলোমিটার স্পিডে গাড়ি চালাচ্ছিলেন। মিথ্যেকথা বলা আমি একদম পছন্দ করিনা। অথচ মালিক বিমার টাকা আদায় করতে সেই মিথ্যে কথাই আমায় দিয়ে বলাতে চাইলেন। মালিকের কথামত আদালতে দাঁড়িয়ে মিথ্যে কথা বলতে আমি রাজি হলাম না।"

"তাই নাকি ?" নার্স বললেন, "তাহলে তো বলব আপনি ঠিক কাজই করেছিলেন।"

"আপনি তো বলছেন," আবার একরাশ ক্ষোভ ঝরে পড়ল অ্যাণ্ড্রুর গলায়, "কিন্তু এর ফল কি দাঁড়লো জানেন? মনিব রেগেমেগে আমায় চাকরি থেকে ছাঁটাই করলেন। শুধু ছাঁটাই করেই উনি থামলেন না, আড়াল থেকে এমন কলকাঠি নাড়লেন যার ফলে আমি তখন আর কোনও চাকরি জোটাতে পারলাম না। দিনরাত গাধার মত খেটেও কিছু করতে পারছি না দেখে বউ গেল রেগে, আমার এক বন্ধুর হাত ধরে সে আমায় ছেড়ে চলে গেল। চাকরি নেই, বউও আমায় ছেড়ে চলে গেছে, এই অবস্থায় টিকতে না পেরে শেষ পর্যন্ত মদ ধরলাম। চাকরি দু'একটা জুটল ঠিকই কিন্তু দিনরাত মদ খাবার ফলে সেসব চাকরির একটাও টিকল না। এদিকে আমাব স্বাস্থ্য তখন ভেঙে পড়েছে, শরীরের ভেতরটা পুরো ঝাঁঝরা হয়ে গেছে— ডাক্তার সাফ বলে দিয়েছে যে ক'দিন বাঁচব এই ভাঙ্গা স্বাস্থ্যই টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যেতে হবে। আমার বাঁচার প্রয়োজন যে ফুরিয়ে এসেছে এই সরল সত্যটা তখন দিনের আলোর মত ফুটে উঠল আমার চোখের সামনে। বেশ বুঝতে পারলাম রোজ রোজ নিজেকে টেনে হিঁচড়ে বয়ে বেড়ানোর কষ্ট থেকে রেহাই পাবার সবচাইতে সহজ পথ হল আত্মহত্যা করা, কারণ আমি বেঁচে না থাকলেও কারো কিছু যায় আসে না।'

"না, না, একথা কখনও আপনি বলতে পারেন না," বিড়বিড় করে নিজের মনে বললেন নার্স।

"ওকথা তো মুখে বলছেন," অ্যাণ্ড্রু বলল, "কিন্তু আমি বাঁচলে কার কোন উপকার হবে তা বলতে পারেন? আমি জানি শুধু আপনি কেন, এ প্রশ্নের জবাব কেউ দিতে পারবে না।"

'একথা কি জোর গলায় বলা যায়?' দ্বিধা জড়ানো গলায় বললেন নার্স, 'হয়ত একদিন আপনি সত্যিই দারুণভাবে কারও কোনও কাজে লাগবেন। আপনার বেঁচে থাকা কেন দরকার ছিল তা তখনই আপনি বুঝতে পারবেন।"

'কি বললেন, একদিন দারুণভাবে কারও কোনও কাজে লাগব?' নার্স যুবতীর সাদা সিধে একগুঁয়ে জবাব শুনে হাসল অ্যাণ্ড্রু, 'শুনে রাখুন, সেই দিনটি আমার জীবনে আর কখনও আসবে না। এর পরের বার আমি কিন্তু ঠিক মরব, কেউ আমায় বাঁচাতে পারবে না!'

'না, নাঃ!' ছেলেমানুষের মত ঘাড় ঝাঁকিয়ে আপত্তি জানালেন নার্স, 'একবার যা ভুল করার না জেনে করেছেন, কিন্তু এ ভুল ভবিষ্যতে দ্বিতীয়বার আর কখনও করতে যাবেন না।'

'কেন, যাবো না শুনি?'

'কারণ আপনি যা বলছেন তা করার ঝুঁকি কেউ নেয় না।' এটুকু বলেই থেমে গেলেন নার্স । কয়েক মুহূর্ত কিছু বলতে না পেরে শুধু জলভরা চোখ মেলে অ্যাণ্ড্রু অসহায়ভাবে তাকিয়ে রইল নার্সের মুখের দিকে—নার্স-এর বক্তব্যের মানে বুঝতে তার বাকি নেই, সে ভবিষ্যতে আবার আত্মহত্যা করার চেষ্টা করলেও করতে পারে এমন এক শ্রেণীতে নার্স তাকে ফেলতে চাইছেন। জোরগলায় প্রতিবাদ করতে গিয়েও পারল না অ্যাণ্ড্রু, ভেতরের সহজাত সততা আচমকা তার মুখ চেপে ধরল। সত্যি সত্যিই কি সে আবার আত্মহত্যা করার চেষ্টা করবে? একটু আগে নার্সকে যা বলেছে বাস্তবে তাকে রূপ দেবার চেষ্টা কি সত্যি করবে সে? প্রশ্নটা মনে উঁকি দেবার সঙ্গে সঙ্গে অ্যাণ্ড্রু বুঝতে পারল নার্স তাঁর জ্ঞান বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এ প্রসঙ্গে যে মন্তব্য করেছেন তার অন্যথা কিছু হতে পারে না, একবার ব্যর্থ হলে কেউ দ্বিতীয়বার আত্মহত্যা করার চেষ্টা করে না। কিন্তু একই সঙ্গে নিজের বক্তব্যে অটল থাকার এক অদম্য জেদ আর একগুঁয়েমি যেন পেয়ে বসেছে তাকে, তারই তাগিদে সে আবারও গলা চড়িয়ে বলল, "যে যাই বলুক না কেন, নিজের জীবন নিজের হাতে শেষ করার অধিকার আমার একশোবার আছে।'

'না সে অধিকার আপনার নেই!' বললেন নার্স।

'কেন, কেন নেই গো সোনা?' জানতে চাইল অ্যান্ড্রু। সে প্রশ্ন শুনে চাপা লজ্জাব আবেগে যুবতী নার্স-এর মুখখানা রাঙা হয়ে উঠল, গলায় ঝোলানো একরতি ক্রসটা দু' আঙুলে নাড়তে নাড়তে বললো, 'সে আপনি বুঝবেন না, হয় তো ঈশ্বরের আপনাকে প্রয়োজন আছে, তাই তিনি আপনাকে আত্মহত্যা কবতে দেন নি, তিনি আপনাকে বাঁচিয়ে রাখতে চান।'

ফ্যাল ফ্যাল করে নার্সেব মুখের দিকে তাকিয়েছিল অ্যান্ড্রু, তাঁর কথা শুনে সে কেমন হকচকিযে গেল। ভেতরে ব্যর্থতার ক্ষোভ থাকা সত্ত্বেও নার্সের বিশ্বাসেব মূলে আঘাত হানতে তার মন চাইল না। ব্যঙ্গের সুরে সে শুধু বলল, 'আমাব সম্পর্কে কি ভাবেন আপনি শুনি? ভবিষ্যতে কখনও কোনও লাগামছেঁড়া ঘোড়া দৌড়ে পালাবে শহরের পথে মাথা ভর্তি সোনালি চুল কোনও বাচ্চা হয়তো সেই ছুটন্ত ঘোড়াব পায়ের নিচে চাপা পড়তে যাবে কিন্তু তার আগে আমি ছুটে গিয়ে সেই বাচ্চাটিকে কোলে তুলে সবিয়ে এনে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে তাকে বাঁচাব, এই তো?'

'হয়ত তাই', ঘাড় নেড়ে মিষ্টি হেসে বললেন নার্স, 'কোনও কিছু না কবে শুধু নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কোনও জায়গায় উপস্থিত থেকেই তা হতে পাবে। আসলে নিজের ভাবনাটা আমি এই মুহূর্তে ঠিক গুছিয়ে বলতে পারছি না, কিন্তু এমনও তো হতে পাবে যে ভবিষ্যতে বাস্তায হাঁটতে হাঁটতে আপনি হয়ত একটা সাংঘাতিক ভাল কাজ করে ফেলেন। অথচ কাজটা কি কবলেন তা হয়ত তখনও আপনি জানেন না।' বলতে বলতে ভাবালু হয়ে উঠল নার্সের দু'চোখ,— সেপ্টেম্বর মাসেব মাঝখানে হাঁটতে হাঁটতে একটি লোক অন্য আরেকজনকে ভয়ানক মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাচ্ছে এ দৃশ্য যেন ভবিষ্যৎদর্শনের মত ভেসে উঠল তাঁব চোখেব সামনে।

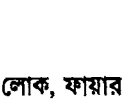

ফ্রেব্রুয়ারী ১২

গভীর রাত, ঘরের ভেতরে একটি মাত্র লোক, ফায়ার প্লেসের কাছে টেবিলে বসে নিবিষ্টমনে কাগজে কি যেন লিখে চলেছে। কাগজের বুকে কলমের আঁচড় কাটার শব্দ হচ্ছে খস্‌খস্.....খস্‌খস্।

লোকটি কাগজে যা লিখে চলেছে তা পড়াব মত দ্বিতীয় কেউ ধারেকাছে নেই, থাকলে কাগজের লেখা পড়লে তার বা তাদের দু'চোখ ঠিক বিস্ময়ে কপালে উঠত। কারণ লোকটি আপনমনে কাগজে যা লিখেছে তা একটি খুনের নিখুঁত ছক বা পরিকল্পনা।

লেখা শেষ হতে লোকটি একবাব মুখ তুলে তাকাল, কাগজের তাড়াগুলো চোখের কাছে নিয়ে এসে খুঁটিয়ে পড়তে লাগল। এক অদ্ভুত হাসি ফুটল তার ঠোঁটে, যে হাসি এই মুহূর্তে অস্বাভাবিক ঠেকতে পারে, আব তাই অনেকের পক্ষেই তাকে অপ্রকৃতিস্থ মনে হওয়া স্বাভাবিক।

কাগজের বিষয়বস্তু খুঁটিয়ে পড়াব পবে গোটা ব্যাপারটা এতক্ষণে জলের মত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তার কাছে।

নিজের হাতে তৈরি করা খুনের পরিকল্পনা লোকটি কয়েকবার খুঁটিয়ে পড়ল। হ্যাঁ, হত্যাকাণ্ডের অনেক আগে থেকেই পরপর একাধিক ঘটনা ঘটার সম্ভাবনার উল্লেখ ঐ পরিকল্পনায় করা হয়েছে, সংশ্লিষ্ট কুশীলবদের কার কি প্রতিক্রিয়া হবে বিস্তারিতভাবে তাও উল্লেখ করা হয়েছে—যার ভেতরে ভালমন্দ যা কিছু আছে পরিকল্পনার আগুনে পরিণতির লক্ষে পৌঁছতে সেসব মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। তবু গোটা পরিকল্পনার মধ্যে কিসের যেন অভাব লোকটির চোখে পড়ল, তার মনে হল কিছু একটা উল্লেখ করতে সে ভুলে গেছে। অল্প হেসে এবারে একটি তারিখ সে বসালো ঐ পরিকল্পনায়— সেপ্টেম্বর মাসের একটি নির্দিষ্ট তারিখে।

সবশেষে লোকটি কাগজের তাড়াগুলো হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল, পায়ে পায়ে ফায়াপ্লেসের কাছে এসে নিজে হাতে কাগজগুলো ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করল। তারপরে সেগুলো ফেলে নিল ফায়ারপ্লেসের গনগনে আগুনে। নিমেষে আগুন গ্রাস করল এই কাগজের টুকরোগুলোকে, খানিক আগে যত্ন করে লেখা খুনের

নিখুঁত পরিকল্পনা লেখা কাগজের টুকরোগুলো দেখতে দেখতে পুড়ে ছাই হয়ে গেল, পরিকল্পনায় কোনও প্রমাণ রইল না। গোটা পরিকল্পনাটি রয়ে গেল তার স্রষ্টা মাথায় সূক্ষ্মভাবে।

* * * *

মার্চ ৮

সকালবেলা, ব্রেকফাস্ট টেবিলে সবে এসে বসেছেন সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ব্যাটল, মুখোমুখি বসেছেন তাঁর স্ত্রী মেরি। মেরির দু'চোখ জলে ভরে উঠেছে, থেকে থেকে রুমাল দিয়ে তিনি চোখের জল মুছলেন। কারণ মেরি দুঃখ পেয়েছেন, এবং খুবই চিন্তিত তাঁর মুখের দিকে একনজর তাকালেই তা বোঝা যাবে। প্রাতরাশ সাজিয়ে দেবার আগে মেরি চোখের জল মুছতে মুছতে একখানা চিঠি এগিয়ে দিলেন স্বামীর দিকে। মুখ নিচু করে সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ব্যাটল চিঠিখানা পড়তে লাগলেন। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের দুঁদে পুলিশ অফিসার আর ঝানু গোয়েন্দা সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ব্যাটল যে মায়ামমতাহীন এক নিষ্ঠুর প্রকৃতির মানুষ তাঁর চোয়ালের গড়ণ দেখেই তা বোঝা যায়। ব্যাটলের মুখখানা যেন কাঠ কুঁদে তৈরি। চিঠির বিষয়বস্তু পড়তে পড়তে তিনি যা ভাবছেন তাঁর মুখে তা ফুটে ওঠেনি।

"আমি তো এ চিঠি পড়ে বিশ্বাসই করতে পারছি না!" ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললেন মেরি, "শেষকালে সিলভিয়ার নামে এমন বদনাম! ওর হেডমিস্ট্রেস মিস অ্যামফ্রে লিখেছেন তোমার ছোটমেয়ে এক পাকা চোর হয়ে উঠেছে!"

সুপারিনটেণ্ডেন্ট ব্যাটল-এর পাঁচ ছেলেমেয়ের মধ্যে সিলভিয়া সবার ছোট। সিলভিয়ার বয়স ষোল। মেইড্‌স্টোনের কাছে এক স্কুলে পড়ে সে, থাকে স্কুলেরই লাগোয়া হোস্টেলে। সুপারিনটেণ্ডেন্ট ব্যাটলকে চিঠি লিখেছেন সিলভিয়ার স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা মিস অ্যামফ্রে। অত্যন্ত কৌশলী আর সংযত ভাষায় তিনি যা লিখেছেন তার সারমর্ম হল বেশ কিছুদিন ধরে স্কুলের ভেতরে ছোটখাটো চুরি হচ্ছে। এসব চুরি কিভাবে হচ্ছে এবং এব পেছনে কে বা কারা আছে স্কুল কর্তৃপক্ষ অনেক চেষ্টা করেও তা জানতে পারেন নি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সিলভিয়া ব্যাটল সবকটি চুরির অপরাধ মুখ ফুটে স্বীকার করায় এই রহস্যের কিনারা হয়েছে। এখন এই চিঠি পাবার পরে মিঃ আর মিসেস ব্যাটল যদি এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন, তাহলে তাঁদের ছোট মেয়ের অপরাধ সম্পর্কে তিনি তাঁদের সঙ্গে খোলাখুলিভাবে আলোচনা করতে পারবেন। আর সেইসঙ্গে বর্তমান পরিস্থিতিটাও সহজে বুঝিয়ে দিতে পারবেন।

মিস অ্যামফ্রের চিঠিখানা ভাঁজ করে জামার পকেটে রাখতে রাখতে ব্যাটল বললেন, "এ ব্যাপারটা তুমি আমার ওপরে নিশ্চিন্তে ছেড়ে দিতে পারো, মেরি।"

মেরি কোনও জবাব না দিয়ে একমনে পট থেকে কাপে চা ঢালতে লাগলেন। সুপারিনটেণ্ডেন্ট ব্যাটল চেয়ার ছেড়ে উঠে স্ত্রীর পাশে এসে দাঁড়ালেন, আদর করে তাঁর গালে আলতো চুমু খেয়ে বললেন, "কেঁদো না সোনা, দেখে নিয়ো সব ঠিক হয়ে যাবে।"

সেদিনই দুপুরের কিছু পরে সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ব্যাটল এসে হাজিব হলেন সিলভিয়ার স্কুলে, দেখা করলেন প্রধান শিক্ষিকা মিস অ্যামফ্রের সঙ্গে। শিক্ষিকার বসার ঘরে তাঁর মুখোমুখি কাঠের চেয়ারে বসলেন ব্যাটল।

বসার ঘরের দেয়ালে সবুজ বার্ণিশ, প্রাচীন গ্রিক ভাস্কর্যের কয়েকটি প্রতিরূপও আছে-সেখানে। গাঢ় নীল বং-এর ঢোলা পোষাক পরে বড় চেয়ারে বসেছেন প্রধান শিক্ষিকা মিস অ্যামফ্রে, অনেকগুলো অভিধান, বিশ্বকোষ, আর আকর গ্রন্থ দু'পাশে দু'টি রিভলভিং শেলফ্-এ সাজিয়ে রাখা। সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ব্যাটল বসেছেন তাঁর উল্টোদিকে, আক্রমণোদ্যত সিংহের ভঙ্গিতে দু'হাত হাঁটুর ওপরে রেখেছেন, তীক্ষ্ণ চোখে তিনি তাকিয়ে আছেন প্রধান শিক্ষিকার মুখের দিকে, এই মুহূর্তে যিনি তাঁর প্রতিপক্ষ।

"আসল ব্যাপার হল মিঃ ব্যাটল," গলা ঝেড়ে নিয়ে থেমে বললেন প্রধান শিক্ষিকা, "শুধু বকাঝকা বা শাসন নয়, সঠিকভাবে মেয়েটি সম্পর্কে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে। বুঝতেই পারছেন মিঃ ব্যাটল, আমি আপনার মেয়ে সিলভিয়ার কথাই বলছি। পাশাপাশি অপরাধবোধের কোনও ক্ষতিকর প্রভাব যাতে

ওর মনে না পড়ে সেদিকেও লক্ষ রাখতে হবে। যে অপরাধ সিলভিয়া করেছে সাধারণ ছিঁচকে চুরি ছাড়া সেগুলো আর কিছু নয়। এমন গর্হিত কাজ সে কেন করল, এর মূলে কি মানসিকতা কাজ করছে সবার আগে আমাদের সেটাই জানতে হবে। নিছক হীনমন্যতাবোধই কি এজন্য দায়ী? সিলভিয়া খেলাধুলোয় যে তেমন ভাল নয় তা আপনি জানেন, কাজেই হীনমন্যতাবোধের সম্ভাবনা পুরোপুরি উড়িয়ে দিতে পারছি না। হয়ত এও হতে পারে যে কোনও ভিন্ন ক্ষেত্রে সিলভিয়া নিজের অহমিকাকে জাহির করতে চাইছে আর তাই বেছে নিয়েছে ছিঁচকে চুরির মত এক হীন পথকে। কিন্তু এ সম্পর্কে নিশ্চিত হবার আগে আমাদের সবদিক থেকে হুঁশিয়ার হতে হবে, আর এই কারণেই আমি চিঠি দিয়ে আপনাকে দেখা করতে বলেছি। আপনাকে আবার বলছি, মিঃ ব্যাটল, এ ব্যাপারে খুব হুঁশিয়ার হয়ে কথা বলবেন সিলভিয়ার সঙ্গে। এসবের পেছনে আসল কারণ কি, সবার আগে আমাদের সেটাই খুঁজে বের করতে হবে।'

"সেজন্যই আমি এসেছি, মিস অ্যামফ্রে," ভাবলেশহীন গলায় বললেন ব্যাটল, "আপনার চিঠি আজই সকালে এসে পৌঁছেছে আমার হাতে।'

"আপনার মেয়ে অপরাধ করেছে জেনেও আমি তাকে বকাঝকা দিইনি বা কোনও কঠোর শাসন করি নি। মিঃ ব্যাটল, আমি এখনও পর্যন্ত খুবই ভাল ব্যবহার করছি ওর সঙ্গে।"

"আপনার গুণের অন্ত নেই, মাদাম" শ্লেষজড়ানো গলায় বললেন ব্যাটল।

"সিলভিয়ার মত কচি মেয়েদের আমি কতটা ভালবাসি আশা করি তা আপনি বুঝতে পারছেন, মিঃ ব্যাটল।"

"যদি কিছু মনে না করেন, মিস অ্যামফ্রে," ব্যাটল বললেন, "এবারে আমি আমার মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

"বেশ তো, আপনি আসুন আমার সঙ্গে," বলতে বলতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন প্রধান শিক্ষিকা, "সিলভিয়া কাছাকাছিই আছে। কিন্তু যা বললাম দয়া করে মাথায় রাখবেন, ও বেচারীকে ধমকচমক দেবেন না যেন। একটু ধৈর্য ধরুন।"

সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ব্যাটল কোনও জবাব দিলেন না, তিনি যে নিজের মেয়ের ওপরে ক্ষুব্ধ হয়েছেন তাঁর চোখেমুখে এমন কোনও ভাব ফোটেনি এখনও।

প্রধান শিক্ষিকা ব্যাটলকে নিয়ে বসার ঘর থেকে বেরিয়ে দোতলার স্টাডির দিকে এগোলেন। প্যাসেজে কয়েকজন ছাত্রীর পাশ কাটালেন। তাঁরা সসম্ভ্রমে সরে দাঁড়ল, তাদের চোখের চাউনিতে ফুটে ওঠা বিস্ময় মেশানো কৌতূহল ব্যাটলের চোখ এড়াল না।

সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে মিস অ্যামফ্রে ব্যাটলকে নিয়ে এলেন স্টাডিতে, লাগোয়া একটি ছোট ঘরে ব্যাটলকে বসালেন মিস অ্যামফ্রে। স্টাডির লাগোয়া হলেও ঘরের ভেতরটা একতলার বসার ঘরের মত খুব একটা সাজানো গোছানো নয়। সিলভিয়াকে ডেকে নিয়ে আসতে মিস অ্যামফ্রে এগোতে ব্যাটল বাধা দিয়ে বললেন, "এক মিনিট মাদাম। বলছিলাম যে আপনার এখানে ছিঁচকে চুরির ঘটনাগুলোর জন্য আমার মেয়ে সিলভিয়াই দায়ী, এ সিদ্ধান্তে আপনি কিভাবে এলেন?"

"মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতির সাহায্যে, মিঃ ব্যাটল," আত্মবিশ্বাসের হাসি হেসে বললেন মিস অ্যামফ্রে, "ওটা পুরোপুরি আমার নিজস্ব পদ্ধতি।"

"মনস্তাত্ত্বিক? হুঁম্! কিন্তু সিলভিয়ার বিরুদ্ধে সাক্ষ্যপ্রমাণ কি পেয়েছেন আপনি?"

"জানি, মিঃ ব্যাটল," হাসি থামিয়ে বললেন মিস অ্যামফ্রে, "আপনি এ প্রশ্ন করবেন তা আমি আগেই আঁচ করেছি। হাজার হলেও আপনি একজন পদস্থ পুলিশ অফিসার, পেশাগত প্রশ্ন আপনি তুলতেই পারেন। কিন্তু আধুনিক অপরাধবিজ্ঞানে যে মনস্তত্ত্ব ঠাঁই পেয়েছে তা নিশ্চয়ই আপনার অজানা নয়। আমার যে এতটুকু ভুল হয়নি সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন— সিলভিয়া তার নিজের দোষ মুখ ফুটে স্বীকার করেছে।"

"সবই তো বুঝলাম" ঘাড় নেড়ে বললেন ব্যাটল, "কিন্তু কিভাবে এই চুরির রহস্য সমাধান করলেন তা এখনও বলেন নি আপনি, আর আমি সেটাই জানতে চাইছি আপনার কাছে।"

"বেশ, তাহলে শুনুন," মিস অ্যামফ্রে শুরু করলেন, "বেশ কিছুদিন ধরেই মেয়েদের লকার থেকে এটা সেটা উধাও হচ্ছিল। ব্যাপারটা ক্রমে বেড়ে যেতে আমি নিজে এগিয়ে এলাম, মেয়েদের সবাইকে এক জায়গায় জড়ো করে চুরির কথা বললাম, আর সেই সঙ্গে ওদের সবার চোখমুখ ওদের বুঝতে না দিয়ে ভাল করে খুঁটিয়ে দেখলাম। সিলভিয়ার চোখের চাউনি, আর ওর হাবভাব নজরে পড়তে চমকে উঠলাম ওযে একটা মানসিক দ্বন্দ্বের মধ্যে আছে তা ওর চোখের চাউনিতে স্পষ্ট ফুটে উঠেছিল। দেখেই বুঝলাম ও একাই এসবের জন্য দায়ী। সিলভিয়াকে ধরে ফেললেও সবার সামনে ওকে কোণঠাসা আমি ইচ্ছে করে করলাম না, ঠিক করলাম সিলভিয়া যাতে নিজে মুখে ওর অপরাধ স্বীকার করে সেই ব্যবস্থা আমায় করতে হবে। অনেক মাথা খাটিয়ে একটা পথ বের করলাম। পথ বলতে শব্দের ধাঁধা আর কি। বুঝলেন মিঃ ব্যাটল?'

মিস অ্যামফ্রের বক্তব্য তিনি বুঝেছেন এমনভাবে ঘাড় নাড়লেন ব্যাটল।

"শেষপর্যন্ত ওতেই কাজ হল", মিস অ্যামফ্রে হেসে বললেন, "সিলভিয়া শেষপর্যন্ত স্বীকার করল যে এসব চুরি ওরই কাজ।"

"তাই নাকি!" যেন অবাক হয়েছেন এমনিভাবে বললেন ব্যাটল। অল্প ইতস্তত করে তাঁকে এক রেখে সেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন মিস অ্যামফ্রে। ব্যাটল খোলা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে রইলেন বাইরের দিকে। খানিকবাদে দরজা খোলার আওয়াজ হতে ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখলেন অ্যামফ্রে নন, খোলা দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকেছে তাঁর ছোটমেয়ে সিলভিয়া। ঘরে ঢুকে দরজার পাল্লা ভেতর থেকে ভেজিয়ে দিল সিলভিয়া সিলভিয়াকে দেখতে লম্বা পাতলা ছিপছিপে, মুখের গড়নও কিছুটা লম্বাটে। তার গম্ভীর মুখে শুকিয়ে যাওয়া চোখের জলের দাগ ব্যাটলের চোখ এড়াল না।

"এই যে, আমি এসেছি।" তাঁর দিকে তাকিয়ে বলল সিলভিয়া। কেমন ভীরু অতিবিনীত শোনাল তার গলা এই বয়সে যা বড্ড বেমানান। ছোট মেয়ের গলায় জমে থাকা ক্ষোভ, জেদ বা অভিমানের লেশটুকু খুঁজে পেলেন না ব্যাটল।

"এই হতচ্ছাড়া জায়গায় তোমায় ভর্তি করা আমার উচিত হয়নি, সোনা", চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সিলভিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে ব্যাটল বললেন, "তোমার প্রধান শিক্ষিকাটি এক আস্ত গবেট, ওঁর ঘটে বুদ্ধিশুদ্ধি বলে কিছু আছে বলে আমার মনে হয় না!"

'কার কথা বলছ, মিস অ্যামফ্রে?' বাপের মন্তব্য শুনে অবাক হল সিলভিয়া, "কিন্তু আমাদের তে মনে হয় উনি অনেক কিছু জানেন, বোঝেনও। এমন মানুষ খুব বেশি চোখে পড়ে না।"

"হুঁম্।" নিজের মনে মেয়ের উদ্দেশ্যে বললেন ব্যাটল, "তোমার মাথাটি যখন পুরোপুরি চিবিয়ে খেয়েছেন তখন পুরোপুরি গবেট ওঁকে বলা যায় না। তবু বলব তোমার লেখাপড়া শেখার উপযুক্ত জায়গা এটা নয়—আবার এও মনে হচ্ছে যে এমন ঘটনা অন্য যে কোনও জায়গাতেই ঘটতে পারত।"

"আমার ভারি খারাপ লাগছে বাবা।" কাঁদো কাঁদো গলায় বলল সিলভিয়া।

"খারাপ লাগাই তো স্বাভাবিক," বললেন ব্যাটল।

"এসো, এদিকে আমার কাছটিতে এসো।"

বাবার কথার অবাধ্য হতে পারল না সিলভিয়া, অনিচ্ছুক ভঙ্গিতে পা ফেলে সে এসে দাঁড়াল তাঁর গা ঘেঁষে। দু'হাতে ছোটমেয়ের মুখখানি তুলে ধরলেন সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ব্যাটল। তার চোখের দিকে তাকিয়ে স্নেহভরা গলায় বললেন, "ভারি কষ্ট পেয়েছো, সোনা, মনের ওপর দারুণ ঝড় বয়ে গেছে, তাই না?' সিলভিয়া জবাব দেবার আগেই তার দু'চোখ জলে, ভরে উঠল।

"চোখের জল অনেক ফেলেছো", সিলভিয়া বলতে বলতে গম্ভীর হয়ে উঠল ব্যাটল-এর গলা, আমি জানি প্রচণ্ড মানসিক দ্বন্দ্বে তোমার ভেতরটা ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাচ্ছে। তবে এও মনে রেখো, শুধু বাবা বলে নয়, একজন অভিজ্ঞ পুলিশ অফিসার হিসেবেও আমার ছোটমেয়ে সিলভিয়াকে আমি আর সবার চাইতে

অনেক ভাল চিনি। আর তাই কোথাও কিছু একটা গোলমাল যে পাকিয়েছে তাও বেশ বুঝতে পারছি। শৈশবে অনেক বাচ্চাকেই লোভী হতে দেখা যায়, কোনও বাচ্চার মেজাজ হয় খুব খিটখিটে, আবার কোনও বাচ্চা খুব মারকুটেও হয়। কিন্তু তুমি ছিলে খুব শান্ত-শিষ্ট ঠাণ্ডা মেজাজের একটা মিষ্টি মেয়ে, তোমায় নিয়ে আমাদের কখনও কোনো অশান্তি হয়নি, কোনও ঝামেলাতেও পড়তে হয়নি। আর এই কারণেই তোমার সম্পর্কে তখন থেকেই একটা দুশ্চিন্তা দানা বেঁধেছিল আমার মনে। জেনে রেখো কারও ভেতরে যদি কোনও খুঁত থেকে থাকে যা বাইরে থেকে কারও চোখে পড়ছে না তাহলে পরে যে কোনও সময় সেটা ফেটে গিয়ে তার মানসিকতায় বড় আঘাত হানতে পারে।"

"তার মানে ঠিক আমার মত, তাই না, বাবা?" এতক্ষণে খানিকটা স্বাভাবিক শোনাল সিলভিয়ার গলা।

"হ্যাঁ, সোনা, ঠিক তোমার মত, সায় দিয়ে বললেন ব্যাটল, "আমি আসলে তোমার কথাই বলতে চাইছি।"

"মানসিক চাপ সৃষ্টি করে জোর করে তোমার মুখ দিয়ে বলানো হয়েছে এটা, এসব চুরি তোমারই কাজ। পদ্ধতিটা অদ্ভুত, সন্দেহ নেই। এমন ঘটনা আমি আগে কখনও ঘটেছে বলে শুনিনি।"

"পুলিশের চাকরিতে তুমি তো অনেক চোর দেখেছো, তাই না বাবা?" সিলভিয়ার কথায় কেমন যেন চাপা অবজ্ঞা আর ঘৃণা জড়িয়ে আছে বলে ব্যাটলের মনে হল।

"হ্যাঁ, দেখেছি বইকি," ব্যাটল বললেন, "একটা দুটো নয়, প্রচুর দেখেছি। আর তাই একজন অভিজ্ঞ পুলিশ অফিসার হিসেবে বেশ বুঝতে পারছি যে তুমি চোর নও, এসব চুরির একটিব সঙ্গেও তুমি জড়িত নও। চোর দু'রকমের হয়— একজাতের চোর তারা যারা আচমকা লোভে পড়ে অন্যের জিনিস না বলে সরায়। আরেক জাতের চোর আছে যাবা বেশ ভেবেচিন্তে অনেক দিন ধরে মতলব এঁটে ধীরে সুস্থে পরের জিনিস সরিয়ে ফেলে। কিন্তু তুমি এই দু'জাতের কোনটিরই অন্তর্ভুক্ত নও। না, সিলভিয়া, চোর নও, তুমি আসলে এক নম্বরের মিথ্যেবাদী, অবশ্য একটু অস্বাভাবিক শ্রেণীর মিথ্যেবাদী।"

"কিন্তু—" সিলভিয়া তার বাবার কথায় প্রতিবাদ করতে গিয়ে থেমে গেল। "চুরি না করেও তুমি সে দোষ নিজের বলে স্বীকার করছ, এইভাবে তুমি মিথ্যেবাদী হয়েছো।" একটু থেমে দম নিয়ে ব্যাটল বললেন, "এবারে সত্যি কথাটা বলো তো মা, ঘটনাটা কি ঘটেছিল আমায় গোড়া থেকে খুলে বলো, কিভাবে মিস অ্যামফ্রে তোমায় চাপ দিয়ে স্বীকার আদায় করেছেন আমায় খুলে বলো।"

"একদিন উনি আমাদের সবাইকে এক জায়গায় জড়ো করে ভাষণ দিলেন," মাথা নিচু করে বলতে লাগল সিলভিয়া, "মেয়েদের লকার থেকে জিনিসপত্র সব উধাও হচ্ছে, এর ওপরে গুরুগম্ভীর ভাষণ অমি একদম সামনের দিকে ওঁর কাছাকাছি দাঁড়িয়ে শুনছিলাম, তখনই লক্ষ্য করলাম ভাষণ দেবার সময় উনি একদৃষ্টে আমারই চোখের দিকে তাকিয়ে আছেন, কেমন অদ্ভুত সে চোখের চাউনি। এত মেয়ের মধ্যে উনি যে আমাকেই চোর বলে ধরে নিয়েছেন তা ওঁর চোখের সেই চাউনিতেই সেদিন ফুটে উঠেছিল। দেখলাম কয়েকজন মেয়েও ওঁর সেই চাউনি অনুসরণ করে এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে আমার দিকে, সে যে কি অস্বস্তি তা বলে বোঝাতে পারব না। ওদের দেখাদেখি বাকি মেয়েরাও ইশারায় আমায় দেখিয়ে নিজেদের মধ্যে ফিসফাস করতে লাগল। সেদিন আর কিছু হল না। এর ক'দিন বাদে একদিন সন্ধ্যের পরে মিস অ্যামফ্রে এই ঘরে আমাদের নিয়ে এক ধাঁধার খেলা খেললেন, শব্দের ধাঁধা। উনি একটা করে শব্দ বলবেন আর আমাদেব একেকজনকে আলাদা ভাবে সেই শব্দের সঙ্গে খাপ খায় এমন কোনও শব্দ চটপট বলতে হবে।"

"হুঁম্!" বিরক্তিমুখে আওয়াজ করে ব্যাটল বললেন, "তারপর কি হল?"

মুখে শব্দেব ধাঁধা বললেও মিস অ্যামফ্রে কি করতে চাইছেন তা আমি ঠিকই বুঝতে পেরেছিলাম।" থেমে থেমে বলতে লাগল সিলভিয়া, "আর বোঝার সঙ্গে সঙ্গে আমার শরীর যেন অবশ হয়ে আসছিল। ফুল, কাঠবেড়ালি, ইঁদুর, বাঁদর, এমন অনেক উল্টোপাল্টা শব্দ মনে মনে আওড়ালাম, যে শব্দটা উনি আমার মুখ থেকে শুনতে চাইছেন তা চেপে রাখতে প্রাণপণ চেষ্টা করলাম। মিস অ্যামফ্রে এদিনও এমনভাবে আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন যেন চোখের চাউনিতে আমার ভেতরটা ফুঁড়ে দেবেন। এরপর

একদিন উনি আমায় ওঁর বসার ঘরে ডাকলেন। আমি যেতে খুব শান্ত ভাবে আস্তে আস্তে উপদেশ দেবার ঢং-এ কিছু কথা বলেন যা শোনর পরে আমি ভেঙ্গে পড়লাম, মুখ ফুটে বলতে বাধ্য হলাম। এতদিন ধরে যা ঘটেছে সেসব আমারই কাজ, আমিই এজন্য দায়ী। ওঃ বাবা, বিশ্বাস করো কথাটা যেন উনি সেদিন আমার মুখ থেকে আদায় করে ছাড়লেন, আর বলাতে পেরে আমারও বুকের ভেতর থেকে একটা বোঝা যেন নেমে গেল বলে মনে হল!"

"বুঝলাম!" সিলভিয়ার চিবুকে আলতো টোকা দিতে দিতে বললেন ব্যাটল, "তাহলে এই হল ব্যাপার!"

"হ্যাঁ, বাবা," সিলভিয়া বলল, "তুমি কিছু বুঝলে?"

"না, মা," সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ব্যাটল বললেন।

"আমায় তো ঐভাবে কেউ গড়েনি, তৈরীও করেনি, তাই এসব কিছুই আমার মাথায় ঢোকে নি। আমি কিভাবে তৈরী হয়েছি শুনবে? ধরো, অন্যায় আমি করিনি কেউ যদি সেই অন্যায় করেছি বলে আমায় দিয়ে জোর করে স্বীকারোক্তি করাতে চায়, তাহলে আমি আগুপিছু কিছু না ভেবে তার চোয়ালে এমন এক ঘুঁষি মাবব যাতে এক ঘায়ে তার কয়েকটা দাঁত নড়ে যায়। তোমার বেলায় কি ঘটেছে তা কিছুটা আঁচ করতে পারছি—ঐ গবেট মিস অ্যামফ্রে না কে, তোমার ওপরে ওঁর অর্ধেক শেখা কিছু কিম্ভূত মনস্তাত্ত্বিক থিয়োরি ফলাতে চেয়েছিলেন। এসব করে যে জট পাকিয়েছে সবার আগে তা ছাড়াতে হবে। কোথায় গেলেন গবেট মহিলা, মানে তোমাদের মিস অ্যামফ্রে?"

মিস অ্যামফ্রে যথেষ্ট বুদ্ধিমতী, সিলভিয়াকে তার বাবার জিম্মায় পৌঁছে দিয়েই সরে পড়েছেন সেখান থেকে। খোঁজাখুঁজি করে খানিক বাদে তাঁকে পেয়ে গেলেন ব্যাটল। কোনও ভূমিকা না করে বললেন, "আমার মেয়ে যাতে সুবিচার পায় সেই উদ্দেশ্যে আমি আপনাকে এই চুরির প্রসঙ্গে স্থানীয় পুলিশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করার সুপরামর্শ দিচ্ছি।"

"কিন্তু মিঃ ব্যাটল," মিস অ্যামফ্রে বলতে গেলেন, "সিলভিয়া যেখানে নিজে মুখে—"

"থামুন!" চাপা গলায় ধমকে উঠলেন সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ব্যাটল, "এখানে যা ওর নিজের নয় তেমন একটি জিনিসও সিলভিয়া হাত দিয়ে ছোঁয় নি! আর এও যে জেনে রাখুন আপনি ওর সম্পর্কে যাই ভাবুন না কেন, আমার মেয়ে যে চুরি করেনি সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত!"

"আপনি সিলভিয়ার বাবা, তাই—"

"বাবা নই, মিস অ্যামফ্রে," কঠিন গলায় বললেন ব্যাটল, "একজন পুলিশ অফিসার হিসেবেই বলছি। আবার বলছি চুরির রহস্যের কিনারার জন্য পুলিশের সাহায্য নিন। যেসব জিনিস লকার থেকে উধাও হয়েছে বলছেন সেগুলো খোয়া যায় নি, এই বাড়িরই অন্য কোথাও নিশ্চয়ই লুকিয়ে রাখা হয়েছে। ঐসব জিনিসের গায়ে পুলিশ ছিঁচকে চোরের আঙ্গুলের ছাপ পাবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। ছিঁচকে চোরেরা কখনও দস্তানা পরে কাজে নামে না তাই সবকটি মালের গায়েই তার অথবা তাদের আঙ্গুলের ছাপ মিলবে। এখনকার মত আমি আমার মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি। আপনি ওর নামে পুলিশের কাছে চুরির যে অভিযোগ আনবেন সেই প্রসঙ্গে পুলিশ যদি যথার্থ সাক্ষ্যপ্রমাণ কিছু পায়, তাহলে জানবেন মেয়েকে আমি ঠিকই আদালতে নিয়ে গিয়ে আসামির কাঠগড়ায় তুলব আর বিচারে ওর জেল, জরিমানা, দ্বীপান্তর যাই হোক না কেন তা মাথা পেতে নেবার জন্য তৈরী থাকব। আমি মেয়েকে থানা পুলিশের হাত থেকে বাঁচাতে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছি একথা ভুলেও যেন ভাববেন না! আমি কি দারুণ সাহসী লোক তা আপনার জানা নেই!"

মিস অ্যামফ্রে তাঁর কথাগুলে চুপচাপ মুখ বুঁজে হজম করলেন, প্রতিবাদ করার সাহস আর তিনি পেলেন না। তাঁর চোখের সামনে দিয়ে সামনের সিটে সিলভিয়াকে বসিয়ে গাড়ি চালিয়ে স্কুল থেকে বেরিয়ে এলেন সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ব্যাটল, কিছু দূর এসে তিনি মেয়েকে বললেন, "হ্যাঁরে, চলে আসার সময় প্যাসেজে একটা মেয়ে আমার পাশ কাটিয়ে চলে গেল। মেয়েটার চোখ নীল, গালে গোলাপি আভা, চিবুকে একটা তিলের মত ছোট জড়ুল আছে। চিনিস ওকে?"

"মনে হচ্ছে তুমি অলিভ পার্সনস-এর কথা বলছ বাবা," মেয়েটির চেহারার বর্ণনা শুনে বলল সিলভিয়া, "কেন মেয়েটা তোমায় দেখে ভয় পেয়েছে বলে মনে হল?"

"উঁহু," ব্যাটল বললেন, বরং ঠিক উল্টোটাই মনে হল। মেয়েটার তাকানো আর ভাবভঙ্গি অদ্ভুত শান্ত আর ঠাণ্ডা, কিন্তু এই ভাবটা আমায় ঠিক স্বাভাবিক ঠেকল না। আদালতে ওর বয়সী যেসব অপরাধীর মুখোমুখি হয়েছি তাদের সবার চোখেমুখে এমনি অদ্ভুত শান্ত আর ঠাণ্ডা হাবভাব দেখেছি, হুবহু তেমনই। দ্যাখ্ সিলভিয়া, এই মেয়েটাই যে তোদের স্কুলের সেই ছিঁচকে চোর আমি বাজি রেখে তা বলতে পারি। তবে মজার ব্যাপার কি জানিস—হাজার ভাল কথায় বুঝিয়ে কি ভয় দেখিয়ে এদের কাছ থেকে স্বীকারোক্তি আদায় করা যায় না, ভয় দেখিয়ে এদের মুখ খোলা যায় না।"

"ওফ্! বাবা!" স্বস্তির শ্বাস ফেলে বলল সিলভিয়া, "এখন বুঝতে পারছি আমি সত্যি সত্যি একটা দারুণ বোকার মত কাজ করে ফেলেছি। ছিঃ ছিঃ! এতবড় ভুল কি করে করলাম আমি? ওঃ! এত খারাপ লাগছে না যা বলার নয়!"

"যা হয়ে গেছে তা নিয়ে মিছিমিছি মন খারাপ করে তো লাভ নেই মা," মেয়ের পিঠে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দেবার গলায় ব্যাটল বললেন, "তুমি ভয় পেয়ো না, আমাদের পরীক্ষা করার জন্যই এসব ঘটনা ঘটে। অন্ততঃ আমার নিজের তাই ধারণা। এছাড়া আর অন্য কিই বা কারণ থাকতে পারে..."

এপ্রিল ১৯

রোদঢালা সকালে ঝকঝক করছে নীল আকাশ। বিখ্যাত টেনিস তারকা নেভিল স্ট্রেঞ্জ নিজের বাড়িতে দোতলা থেকে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামছে। নেভিলের পরণে ধপধপে সাদা ফ্ল্যানেলের গেঞ্জি আর ট্রাউজার্স, এই মুহূর্তে তার হাতে ধরা চারটে টেনিস র‍্যাকেট। টেনিসের পাশাপাশি গল্‌ফ, সাঁতার আর পর্বতারোহী হিসেবেও মাত্র তেত্রিশ বছর বয়সে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছে নেভিল। সুন্দর সুস্বাস্থের অধিকারী নেভিল প্রচুর টাকাকড়ির মালিক, অল্প কিছুদিন আগে অপরূপা সুন্দরী এক যুবতীকে সে বিয়ে করেছে। নেভিলের যে দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনা কিছু নেই তা তাকে দেখলেই বোঝা যায়।

একতলার বারান্দায় বসার ঘরের লাগোয়া কাচে ঘেরা বারান্দায় গদিমোড়া সোফায় বসে নেভিলের বউ "কে" কমলালেবুর রস তারিয়ে তারিয়ে খাচ্ছে এমন সময় নেভিল এল সেখানে। পাতলা ছিপছিপে গড়নের কে-র চুলের রং ঘন লাল, প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গে বাঁধভাঙ্গা যৌবনের হাতছানি।

মুখোমুখি বসে জিভে জল আনা ব্রেকফাস্ট খেল দুজনে, পট থেকে নেভিলের কাপে গরম কফি ঢালতে ঢালতে কে বলল, "ওহো, বলতে ভুলে গেছি। সাগর্টি চিঠি লিখেছে, জুনের শেষে ইয়াটে চেপে নরওয়েতে যাবার কথা। যাওয়া হবে না ভেবে সত্যিই খারাপ লাগছে", বলতে বলতে কে আড়চোখে স্বামীর দিকে তাকাল, তারপর চাপাগলায় বলল, "আহা রে, সত্যিই যেতে পারলে কি দারুণ জমত!"

নেভিল কোনও মন্তব্য করল না, এক অদ্ভুত অনিশ্চয়তা ফুটে উঠল তার চোখেমুখে।

'বলি আমার কথা কানে যাচ্ছে?' গলা অল্প চড়াল কে, "ঐ হাবসী বুড়ি ক্যামিলা না কে, ওর কাছে সত্যিই আমাদের যেতে হবে?"

"বয়স্ক মানুষদের সম্পর্কে ওভাবে বলা ঠিক নয়, কে", চাপা বিরক্তিমেশানো গলায় বলল নেভিল।

"স্যার ম্যাথিউ আর ক্যামিলা, দু'জনেই একসময় আমার অভিভাবক ছিলেন, ওঁদেরই আদরযত্নে আমি বড় হয়েছি। তাই আর সব বাড়ির মত গালস পয়েন্টও আমার কাছে নিজের বাড়ি।"

"বেশ, বাবা বেশ, আর বলবনা, যাও," অভিমানের সুর ফুটল কে-র গলায়। "ওখানে যেতে আমি যখন বাধ্য, তখন অপছন্দ হলেও যেতে হবে। তারপর ঐ বুড়ি-থুড়ি-ক্যামিলা মারা গেলে ওঁর টাকাকড়ি আর যাবতীয় বিষয় সম্পত্তি সবই তো আমাদের হাতে আসবে। তাহলে পছন্দ না হলেও যেতে অসুবিধা হবে কেন?"

"ভুল করছ কে!" একই চাপা বিরক্তি মেশানো গলায় বলল নেভিল, "যে জমানো টাকাকড়ির কথা বলছ তা ক্যামিলার কাছে নেই। টাকাকড়ি সব স্যার ম্যাথিউ এক আলাদা তহবিলে গচ্ছিত রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন ওঁর উইলে। উইলের শর্ত অনুযায়ী ওঁর স্ত্রী লেডি ক্যামিলা ট্রেসিলিয়ানের মৃত্যুর পরে তহবিলে গচ্ছিত ঐ টাকার মালিক হব আমি আর আমার স্ত্রী। আমায় স্নেহ করতেন বলেই স্যার ম্যাথিউ উইলে এই ব্যবস্থা করে গেছেন। এটা বুঝতে পারছো না কেন?"

"বুঝতে ঠিকই পারছি," কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে কে বলল, "তোমার প্রতি ওঁদের স্নেহ ভালবাসা থাকলেও আমায় যে ওঁরা মোটেও পছন্দ করেনা তা বোঝার মত বুদ্ধি আর ক্ষমতা আমার আছে। ওঁরা আমায় ঘেন্না করেন। হ্যাঁ, লেডি ট্রেসিলিয়ান আর মেরি অ্যালডিন, দু'জনেই! ওঁদের তাকানো, আর কথা বলার ধরনেই ওঁদের ভেতরের আসল চেহারাটা ফুটে ওঠে। তুমি ওঁদের স্নেহের পাত্র তাই এসব তোমার চোখে পড়ে না। অথবা হয়ত দেখেও না দেখার ভান করো।"

"এ তোমার মনগড়া ধারণা, সান্ত্বনা দেবার গলায় বলল নেভিল, ওঁরা দু'জনেই তোমার সঙ্গে তো খুব ভাল ব্যবহার করেন। খারাপ ব্যবহার করলে আমি যে তা মেনে নিতাম না তাও তুমি জানো।"

"ভদ্রতার মুখোস মুখে এঁটেও খারাপ ব্যবহার করা যায়", একগুঁয়ের মত বলল কে, "আসলে ওঁদের চোখে আমি হলাম নিছক এক সুযোগসন্ধানী, যে লাভের জন্য অন্যের পাওনা হাতিয়ে নিতে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে।"

"তা যদি বলো," কে-র দিকে পেছন ফিরে বাইরের দিকে তাকিয়ে নিজের মনে বলল নেভিল, "তাহলে তো বলব তোমার বেলায় সেটাই অনেকের চোখেই স্বাভাবিক ঠেকবে তাই না?"

"সে তো বটেই, একথা তুমি ছাড়া আর কেইবা বলবে? ওঁরা যাকে ভালবাসতেন যে ওঁদের আদরের পাত্রী ছিল সে হল অড্রে, তোমার আগের বউ। ওকে ডিভোর্স করে তুমি আমায় বিয়ে করেছো এটা ক্যামিলা আজও মেনে নিতে পারেন নি। অড্রের জায়গা দখল করেছি বলে উনি কোনদিনই আমায় ক্ষমা করতে পারবেন না।"

"ক্যামিলার বয়স সত্তর পেরিয়ে গেছে," জানালার দিক থেকে মুখ না ফিরিয়ে নেভিল বলল, "ওঁরা সাবেকি আমলের লোক ভিক্টোরিয়ান জামানার দৃষ্টিভঙ্গি এখনও আঁকড়ে আছেন তাই ডিভোর্স ব্যাপারটা আজও মন থেকে মেনে নিতে পারেন না। তবে আমার ধারণা অড্রের প্রতি ভালবাসার কথা মনে রেখেই উনি এখনকার পরিস্থিতি মেনে নিয়েছেন।" অড্রের নাম উচ্চারণ করতে গিয়ে নেভিলের গলা অল্প কেঁপে উঠল।

"ওদের ধারণা তুমি অড্রের সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করেছো।"

"করেছি বইকি," বলল নেভিল।

"কি যা তা বলছ নেভিল!" চাপা গলায় ধমকে উঠল কে, "ও বড্ড বিচ্ছিরি রকমের গোলমাল পাকিয়েছিল বলেই না তুমি তার প্রতিবাদ করেছো।"

"মোটেও তা নয় কে, অড্রে কখনও কোনও গোলমাল পাকায়নি।"

"ওঃ নেভিল," হাত নেড়ে গলা অল্প চড়াল কে, "অসুস্থ শরীরে ওর তোমায় ছেড়ে চলে যাওয়া। সবার কাছে মুখ কালো করে নিজেকে অসহায় প্রমাণ করার চেষ্টা করা, এসব আমার মতে অযথা গোলমাল পাকানো ছাড় কিছু নয়! তোমায় ডিভোর্স করে অড্রেকে তেমন কিছুই খোয়াতে হয়নি বলেই আমি মনে করি। স্বামীকে আঁকড়ে ধরতে না পারলে, তার সঙ্গে বনিবনা না হলে হাসিমুখে খোলামনে তার সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দেয়া যে কোনও স্ত্রীরই কর্তব্য, এটা আমার নিজের দৃষ্টিভঙ্গি। সত্যি সত্যি তোমায় ভালবাসলে তোমার সুখশান্তির কথাই সবার আগে অড্রের ভাবা উচিত ছিল। সেইসঙ্গে ওর চেয়ে ঢের ভাল কোনও মেয়েকে জীবনসঙ্গিনী হিসেবে তুমি গ্রহণ করতে চলেছো জেনেও ওর খুশি হওয়া উচিত ছিল।"

"বাঃ দারুণ!" চাপাগলায় মন্তব্য করে জানালার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেভিল বলল, "প্রেম ভালবাসা থেকে বিয়ে, এ তিনটে খেলায় তুমি এক দারুণ খেলুড়ে হয়ে উঠেছো দেখছি!" বলতে বলতে সে চাপা ব্যাঙ্গের হাসি হাসল। তার কথা শুনে কে লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল, কষ্টে হাসি চেপে বলল, "হয়ত কথাগুলো

বলতে গিয়ে আমি একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছি, কিন্তু এখন ঘটনাগুলো ঘটার পরে যা সত্যি তা তোমায় মানতেই হবে!"

"অড্রে মেনে নিয়েছিল," চাপা গলায় বলল নেভিল।"

"তোমার সঙ্গে আমার বিয়েটা যাতে হয় তাই ও আমায় ডিভোর্স করে সরে দাঁড়িয়েছিল দু'জনের মাঝখান থেকে।"

"হ্যাঁ, তা আমি জানি"—আমতা আমতা করে বলল কে।

"কিছুই জানো না," বলল নেভিল, "অড্রেকে তুমি আজও চিনতে পারোনি।"

"না, পারি নি," সায় দিয়ে বলল কে, "ওর নাম মনে এলে আমি আঁতকে উঠি, ওকে আমার বড্ড ভয় লাগে। হয়ত মাথায় যথেষ্ট বুদ্ধি ধরে বলেই ওকে ভয় পাই।"

"তোমার নিজেরও দেখছি যথেষ্ট বুদ্ধি আছে," বলে হাসিমুখে এগিয়ে এসে নেভিল কে-র ঘাড়ের নিচে চুমু খেল। ঘাড়ে সুড়সুড়ি লাগতে খিলখিল করে হেসে উঠল কে।

"তুমি তো সবসময় আমার বুদ্ধিব বাহবা দাও," কে হাসি মুখে বলল।

"একটা কথা ভাবছি," নেভিল বলল, "তোমব মন যখন চাইছে তখন ইয়াটে চেপে আমরা সাচর্টির কাছে যাব না কেন?"

"সে কি!" নেভিলের কথা শুনে অবাক হল কে। বড়বড় চোখে তাকিয়ে বলল, "তাহলে গালস পয়েন্টে যাবেনা ঠিক করলে?"

"ঠিক তা বলছি না।" অন্যরকম গলায় নেভিল বলল, "ওখানে তো সেপ্টেম্বরের গোড়ায় গেলেও হয়।"

"কিন্তু নেভিল," কে একটু থেমে বলল, "এতক্ষণ যাকে নিয়ে কথা হচ্ছিল আমি যতদূর জানি সেই অড্রে প্রত্যেক বছর সেপ্টেম্বরের গোড়ায় ওখানে বেড়াতে যায়।

"তাই তো? তবে একটা উপায় অবশ্য আছে, আমরা যাচ্ছি খবর পেয়ে লোউ ক্যামিলা যদি ওকে ঐসময় ওখানে যেতে আগেভাগে মানা করে দেন, তাহলে—"

"কেন, মানা করতে যাবেন কেন, কোন দুঃখে?"

"তার মানে?" সন্দেহ জড়ানো চোখে নেভিলের মুখের দিকে তাকিয়ে কে বলল, "তুমি বলতে চাও অড্রে একই সময় গালস পয়েন্টে গিয়ে হাজির হব? তুমি এটাই চাও? সত্যি, মাঝে মাঝে তোমার কথাগুলো এত অদ্ভুত লাগে যা ভাষায় বলে বোঝানো যায় না!"

"এটা মোটেও অদ্ভুত কোনও ব্যাপার নয়!" রেগেমেগে বলল নেভিল, "অনেকেই এখন আমার মত ভাবছে। অড্রের সঙ্গে তোমার বন্ধুত্ব হতে বাধা কোথায়? এর ফলে অনেক জটিলতা কেটে যাবে। অনেক জটিলতা দূর হবে, এই সহজ ব্যাপারটা তোমার মাথায় আসছে না কেন? আমার যে কথাগুলো তোমার কাছে অদ্ভুত ঠেকছে, তুমি নিজেই তো ক'দিন আগে তাতে সায় দিয়েছিলে, তার পক্ষে কথা বলছিলে!"

"বলেছিলাম বুঝি?"

"সে কি, এরই মধ্যে ভুলে গেলে?" আঙ্গুল নেড়ে নেভিল বলল, "লিওনার্ড-এর আগের বউ আর এখনকার বউ দু'জনে দু'জনের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল, একথা তুমিই তো বলছিলে সেদিন, মনে পড়ছে না?"

"ওহো, এবারে মনে পড়েছে," কে হাসি চেপে বলল, "তেমন কোনও ঘটনা সত্যি ঘটলে আমি কিছু মনে করব না, বরং সহজ স্বাভাবিক ভাবেই তা মেনে নেব। তবে আমার মত অড্রে নিজে এ-ব্যাপারটা খুব সহজভাবে নেবে বলে আমার মনে হয় না।"

"বোকার মত কথা বলো না!"

"বোকার মত কথা আমি বলছি না। অড্রে তোমায় কতটা ভালবাসত সে সম্পর্কে তোমার কোনও ধারণা নেই...তাই এ ব্যাপারটা ও নিজে আদৌ মেনে নেবে কিনা সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে।"

"তোমার ধারণা সম্পূর্ণ ভুল কে, অড্রে ব্যাপারটা খুব সহজভাবেই মেনে নিতে তৈরি আছে।"

"অড্রে খুব সহজমনে এটা মেনে নিতে তৈরি আছে এতটা নিশ্চিত তুমি হচ্ছ কি করে?" তীক্ষ্ণ চাউনি মেলে নেভিলের দিকে তাকাল কে। তার সেই চাউনির সামনে অল্প দ্বিধাগ্রস্ত দেখাল নেভিলকে, গলা

ঝেড়ে নিয়ে গলা নামিয়ে খানিকটা নিজের মনে সে বলল।" আসলে অনেকদিন পরে গতকাল লণ্ডনে অড্রের সঙ্গে দেখা হল কি না, তাই বলছি।"

"অড্রের সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে একথা তো আমায় আগে বলো নি।?"

"আগে বলিনি তো কি হয়েছে," বিরক্তিঝরা গলায় নেভিল বলল, "এখন বলছি। গতকাল লণ্ডনে আমি সবে একটা পার্কে ঢুকেছি এমন সময় দেখলাম উল্টোদিক থেকে অড্রে আমার দিকেই এগিয়ে আসছে। এবারে তুমিই বলো, ঐ অবস্থায় অড্রেকে দেখে দৌড়ে পালিয়ে যাওয়া নিশ্চয়ই আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না?"

"মোটেও না।" সায় দিল কে, "তারপরে কি হল?"

"অড্রে আর আমি পাশাপাশি দুটো চেয়ারে বসে অনেকক্ষণ কথা বললাম, ভারি চমৎকার দেখাচ্ছিল অড্রেকে।"

"বাঃ, চমৎকার!" বাঁকাগলায় বলল কে।

'তারপরে, বুঝলে কে, আমরা দু'জনে নানা বিষয়ে অনেকক্ষণ কথা বললাম.....অড্রেকে তো বেশ সুস্থ স্বাভাবিক বলেই মনে হল, খুব স্বাভাবিক ভাবেই কথা বলল ও আমার সঙ্গে।"

"আবার বলছি, চমৎকার!" একইরকম গলায় বলল কে। "অড্রে তোমার কথাও বলল, বুঝলে? জানতে চাইল তুমি কেমন আছো? আমার সঙ্গে তোমার দিন কেমন কাটছে।"

"সত্যি বলছি নেভিল, অড্রে ভারি ভাল মেয়ে, ওর জবাব নেই!"

"বিশ্বাস করো কে, ঠিক তখনই মনে হল তোমরা দু'জনে দু'জনের বন্ধু হলে চমৎকারই না হত, আমরা সবাই তখন কাছাকাছি থাকতে পারতাম। তখনই মনে হল এবারে গরমের সময়টা আমরা সবাই মিলে গালস পয়েন্টে কাটাতে পারি। ওখানে খুব সহজে আর স্বাভাবিকভাবে ব্যাপারটা ঘটানো যায়।"

"তাহলে ওখানে যাবার পরিকল্পনা তোমারই মাথা থেকে বেরিয়েছে?"

"আমি—মানে—হ্যাঁ, আমারই মাথা থেকে যখন বেরিয়েছে তখন ওটা নিঃসন্দেহে আমারই পরিকল্পনা!"

"বুঝলাম। যাক তাহলে এ প্রসঙ্গ তুমিই তুলেছো আর তা শুনেই অড্রের ভারি পছন্দ হল, শুধু একবার শুনে ও তোমার বুদ্ধির তারিফ কবতে লাগল, কেমন তাই তো?"

কে-র জবাবে এই প্রথম খটকা লাগল নেভিলের মনে, অড্রের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব পাতানোর এই প্রস্তাব শুনে কে যে খুব খুশি হয় নি এতক্ষণে সে তা বেশ বুঝতে পারল।

"তোমার কি হয়েছে আমায় খুলে বলবে?" উদগ্রীব হয়ে জানতে চাইল নেভিল।

"বলার মত কিছু হলে তবে তো খুলে বলব," কে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, "তোমার এই পরিকল্পনা আমার পছন্দ হবে কি না এ কথা একটি বারও তোমার বা অড্রের মাথায় এল না?"

"কিন্তু কে," নেভিল তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বলল, "এই ব্যাপারটা নিয়ে তুমি মিছিমিছি মন খারাপ করবেই বা কেন?"

জবাব না দিয়ে দাঁতে দাঁত পিষে কে ভেতরের ক্ষোভ প্রকাশ করল।

"কিন্তু এই তো সেদিন", নেভিল বলল, "তুমি নিজেই তো বলছিলে—"

"দোহাই তোমায়, এ প্রসঙ্গে এবার বাদ দাও!" মিনতি করল কে, "সেদিন যা বলেছি তা অন্যের সম্পর্কে, আমাদের সম্পর্কে নয়!"

"কিন্তু আমি তো ভেবেছিলাম অড্রের সঙ্গে তোমার বন্ধুত্ব পাতানোর সাধ হয়েছে বলেই তুমি ঐ প্রসঙ্গ তুললে!"

"তুমি সত্যিই তেমন কিছু যদি ভেবে থাক সেটা নিছক আমার দুর্ভাগ্য," বলতে গিয়ে হতাশা ফুটল কে-র গলায়, "তোমার এই উদ্ভট ধ্যানধারণায় আমার মোটেও বিশ্বাস নেই। এতসব শোনার পরে তোমাকেই আদৌ বিশ্বাস করা যায় কিনা সেটাই এখন আমার সামনে প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

"কিন্তু কে," ভিতু ভিতু গলায় বলল নেভিল, "এসব তুচ্ছ খুঁটিনাটি ব্যাপার তুমি মনে ধরবে কেন? আমি বলতে চাই তোমার মন খারাপ হবার মত কিছু তো এর মধ্যে নেই।"

"নেই বুঝি! সত্যি বলছ?"

"এখন অড্রের ওপর যদি তোমার হিংসে হয় তো সে অন্য কথা।" একটু থেমে কয়েক মুহূর্ত দম নিল নেভিল, তারপরে স্বাভাবিক গলায় বলল, "দ্যাখো কে, তুমি আর আমি, আমরা দু'জনে অড্রের সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করেছি। বলতে ভুল হল, তুমি নও, অমি নিজে ওর সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করেছি। তখন খারাপ ব্যবহার ছাড়া আমার আর কিছু করার ছিল না এখন একথা বলার কোনও মানে হয় না। এসব ভেবেই বলছি তোমার সঙ্গে ওর বন্ধুত্ব হলে আমার ভেতরের একটা বড় অপরাধবোধ হালকা হয়ে যাবে, তাতে আমি সত্যিই সুখী হবে।"

"ও, তার মানে তুমি এখন সুখী নও, এটাই বলতে চাও তাই তো?"

"আরে বোকা মেয়ে, আমি কি তাই বলেছি?" কে গোটা ব্যাপারটা হালকা করতে বলল, "আমি সুখী বসন্তের সকালবেলার একঝলক রোদের মত সুখী, তবে—"

"একেবারে ঠিক বলেছো?" কে বলে উঠল, "এই বাড়িতে আগাগোড়াই একটা 'তবে' হেঁটে চলে বেড়াচ্ছে। বাড়ির এখানে ওখানে আনাচে কানাচে পড়েছে তার ভয়াল ছায়া যা চোখে পড়লে গা শিউরে ওঠে। আর এ ছায়া যে স্বয়ং অড্রের তা আশাকরি আলাদাভাবে বলার দরকার পড়ে না।"

মন দিয়ে কে-র কথাগুলো শুনল নেভিল, একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "তার মানে এটাই দাঁড়াচ্ছে অড্রেকে তুমি ভীষণ হিংসে করো।"

"হিংসে নয়," বলতে গিয়ে কেঁপে উঠল কে-র গলা, "আসলে আমি ওকে ভীষণ ভয় পাই। অড্রে কি জাতের মেয়েমানুষ তা তুমি জানো না, নেভিল।"

"জানি না বললেই হল?" হালকা গলায় বলল নেভিল, "অড্রেকে বিয়ে করে একটানা আটটা বছর কাটিয়ে দিলাম। তারপরেও বলবে ও কি জাতের মেয়েমানুষ তা আমি জানি না? না কে, তোমার এ কথা আমি মানতে রাজি নই।"

"মান না মানা তোমার নিজের ব্যাপার," কে বলল, "তবে আবার বলছি, "আটবছর এক সঙ্গে কাটানোর পরেও অড্রেকে তুমি চিনতে পারোনি। ওর ধাত বুঝতে তোমার এখনও বাকি আছে।"

* * *

এপ্রিল ৩০

"এ অসম্ভব!" বালিশে ভর দিয়ে উঠে বসলেন লেডি ক্যামিলা ট্রেসিলিয়ান, দু'চোখ পাকিয়ে ঘরের চার দিকে আগুন হানা চাউনি মেলে বললেন, "যেমন অসম্ভব তেমনই ভ্রান্ত! নেভিলের মাথা নিশ্চয়ই খারাপ হয়েছে।"

"পুরো ব্যাপারটাই যেমন অদ্ভুত তেমনই গোলমেলে", সায় দিয়ে বলল মেরি অ্যালডিন। লেডি ক্যামিলা ট্রেসিলিয়ানের আশ্রিতা এই যুবতী তাঁরই দূর সম্পর্কের আত্মীয়া লেডি ক্যামিলার সঙ্গে থেকে সে নানাভাবে তাঁকে সাহায্য করে।

"নিজের বুদ্ধিতে নেভিল চিঠিতে এসব লিখেছে একথা কেউ বললেও আমি বিশ্বাস করতে রাজি নই! মেরির হাতেধরা নেভিলের চিঠিটার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে লেডি ট্রেসিলিয়ান বললেন। "নিশ্চয়ই কেউ এসব ওর মাথায় ঢুকিয়েছে। অড্রেকে ডিভোর্স করে ঐ যে কে নামে আরেকটা মেয়েকে নেভিল বিয়ে করেছে, এ নিশ্চয়ই ওর বুদ্ধি!"

"ক্যামিলা," মেরি বলল, "তাহলে আপনি বলছেন এই আজগুবি বদবুদ্ধি ঐ কে-র মাথা থেকেই বেরিয়েছে?"

"তা নয়ত কি!" অল্প ঝাঁঝের সুরে আক্ষেপ করলেন লেডি ট্রেসিলিয়ান, "ও তো আজকের জমানার মেয়ে! আধুনিকতার নামে যারা দিগবিদিক না দেখে লেজ তুলে দৌড়োচ্ছে ও সেইসব মেয়েদের সমাজ

থেকে উঠে এসেছে! যাতে ডিভোর্স করা সেই আগের বউ-এর সঙ্গে নতুন বউ-এর বন্ধুত্ব আর ভাব ভালবাস গড়ে তোলা! আধুনিকতার দোহাই পেড়ে ওরা এসব বাজে ব্যাপারস্যাপার সমাজে আমদানি করতে চাইছে ছিঃ! ছিঃ! কি অশ্লীল নোংরা ব্যাপার! রুচি, আদর্শ, এসব শব্দগুলোই কি মুছে গেল এখনকার ছেলেমেয়েদের মন থেকে?"

"ঐ যে গোড়াতেইত একটা কথা আপনি বললেন ক্যামিলা।" তোষামোদ করার ঢং-এ সায় দিল মেরি। "আধুনিক জামনা! এসবই ঐ আধুনিক জমানার ফসল!"

"এই যদি তোমাদের আধুনিকতার নমুনা হয় তাহলে আমি ওর মধ্যে নেই তা আগেই বলে রাখছি!" চড়া গলায় বললেন লেডি ট্রেসিলিয়ান, "ঝাঁটা মারি অমন আধুনিকতার মুখে! এসব বদ্‌খত ব্যাপার আমার বাড়িতে চলবে না মেরি! নেভিলের নতুন বউ ঐ কে হারামজাদীকে যে এ বাড়িতে ঢুকতে দিচ্ছি তাই ঢের এজন্য যিনি আসলে দায়ী মানে আমার বর স্যার ম্যথিউ, তিনি তো আগেই সব ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে গেছেন! নেভিলকে উনি নিজের ছেলের মত ভালবাসতেন। আর এই সাবেকি দালান, একে নিজের বাড়ি বলে ভাবতে আমার বরই ওকে শিখিয়েছিলেন। কে মেয়েটা গোড়া থেকেই আমার দু'চোখের বিষ ওকে আমি মোটেও বরদাস্ত করতে পারি না। কিন্তু কি কবব, ওকে এ বাড়িতে ঢুকতে আমি মানা করে দিতে পারি, কিন্তু তাতে আমার বর যে উইল কবে গেছেন তার শর্ত লঙ্ঘন করা হবে, তাতে আমার হবে মুশকিল তাই পছন্দ না করলেও বাধ্য হয়েই ঐ হারামজাদীকে নেভিলের সঙ্গে এখানে আসবার কথা আমায় বলতে হয়েছে। আবার বলছি মেরি, পরে আমার কথা মিলিয়ে নিস্, নেভিলের বউ হবার উপযুক্ত কে নয়, সে যোগ্যতাই ওর নেই!"

"কিন্তু ক্যামিলা," মেরি বলল, "আমি শুনেছি কে খুব ভাল পরিবারে বড় হয়েছে!"

"ঘোড়ার ডিম শুনেছিস!" দাঁতে দাঁত পিষে ক্ষুব্ধ গলায় বললেন ক্যামিলা, "ওর বাপের ছিল হরেকরকম কার্ড-এর কারবার। সে কারবারে লালবাতি জ্বালার পরে ওকে পথে এসে দাঁড়তে হয়। তবে এই দুর্ভোগ বেশিদিন লোকটাকে পোয়াতে হয়নি, তার আগেই অসুখে ভুগে বিনা চিকিৎসায় লোকটা মরে গেল। সোয়ামি মরে যাবার পরে কে-র মা মেয়েকে নিয়ে চলে গেল রিভিয়েরায়, হোটেলে রাঁধুনির কাজ জুটিয়ে মেযেকে বড় করতে লাগল। হোটেলের পরিবেশে বড় হতে লাগল কে। বছর কয়েক বাদে টেনিস কোর্টে নেভিলের সঙ্গে ওর আলাপ হল। ততদিনে কে নিজেও গায়ে গতরে বেশ বেড়ে উঠেছে। নেভিলকে ধরে ও ঝুলে পড়ল। নেভিল নিজেও আরেক অপদার্থ! ঐ হারামজাদীর ছলাকলায় ভুলে গিয়ে হতভাগা শেষ পর্যন্ত নিজের অমন লক্ষ্মী বউটাকে ডিভোর্স করল! না মেরি, তুই যা বলিস না কেন, অড্রেকে ডিভোর্স করার জন্য কে আর ওর মা দু'জনেই পুরোপুরি দায়ী। কে একটা ভুঁইফোঁড় পরিবারের মেয়ে, সাবেকি আদব কায়দা, ইজ্জৎ, এসব কিছুই ওর জানা নেই! অড্রের মত মেয়ে লাখে একটা মেলে না! আহা, ও বেচারী যখন যেখানে থাকে যেন ভাল থাকে, ঈশ্বর ওর মঙ্গল করুন! অড্রের দোষ বা ভুল ছিল একটাই— নেভিল দিনরাত খেলাধূলো নিয়ে থাকলেও খেলায ওব নিজেব কোনও আগ্রহ ছিল না।"

"ছিল না বলেই কে যখন ওর বর নেভিলকে নিয়ে খেলতে শুরু করল তখন ওকে সরিয়ে দেবার মত পাল্টা কোনও চাল দিতে পারল না অড্রে, সবকিছু হাসিমুখে মেনে নিয়ে সরে দাঁড়াল নেভিলের জীবন থেকে।"

"আসলে অড্রে ছিল ঠিক আমাদের মত ঘরোয়া মেয়ে।" বললেন লেডি ট্রেসিলিয়ান, "স্বামী আর ঘর সংসার, এর বাইরে আর কিছু নিয়ে কখনও মাথা ঘামায়নি। ঠিক আমাদের কালের মেয়েদের মত, বুঝলি মেরি? কম বয়সে আমরাও একটু আধটু ফষ্টিনষ্টি করিনি তা নয়, কিন্তু তা বলে তাদের ঘর ভাঙ্গার কথা কখনও আমাদের মাথায আসেনি, তেমন শিক্ষাই বাবা মা আমাদের দেন নি।"

"আপনাদের আমলে না হলেও এখন তো দিব্যি ভাঙ্গছে," বলল মেরি।

"ভাঙ্গলে আর কি করবো বল!" অসহায়ের মত বললেন লেডি ট্রেসিলিয়ান, "আমাদের আসলে যা হবার হয়েছে, এখন আর সেসব কথা ভেবে লাভ নেই। এখনকার জমানায় এসব ঘটছে। অড্রের মত লক্ষ্মী মেয়েদের ঘর ভাঙ্গতে কে মার্টিমারের মত নচ্ছার হারামজাদীরা তাদের স্বামীদের ছিনিয়ে নিচ্ছে! আর বেঁচে থেকে আমাদের এসব দেখে সহ্য করতে হচ্ছে! এ নিয়ে আর কারও এতটুকু মাথাব্যাথা নেই।"

"কে ওর এক ছেলে বন্ধুকে এখানে নিয়ে আসছে বলে চিঠিতে লিখেছে নেভিল," বলল মেরি।

"ছেলে বন্ধু, হুঁম্! কি নাম তার কিছু লিখেছে?"

"টেড ল্যাটিমার।"

"টেড, তার মানে নাটকের নায়কের মত দেখতে ঐ ছোঁড়ার কথা বলছিস? এবারে বুঝেছি। তা ঐ টেড ছোঁড়া দিনরাত শুধু কে-র পেছনে ঘুরঘুর করছে কেন? ওর আসল মতলবটা কি? ছোঁড়া কাজকর্ম কিছু করে তো, না কি?"

"ওর ঘটে প্রচুর বুদ্ধি," বলল মেরি, "সেই বুদ্ধির দৌলতেই টেড ল্যাটিমার যা কিছু করে খাচ্ছে।"

"শুনেছি ঐ টেড ছোঁড়া নাকি কে-র ছোটবেলার বন্ধু", বললেন লেডি ক্যামিলা ট্রেসিলিয়ান, "যদিও আমার মতে নেভিলের বউ-এর বন্ধু হবাব যোগ্যতা ঐ ছোঁড়ার নেই। গতবছর গরমের সময় ঐ টেড ছোঁড়া এখানে ইস্টারহেড বে হোটেলে উঠেছিল। কে নিজেও এসেছিল ওর সঙ্গে। ঐ সময় এই ছোঁড়ার চালচলন আমার ভাল লাগে নি।"

মেরি কোনও মন্তব্য না করে খোলা জানালা দিয়ে তাকিয়ে রইল বাইরের দিকে। টার্ন নদীর ঠিক ওপরে ঝুলে থাকা এক খাড়া পাহাড়েব ওপবে দাঁড়িয়ে আছে লেডি ক্যামিলা ট্রেসিলিয়ানের বাড়ি 'গালস পয়েন্ট।' নদীর অন্যদিকে সমুদ্র স্নানেব উপযোগী বিশাল বালুকাবেলার পাশাপাশি একসারি সুসজ্জিত বিলাসবহুল বাংলো আর ঠিক সমুদ্রের মুখোমুখি এক বিশাল হোটেল নিয়ে গড়ে উঠেছে এক নতুন গ্রীষ্মাবকাশ কেন্দ্র-ইস্টাবহেড বে। লেডি ট্রেসিলিযানের বাড়ির ঠিক উল্টোদিকেই দাঁড়িয়ে ইস্টাবহেড বে হোটেল।

"স্যার ম্যাথিউর কপাল ভাল ঐ বিশ্রি নোংরা বাড়িটা বেঁচে থাকতে ওঁকে নিজের চোখে দেখতে হয়নি। উনি যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন তটরেখা ছিল পরিষ্কার।"

ত্রিশ বছর আগে গালস পযেন্ট বাড়িটা কিনেছিলেন স্যার ম্যাথিউ আর তাঁর স্ত্রী লেডি ক্যামিলা ট্রেসিলিয়ান। স্যার ম্যথিউকে উত্তাল সমুদ্র চিরকাল হাতছানি দিয়ে ডেকেছে। সমুদ্র অভিযানে অংশগ্রহণকারী স্যার ম্যাথিউর মত অভিজ্ঞ আর সাহসী এক নাবিক মাত্র দশবছর আগে স্ত্রীর চোখের সামনে নৌকো ডুবির ফলে তলিয়ে গিয়েছিলেন সাগরের অতলে। এই বেদনাদায়ক ঘটনাব পরে লেডি ট্রেসিলিয়ান বাড়ি বিক্রি করে দেবেন এটাই অনেকে ধরে নিয়েছিলেন। কিন্তু লেডি ক্যামিলা ট্রেসিলিয়ান বাস্তবে তা করেন নি। স্বামীকে হারানোর পরেও তিনি থেকে গেছেন ঐ বাড়িতে। নৌকো রাখার গুদাম ঘরটা ভেঙ্গে ফেলেছিলেন ক্যামিলা। যত নৌকা ছিল সব বেঁচে দিয়েছিলেন। নৌকাডুবি হয়ে স্যার ম্যাথিউর মারা যাবার এইটুকু প্রতিক্রিয়াই তিনি ঘটিয়েছিলেন। এর ফলে গালস পয়েন্টে এখন যারা আসে তাদের সবাইকে খেয়া নৌকো ভাড়া করতে হয়।

"ক্যামিলা," আমতা আমতা কবে বলল মেরি, "ও যা ভেবেছে তা আপনার পছন্দ নয় এ কথা কি চিঠি লিখে নেভিলকে জানিয়ে দেব?"

"অড্রের এখানে বেড়াতে আসার ব্যাপারে আমি নাক গলাব না," বললেন লেডি ট্রেসিলিয়ান, "প্রত্যেক বছর সেপ্টেম্বর নাগাদ ও বেচারী এখানে বেড়াতে আসে। নেভিল আর কে আসবে বলে অড্রেকে আমি অন্য কোনসময় আসবার কথা কখনোই বলতে পারব না।"

"ওর ভাবনায় অড্রের সায় আছে তাই কে-র সঙ্গে আলপা করার জন্য অড্রে অস্থির হয়ে উঠেছে বলে নেভিল চিঠিতে যা লিখেছে তা কি আপনার সত্যি বলে মনে হয় না, ক্যামিলা?"

"নেভিলের একটা কথাও আমার বিশ্বাস হয় না।" প্রখর আত্মবিশ্বাস ফুটল লেডি ট্রেসিলিয়ানের গলায়, "আর সব পুরুষমানুষের মত নেভিল নিজেও যেটা বিশ্বাস করতে চায় ঠিক সেটাই বিশ্বাস করে। সম্রাট ৮ম হেনরি যেভাবে ওঁর স্ত্রী ক্যাথরিণকে ডিভোর্স মেনে নিতে চাপ সৃষ্টি করেছিলন। আসলে এসব বিবেকের প্রতিক্রিয়া বুঝলি মেরি। ডিভোর্সের ব্যাপারে অড্রেকে রাজি করাতে ও যে একসময় তার সঙ্গে যথেষ্ট খারাপ ব্যবহার করেছে বিবেকের তাড়নায় এতদিনে তা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে নেভিল। তাই কে-র সঙ্গে ওর বন্ধুত্ব পাতানোর নামে ও নিজের সেই অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত করতে চাইছে, অড্রের এতে মত

আছে বলে বেড়াচ্ছে, যদিও আমি জানি তা ডাহা মিথ্যে, কে-র সঙ্গে ভাব জামানোর কোনও সাধ অড্রের নেই।"

"অড্রে সম্পর্কে এতটা নিশ্চিন্ত আপনি হচ্ছেন কি করে?" বলল মেরি।

"অতীতের দিকে একবার তাকালেই তোর প্রশ্নের জবাব পেয়ে যাবি, মেরি।" লেডি ট্রেসিলিয়ান বললেন। "নেভিলের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হবার পরে অড্রে সোজা গিয়ে হাজির হল কোন এক পাদ্রির আশ্রমে সেখানে মিসেস রয়েড নামে ওর এক কাকিমা না পিসিমা থাকেন। ওখানে যাবার পরেই অড্রের মাথার গোলমাল শুরু হল। ডিভোর্সের ঘটনায় বেচারি এত আঘাত পেয়েছিল যে মনের দিক থেকে ওর এরকম মৃত্যুই ঘটল বলা যায়। ভূতের মত নিজের অতীতের স্মৃতি বয়ে বেড়াতে লাগল অড্রে, কথাবার্তা বলা একদম বন্ধ করল অড্রে, মুখ বুঁজে দিনরাত আপনমনে মাথা মুণ্ডু ভাবা যার কোনও থই নেই। শুধু নিজেকে নিজেই দিনরাত ব্যস্ত রইল অড্রে।"

"হ্যাঁ, অড্রে ওর বয়সী আর পাঁচটা মেয়ের চেয়ে অন্যরকম," সায় দেবার গলায় বলল মেরি, "সাধারণের চোখে অদ্ভুত মনে হলেও আমার চোখে ও অসাধারণ, ওর মনের ভেতরটা যথেষ্ট গভীর, সাগরের মত অন্তহীন..."

"অনেক ভুগেছে বেচারী," বললেন লেডি ট্রেসিলিয়ান। "তারপরে ডিভোর্স মঞ্জুর হল, নেভিল ঐ কে ছুঁড়িকে বিয়ে করে আবার সংসার পাতল। এরপর থেকেই অড্রে ধীরে ধীরে সেরে উঠতে লাগল। এতদিনে ও প্রায় আগের মতই সুস্থ আর স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে, অন্তত আমার নিজের তো তাই মনে হয়। মেরি, তুই কি বলতে চাস অড্রে ওর পুরোনো দুঃখের স্মৃতি আবার জাগিয়ে তুলতে চায়?"

"নেভিল ওর চিঠিতে তো তাই বলছে, ক্যামিলা," মেরি জবাব দিল।

"তুই নিজেও তো এব্যাপারে বেশ একগুঁয়ে দেখছি, মেরি," লেডি ট্রেসিলিয়ান অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে বললেন।

"কিন্তু কেন? অড্রে আর কে দু'জনেই এখানে এসে জুটবে তুই কি তাই চাইছিস?"

"না, ক্যামিলা," মেরির চোখমুখ লাল হয়ে উঠেছিল। নিজেকে সামলে নিয়ে সে বলল।

"আমি মোটেও তা চাই না।"

"মেরি!" তীক্ষ্ণ গলায় বলে উঠলেন লেডি ট্রেসিলিয়ান, "তুই নিজেই নেভিলের মাথায় ঢোকাস নি তো?"

"এসব কি উল্টোপাল্টা বলছেন আপনি?" অভিমানের সুরে বলল মেরি।

"আমি খামোখা এসব বুদ্ধি ওকে দিতে যাব কেন? এত লোক থাকতে শেষকালে আপনি আমাকেই সন্দেহ করলেন?"

"করছি কারণ নেভিলের মাথা থেকে এ বুদ্ধি বেরোয়নি তাতে আমি নিশ্চিত।" একটু থেমে কয়েক মুহূর্ত দম নিয়ে বললেন। "যাক্ বাদ দে এসব, আগামিকাল ১লা মে, তাই তো। ৩রা মে অড্রে আসছে। এসব্যাংকে ডার্লিটনদের ওখানে ও উঠবে. জায়গাটা এখান থেকে বেশি দূর নয়, মাত্র কুড়ি মাইল। ওখানে আজই খবর পাঠাও, অড্রেকে চিঠি লিখে জানিয়ে দে ৩রা মে দুপুরে যেন এখানে এসে আমার সঙ্গে লাঞ্চ খায়।"

মে ৫

"মিসেস স্টেঞ্জ এসেছেন, মিলেডি", ভেতরে অল্প মুখ বাড়িয়ে চাপাগলায় জানান দিল মেরি।

"ভেতরে এসো, অড্রে," লেডি ক্যামিলা ট্রেসিলিয়ানের গলা ভেসে এল। শান্ত স্থগিত পা পেলে বিশাল শোবার ঘরে ঢুকল অড্রে স্ট্রেঞ্জ, ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে খাটের পাশে দাঁড়াল। ঘাড় অল্প ঝুঁকিয়ে প্রৌঢ়া ক্যামিলার গালে চুমু খেয়ে খাটের পাশে রাখা চেয়ারে বসল।

"কতদিন বাদে আবার তোমায় দেখে ভাল লাগছে, সোনা।" অড্রের গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন লেডি ট্রেসিলিয়ান।

"আপনার কাছে আসতে পেরে আমারও ভাল লাগছে, ক্যামিলা," শান্ত গলায় বলল অড্রে।

অড্রে স্ট্রেঞ্জও সেই জাতের মেয়ে যাদের পা থেকে মাথা পর্যন্ত এমন এক দুর্বোধ্য চাপা সৌন্দর্য আর শ্রী লুকিয়ে আছে ভাষায় যার বর্ণনা দেয়া যায় না। অড্রের গড়ন মাঝারি, হাত পায়ের গড়ন ছোট, চুলের রং ধূসর বাদামি। মাথার চুলের মতই তাব চোখের মণিতেও ধূসর আভা। ডিমের মত ছাঁদের মুখে নাকখানা ছোট হলেও বেশ সরু আর টিকালো। সাধারণ ভাবে তেমন কোন আকর্ষণ না থাকলেও এমন এক অদ্ভুত ব্যক্তিত্ব তার সর্বাঙ্গে জ্যোতির মত ছড়িয়ে আছে যা সবার নজর কেড়ে নেয়। অড্রের গলাও সুন্দর ছোট ঘন্টার আওয়াজের মত স্পষ্ট রিণরিণে।

ঘরবাড়ি আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, শরীর স্বাস্থ্য, এসব প্রসঙ্গে কযেক মিনিট দু'জনে দু'জনের কাছে থেকে নানা খোঁজ খবর নিলেন। তারপরে লেডি ট্রেসিলিয়ান বললেন, "তুমি এসে ভাল কবেছো সোনা, তোমার সঙ্গে কিছু কথা আছে, ক'দিন আগে নেভিলের লেখা এক অদ্ভুত চিঠি পেয়েছি।" হয়ত নেভিলের নাম শুনেই বনহরিণীর মত বড় টানা টানা শান্ত দু'চোখ তুলে তাকাল অড্রে, আর চোখে ফুটে ওঠা কৌতূহল, ক্যামিলার নজরে ঠিকই ধরা পড়ল।

"চিঠিতে এমন এক প্রস্তাব দিয়েছে নেভিল যা উদ্ভট আর অসম্ভব! এই সেপ্টেম্বরে কে-কে সঙ্গে নিয়ে নেভিল আসছে এখানে। নেভিলের খুব ইচ্ছে তুমি কে-র বন্ধু হও। নেভিল লিখেছে ওর এই প্রস্তাব তুমি খুব ভাল মনে নেবে।"

এক সঙ্গে এতগুলো কথা বলে দম নেবার জন্য থামলেন ক্যামিলা। মন দিয়ে তাঁর কথাগুলো শুনল অড্রে, তারপরে শান্ত নম্রগলায় বলল, "ক্যামিলা, প্রস্তাবটা কি সত্যিই খুব উদ্ভট আর অসম্ভব?"

"কি বলছ তুমি?" অড্রের মুখ থেকে এমন একটা ধাক্কা খাবার জন্য আদৌ তৈরী ছিলেন না লেডি ট্রেসিলিয়ান, কয়েক মুহূর্ত অবাক হয়ে অড্রে মুখেব দিকে তিনি তাকিয়ে রইলেন, তারপর বললেন, "অড্রে, নেভিল যে প্রস্তাব দিয়েছে তুমি কি সত্যিই তা ঘটাতে চাও?"

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইল অড্রে, তারপরে একই শান্ত গলায় বলল, "আমার তো মনে হয় এতে ভালই হবে।"

"সত্যিই মন থেকে বলছ— ওর এখনকার বউ এই কে-র সঙ্গে তুমি আলাপ করতে চাও?"

"ক্যামিলা, আমার মনে হয় এতে অনেক বাধা কাটবে, অনেক বিষয় সহজ হয়ে যাবে।"

"সহজ হয়ে যাবে! চমৎকার বললে বটে কথাটা! সবকিছু খোয়ানোর পরে—" বিদ্রুপ মেশানো গলায এটুকু বলে থেমে গেলেন লেডি ট্রেসিলিয়ান।

"আপনি তো অবুঝ নন, ক্যামিলা," নরম গলায় বলল অড্রে, "নেভিল যদি সত্যিই এটা চায়"—

"চুপ করো!" নেভিল কি চায় না চায় তাতে কারও কিছু যায় আসে না! আচমকা অড্রেকে ধমকে উঠলেন লেডি ট্রেসিলিয়ান। "তুমি নিজে চাও কিনা সেটাই বলো।"

"হ্যাঁ, ক্যামিলা, আমি নিজেও তাই চাই।" বলতে গিয়ে অল্প কেঁপে উঠল অড্রের গলা, একটু থেমে আবার বলল, "তবে সব কিছুই আপনার মতামতের ওপর নির্ভর করছে। হাজার হলেও এটা আপনার বাড়ি, আপনার ইচ্ছে না হলে এখানে কিছুই হওয়া সম্ভব নয়।"

"আমার কথা বাদ দাও সোনা," আহত গলায় বললেন প্রৌঢ়া ক্যামিলা, "আমি আগের জমানার এক হাবসি বুড়ি, তোমাদের এখনকার ছেলেমেয়েদের ব্যাপারগুলো একেকসময় বুঝতে পারি না, আর হয়ত তাই মেনে বা মানিয়েও নিতে পারি না। আমার ইচ্ছে অনিচ্ছের কোনও দাম নেই, কিছু যায় আসে না।"

"এ ব্যাপারটা আপনার পছন্দ না হলে আমি না হয় সেপ্টেম্বর বাদ দিয়ে অন্য কোনও সময় আসব," অড্রে বলল। "যখন ওরা এখানে থাকবে না সেইসময়।"

"উঁহু!" গম্ভীর গলায় বললেন লেডি ট্রেসিলিয়ান, "এত কথার পরে ওটি আর হবে না, বাছা। তুমি আর সব বছরে যেমন সেপ্টেম্বরে এখানে আসো এবারেও তেমনই আসবে, আর নেভিলও কে-কে নিয়ে

ঐসময় আসবে এখানে। বয়স হলেও যতদিন বাঁচব ততদিন সময়ের চাহিদার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে হবে বই কি।"

"ব্যাস, তাহলে ঐ ঠিক রইল। এ নিয়ে আর কোনও কথা নয়।" বলে কিছুক্ষণ দু'চোখ বুঁজে রইলেন ক্যামিলা, খানিক বাদে আধখোলা চোখে অড্রের দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোমার কিছু বলার থাকলে এবারে বলতে পারো।"

"ধন্যবাদ, ক্যামিলা," তাঁর কথা শুনে চমকে উঠে বলল অড্রে, "আপনাকে অজস্র ধন্যবাদ।"

"অড্রে, ওগো আমার সোনা মেয়ে," পরমাত্মীয়ের মত তার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে প্রৌঢ়া ক্যামিলা বললেন, "নেভিলের এই খামখেয়ালিতে সায় দিয়ে তুমি যে পরে মনে ব্যাথা পাবে না সে বিষয়ে আগে থেকে নিশ্চিত হচ্ছ কি করে?" হ্যাঁ, তুমি আর নেভিল, তোমরা দু'জনে দু'জনকে কত ভালবাসতে তা কিন্তু আমি জানি। নেভিল যা চাইছে তাতে পুরোনো ক্ষত খুঁচিয়ে ঘা করা হবে।" মাথা হেঁট করে দস্তানা পরা নিজের ছোট হাত দুটোর দিকে তাকিয়ে আছে অড্রে, ক্যামিলা লক্ষ করলেন দস্তানা পরা এক হাত দিয়ে অড্রে তাঁর বিছানা প্রাণপণে খামচে ধরেছে।

কয়েক মুহূর্ত পরে মুখ তুলে তাঁর দিকে তাকাল অড্রে, ক্যামিলা দেখলেন তার দু'চোখ শান্ত, আতঙ্ক বা আশঙ্কার কোনও ছাপই ফোটেনি সেখানে।

"সে সব এখন মিটে গেছে, সব মিটে গেছে।"

"শরীরের হাল তো ভাল নয়।" বলতে বলতে শরীরটা পিছিয়ে নিয়ে বালিশে ভাল করে মাথা রাখলেন ক্যামিল, "অল্প কিছুক্ষণ কথা বললেই ক্লান্ত হয়ে পড়ি। অনেকক্ষণ আমার পাশে বসে আছো, এবারে নিচে যাও, সোনা। মেরি নিচে আছে, ওকে বলো ব্যারেটকে যেন পাঠিয়ে দেয়।"

ব্যারেট লেডি ট্রেসিলিয়ানের বহুদিনের পুরনো আর খাস চাকরাণি, তার নিজেরও যথেষ্ট বয়স হয়েছে। অড্রে আর একটি কথাও না বলে বেরিয়ে এল শোবারঘর থেকে। খানিকবাদে ব্যারেট ঢুকে দেখল তার মনিবণী দু'চোখ বুঁজে শুয়ে আছে। তার পায়ের আওয়াজে চোখ মেলে তাকালেন ক্যামিলা।

"যত শীগগির এ দুনিয়া ছেড়ে চলে যেতে পারি ততই সবদিক থেকে মঙ্গল। বুঝলি ব্যারেট?" ক্লান্ত শোনালো ক্যামিলার গলা, "এখনকার এই আধুনিক কাল আর সেখানকার মানুষ, এদুটোর কাউকেই আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।"

"আঃ, ওসব বলবেন না মিলেডি", চাপা গলায় ধমক দিল ব্যারেট, "আপনি ক্লান্ত, একটি কথাও না বলে এখন চোখ বুঁজে শুয়ে থাকুন, বিশ্রাম নিন।"

"ঠিকই বলেছিস, ব্যারেট।" সায় দিলেন ক্যামিলা, "আমি বড্ড ক্লান্ত। এক কাজ কর—আমার পায়ের ওপর থেকে পালকের লেপটা সরিয়ে নে, তারপরে এক দাগ টনিক দে আমায়।"

"মিসেস স্ট্রেঞ্জ-এর সঙ্গে কথা বলতে গিয়েই তো আপনি ক্লান্ত হয়ে পড়লেন," ব্যারেট বলল, "উনি মানুষ চমৎকার মানছি, কিন্তু বোধবুদ্ধি একটু কম। এমনভাবে তাকান যেন আমাদের চোখে যা ধরা পড়ছে না সে সবই উনি ঠিক দেখতে পাচ্ছেন। এসব সত্ত্বেও বলব উনি সত্যিই খাঁটি মানুষ। দরেব মানুষ।"

"ঠিক বলেছিস ব্যারেট," সায় দিলেন লেডি ট্রেসিলিয়ান।

"আমার নিজেরও একেক সময় অড্রেকে এমনিই মনে হয়।"

"ওঁকে সহজে ভোলাও যায় না, মিলেডি," ব্যারেট বলল, "ছাড়াছাড়ির পরে ওঁকে মিঃ স্ট্রেঞ্জের মনে হয় কিনা একথা একেক সময় আমার মনে হয়। নতুন মিসেস স্ট্রেঞ্জ হয়ে যিনি এসেছেন তাঁকেও খাসা দেখতে—সত্যিই চমৎকার সুন্দর নাক চোখ— কিন্তু মিস অড্রের পাশে ওঁকে দাঁড় করানো চলে না। মিস অড্রে ধারে কাছে না থাকলেও ওঁর মুখখানা থেকে থেকে মনে পড়ে ওঁকে ভোলা যায় না।"

"নেভিল একটা বোকা," ভীষণ বোকা, তাই আগের বউ আর এখনকার বউ দু'জনকে কাছাকাছি নিয়ে আসতে চাইছে। মহামূর্খ ছাড়া ওকে আর কিছু বলা যায় না। করুক গে যা খুশি, তবে হতভাগাকে জন্য পবে ঠিক আফশোস করতে হবে!"

মে ২৯

টমাস রয়েড আর পাঁচজনের মত সোজা হাঁটতে পারে না। বেশ কয়েক বছর আগে এক ভূমিকম্পের সময় দরজার দুটো পাল্লার মাঝখানে কাঁধ সমেত তার পুরো ডানহাতটা চেপটে গিয়েছিল। সেই দুর্ঘটনার পরে তার ডান কাঁধ আর ডান হাত একরকম অচল হয়ে গেছে, হালে সেখানে আবার গেঁটে বাত বাসা বেঁধেছে। ফলে টমাস রয়েড ঠিক কাঁকড়ার মত বাঁ দিকে ঘেঁষে হাঁটে।

বাড়ি যাবে বলে মালপত্র বাঁধাছাঁদা করতে ব্যাস্ত টমাস রয়েড, একটা চটপটে মালয়ী আদিবাসী ছোকরা তার মালপত্র বাঁধাছাঁদা করছে। ঠোঁটে আদ্যিকালের পুরোনো পাইপ গুঁজে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে টমাস তার কাজ তদারক করছে। তদারকির ফাঁকে তার চোখ থেকে থেকে গিয়ে পড়ছে খোলা জানালার ওপাশে ক্ষেতের দিকে। গত সাত বছর একটানা এই ক্ষেতের কাজকর্ম নিয়ে পড়ে আছে টমাস। ছুটি নিয়ে ইংল্যাণ্ডে গেলে কম করে দু'টা মাস তার ওদেশে কাটবে, ক্ষেতের এই চেনা ছবির দেখা মিলবে না সেখানে।

দেশের কথা ভাবতে ভাবতে আনমনা হয়ে গিয়েছিল টমাস, এমন সময় তার অংশীদার অ্যালেন ড্রেক ভেতরে মুখ বাড়াল।

"এই যে টমাস, বাঁধাছাঁদা কতদূর এগোল?" জানতে চাইল ড্রেক।

"প্রায় হয়ে এল।"

"ও ব্যাটা কাজ করুক," ড্রেক বলল, "এই ফাঁকে এসো একটু মাল খাওয়া যাক। তোমায় দেশে ফিরতে দেখে আমি হিংসেয় জ্বলে পুড়ে মরছি!"

বেঁটে গাঁট্টাগোট্টা দেখতে টমাসকে। বরাবরই সে কম কথার মানুষ। দু'চোখে অন্তর্ভেদী তীক্ষ্ণ চাউনি। ড্রেকের মন্তব্য শুনে একটি কথাও বলল না টমাস, কাঁকড়ার মত একপাশে কাত হয়ে বেরিয়ে এল শোবারঘর থেকে। তার কারবারের অংশীদার অ্যালেনের ততক্ষণে দুটো আলাদা গ্লাসে জলের সঙ্গে স্কচ মেশানো হয়ে গেছে।

"কত বছর পরে দেশে যাচ্ছ?" গ্লাসে আলতো চুমুক দিয়ে বলল অ্যালেন।

"তা সাত আট বছর তো বটেই," বলতে বলতে নিজের গ্লাস তুলে নিল টমাস।

"তাহলে তো অনেকদিন হয়ে গেল।?" বলতে বলতে হাসল অ্যালেন।

"অ্যাদ্দিন বাদে দেশে বেড়াতে যাচ্ছো, বলি ব্যাপারটা কি হে? একটু ঝেড়ে কাশো না। মনে হচ্ছে সংসার পাতবার জন্য কেউ অপেক্ষা করছে, সত্যি না কি?"

"বয়সটা বাড়ছে ড্রেক," পাইপটা দাঁতের ফাঁকে শক্ত করে চেপে ধমকে উঠল টমাস। "বোকার মত কথা বলো না!"

"বেশ বাপু, তাই না হয় হল।" বিদ্রুপ মেশানো গলায় বলল অ্যালেন, "মানছি কেউ তোমার জন্য অপেক্ষা করে নেই; কিন্তু আগেরবার সব মালপত্র বাঁধাছাঁদা করেও শেষ মুহূর্তে কেন যে তুমি বাড়ি গেলে না তার কারণ আজও আমি খুঁজে পাই নি।"

"দুটো কারণে যাওয়া হয়নি।" টমাস বলল। "এক ঐ শিকারীদের সঙ্গে ভিড়ে গিয়েছিলাম। আর দুই, বাড়ি থেকে একটা দুঃসংবাদ এসে পৌঁছেছিল।"

"ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে," ঘাড় নেড়ে অ্যালেন বলল, "দুঃসংবাদ বলতে তোমার ভাই অ্যাড্রিয়ানের মৃত্যুসংবাদ, তাই তো?"

জবাব না দিয়ে শুধু সায় দেবার ভঙ্গিতে ঘাড় অল্প কাত করল টমাস। তাই দেখে প্রশ্ন জাগল অ্যালেন ড্রেকের মনে। জাগাই স্বাভাবিক—কারণ তার মনে পড়ে গেল দুর্ঘটনায় ছোট ভাই-এর মারা যাবার খবর এসে পৌঁছোবার ঢের আগেই টমাস রয়েড তার সেবারের যাত্রা বাতিল করেছিল।

"তোমার ছোটভাই-এর পেশা কি ছিল?" জানতে চাইল অ্যালেন

"কে, অ্যাড্রিয়ান?" টমাস গ্লাসে চুমুক দিয়ে বলল, "ও ছিল লণ্ডনের নামজাদা ব্যারিস্টারদের একজন। দিনরাত কথা বেচে সত্যিকে মিথ্যে আর মিথ্যেকে সত্যি বানানোর বেসাতি, জীবনভর শুধু এই করে গেল।"

"তোমার মা এখনও বেঁচে আছেন তো?"

"আছেন, তবে ভুগছেন।"

"আর তোমার একটি ছোটবোনও আছে, তাই না?"

তার ছোটবোন নেই বোঝাতে মাথাটা নেড়ে দু'পাশে হেলাল টমাস।

"কিন্তু সেবার তুমিত যে গ্রুপ ফটোটা দেখিয়ে ছিলে তাতে যেন বোন ছিল বলে মনে পড়ছে।"

"ওহো, বুঝেছি কার কথা বলছ," আমতা আমতা করে টমাস বলল, "ওর নাম হল 'গে অড্রে। বোন নয়, আমাদের দূর সম্পর্কের এক জ্ঞাতির মেয়ে। ছোটবেলায় বাবা মা দু'জনেই মারা যাবার পর থেকে অড্রে আমাদেরই পরিবারের বড় হয়ে উঠেছে।" বলতে বলতে চাপা আবেগের তাড়নায় রাঙা হয় উঠল টমাসের মুখ, অ্যালেনের তা নজর এড়াল না, কৌতূহলী গলায় বলল, 'তা ঐ অড্রের বিয়ে হয়নি?"

"হয়েছিল বই কি," একই রকম গলায় বলল টমাস। "নেভিল স্ট্রেঞ্জ-এর সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল। বিয়েটা কিন্তু বেশিদিন টেকেনি, শেষকালে অড্রে নেভিলকে ডিভোর্স করতে বাধ্য হয়েছিল।"

"বুঝেছি, আর বলার দরকার নেই, মনে মনে বলল অ্যালেন, ঐ জ্ঞাতি বোন অড্রের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধার মতলবই যে তুমি দেশে যাচ্ছো তা আমায় বুঝতে বাকি নেই।

"তা বাড়ি গিয়ে কি করবে," প্রসঙ্গ পাল্টাল সে। "চুটিয়ে মাছ ধরবে না কি দলবেঁধে শিকারে যাবে?"

"দুটোর কোনওটাই নয়," বলল টমাস। "বাড়ি গিয়ে আগে ক'দিন জিরোব, তারপরে পালতোলা নৌকো নিয়ে পাড়ি দেব সল্টক্রিক! খাসা জায়গা! সাবেকি আমালের এক হোটেলও আছে সেখানে।"

"হ্যাঁ, বালমোরাল কোর্ট", বলল টমাস, "মন চাইলে ওখানেই উঠব, নয়ত কাছেই কোনও বন্ধুর বাড়িতেও উঠতে পারি। ওখানে গালস পয়েন্ট নামে সাবেকি আমলের একখানা বাড়ি আছে। অড্রের সঙ্গে যার বিয়ে হয়েছিল সেই নেভিলের আত্মীয় স্যার ম্যাথিউ ট্রেসিলিয়ান ছিলেন ঐ বাড়ির মালিক। সল্টক্রিক হল ছুটি কাটানোর পক্ষে আদর্শ জায়গা, ওখানে কেউ তোমায় বিরক্ত করবে না।"

"আমি তাই শুনেছি," সায় দিল ড্রেক, "সল্টক্রিক এমনই জায়গা যেখানে কখনও কিছু ঘটেনা।"

জুন ১৫

"এত ভারি বিশ্রি ব্যাপার দেখছি," বৃদ্ধ আইনজ্ঞ মিঃ ট্রিভ্‌স বললেন, "গত পঁচিশ বছর ধরে লিহেডে এলেই আমি মেরিণ হোটেলে উঠছি, আর এতদিনে ওরা গোটা বাড়িটা ভাঙতে শুরু করেছে। শুনেছি সামনের দিকটা আরও চওড়া না কি যেন করতে যাচ্ছে ওরা। সমুদ্রের ধারের এই জায়গাগুলোর দিকে হতচ্ছাড়া ঠিকেদাররা কুনজর না দিলেও তো পারে। লিহেড-এর বরাবরই একটা অদ্ভুত আলাদা আকর্ষণ আছে— যেন নিজের রাজত্বে আছি এমনই মেজাজে এখানে ছুটি কাটানো যায়।"

"আহা এ নিয়ে মিছিমিছি মন খারাপ করছেন কেন।" সান্ত্বনা দেবার গলায় স্যার রুফুস লর্ড বললেন। 'থাকার মত জায়গা তো আরও আছে, না কি?"

"লিহেড-এ আমার আর যাওয়া হবে বলে মনে হয় না," আক্ষেপ ফুটল মিঃ ট্রিভ্‌সের গলায়। "মেরিণ হোটেলে যখন উঠতাম তখন আমার কি কি দরকার তা মিসেস ম্যাকে ঠিক ঠিক জুগিয়ে যেতেন, ওঁকে কখনও কিছু বলতে হত না। প্রত্যেক বছর একই ঘর আমি পেতাম, সার্ভিসও পেতাম সেরকম। আর ওদের রান্না? —এককথায় তার তুলনা হয় না।"

"লিহেড-এ তো অনেক গেছেন, স্যার," স্যার রুফুস লর্ড বললেন। এবারে বরং সল্টক্রিক থেকে ঘুরে আসুন। বালমোরাল কোর্ট নামে সাবেকি ধাঁচের একটা হোটেল আছে ওখানে রজার্স দম্পতিও ওখানকার মালিক লর্ড মাউন্টহেড-এর নাম আশা করি শুনেছেন। রজার্স গিন্নি ছিলেন ওঁর রাঁধুনি। লর্ড মাউন্টহেড

ছিলেন লণ্ডনের সেরা খাইয়ে লোকেদের একজন। রাঁধুনি মহিলা ওঁর বাটলারকে বিয়ে করেন তারপরে দু'জনে মিলে নামেন এই হোটেলের কারবারে। ওখানকার পরিবেশে খুব শান্ত কোনও গোলমাল বা হৈ চৈ নেই, খাবার সময় জ্যাজ ব্যাণ্ড বাজে না— যেমনটি চান স্যার। ওখানকার পরিবেশ ঠিক সেরকম। এছাড়াও শুনেছি ওদের রান্না আর সার্ভিস, কোনটারই তুলনা হয় না।"

"ভাল বুদ্ধি দিয়েছেন।" কৌতূহলী গলায় বললেন মিঃ ট্রিভ্‌স, "তা ওখানকার ঢাকা বারান্দা আছে তো?"

"আজ্ঞে আছে স্যার, ঢাকা আর খোলা দু'রকম বারান্দাই আছে। ইচ্ছে মত রোদ আর ছায়া দুটোই গায়ে লাগাতে পারবেন। কাছাকাছি এক মহিলা থাকেন— লেডি ক্যামিলা ট্রেসিলিয়ান। সমুদ্রের ধারেই একটা খাড়া পাহাড়ের ওপরে ওর বাড়ি, নাম গালস পয়েন্ট। মহিলার যথেষ্ট বয়স হয়েছে, এখন অথর্ব হয়ে পড়েছেন, তা হলেও এককথায় চমৎকার মানুষ।"

"আপনি কি স্যার ম্যাথিউ ট্রেসিলিয়ানের কথা বলছেন। মানে যিনি জজ ছিলেন। তাঁর বিধবা স্ত্রী লেডি ট্রেসিলিয়ানের কথা বলছেন?"

"হ্যাঁ স্যার," লর্ড রুফস বললেন, "ওঁর কথাই বলছি।"

"স্যার ট্রেসিলিয়ানের সঙ্গে পরিচয় হবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল" মিঃ ট্রিভ্‌স বললেন, "তাই মনে হচ্ছে ওঁর স্ত্রী আমার পরিচিত। ভদ্রমহিলা খুব আলাপী আর মিশুকে ছিলেন এটুকু মনে আছে যদিও আমি অনেক আগের কথা বলছি। সন্টক্রিক জায়গাটা সেন্ট লুর কাছে, তাই না? ওর আশেপাশে আমার অনেক বন্ধু ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। আপনি ঠিকই বলেছেন, স্যার লর্ড, লম্বা ছুটি কাটানোর পক্ষে সন্টক্রিক অতি চমৎকার জায়গা। বিশদ বিবরণের জন্য আমি যত শীগগির সম্ভব চিঠি লিখছি ওখানে। ঠিক করেছি আগস্টের মাঝামাঝি নাগাদ যাব ওখানে, সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত পুরো একটা মাস কাটিয়ে আসব। ও একটা কথা ওখানে গাড়ি রাখার জন্য গ্যারেজ মিলবে তো? সেইসঙ্গে শোফার?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওসবই পাবেন ওখানে, এ নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না।"

"বলছি তার কারণ হেঁটে পাহাড়ে ওঠার সময় আমায় তো হুঁশিয়ার হয়ে পা ফেলতে হয়। এই কারণে আমি বেছে বেছে এক তলাব ঘর নিই। আশা করি ওখানে লিফটের ব্যবস্থাও আছে।

"নিশ্চয়ই, সে সব ব্যবস্থার কোনও ত্রুটি নেই।"

"মনে হচ্ছে আমার সমস্যার স্থায়ী পাকা পোক্ত সমাধান হবে এবারে," নিজের মনে বললেন মিঃ ট্রিভ্‌স, "আর লেডি ট্রেসিলিয়ানের সঙ্গে পুরনো আলাপটাও বেশ ঝালিয়ে নিতে পারব।"

জুলাই ২৮

পরণে খাটো শার্টস আর গায়ে হালকা দামি সবুজ রং পশমী জ্যাকেট সমানের দিকে অল্প ঝুঁকে একমনে টেনিস খেলা দেখছে কে স্ট্রেঞ্জ।

ছেলেদের সিঙ্গলস টুর্নামেন্ট সেমি-ফাইনাল খেলা, নেভিল স্ট্রেঞ্জ-এর মুখোমুখি হয়েছে আগামী প্রজন্মের তরুণ টেনিস তারকা মেরিক। মেরিকের হাতে ধার আছে মানতেই হবে, তার কিছু 'সার্ভ' নেভিলের মত তুখোড় টেনিস খেলুড়েও ফেরাতে পারছে না; তবে নেভিলের অভিজ্ঞতা ঢের বেশি তাই এবারেও সেটে সে-ই জিতল, ফাইন্যাল সেট-এ স্কোর গিয়ে দাঁড়াল থ্রি-অল।

কে-র পাশের সিটে বসেছেন টেড ল্যাটিমার, আড়চোখের চাউনি ছুঁড়ে বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে সে বলল, "একেই বলে বাধ্য আর অনুগত স্ত্রী! খেলার যুদ্ধে সোয়ামীর জেতা কেমন দু'চোখ ভরে দেখছে!"

পাশ ফিরে টেডকে দেখতে পেল কে, আর কেন কে জানে সঙ্গে সঙ্গে এক অজানা আশংকায় কেঁপে উঠল সে। "ওহো! তুমি! কখন এসে জুটেছো পাশটিতে টেরও পাইনি!" সহজভাবে কথাগুলো বলতে গিয়ে অল্প কেঁপে গেল তার গলা।

রোদে পোড়খাওয়া কালচে চামড়ার টেড ল্যাটিমার-এর বয়স মাত্র পঁচিশ। পাতলা ছিপছিপে সুঠাম গড়নের ল্যাটিমার খুব ভাল নাচিয়ে, কালচে তামাটে চামড়ায় অপূর্ব রূপবান দেখায় তাকে। টেড-এর ঘন কালো দু'চোখ যেন কথা কয়, রঙ্গমঞ্চের সুকণ্ঠ পেশাদার অভিনেতাদের মতই ভরাট তার গলা। কে-র বয়স যখন পনেরো তখনই সে টেড-এর সংস্পর্শে এসেছিল। চামড়ায় পুরু করে জলপাই তেল মেখে জুয়ান লা পিনস-এর বালুকাবেলায় গড়াগড়ি খেয়ে সমুদ্রের নামার আগে রোদ পোয়ানোর খেলা খেলতে শরীর আর মনের স্বাদ গন্ধ পেয়েছিল। অনেক পার্টি আর অনুষ্ঠানে একসঙ্গে নাচগানও করেছে দু'জনে, আবার টেনিসও খেলেছে জুটি হয়ে।

আবার শুরু হল খেলা। এবারে গোড়ায় মেরিক বাঁ-হাতি কোর্ট থেকে 'সার্ভ' করার সঙ্গে সঙ্গে নেভিল এমন এক ঝাপটায় সে মার ফিরিয়ে দিল যে মেরিকের পক্ষে পাল্টা মার ফিরিয়ে দেয়া আর সম্ভব হল না।

"নেভিলের ব্যাকহ্যাণ্ডের মার ওর ফোর হ্যাণ্ডের চেয়ে জোরালো", বলল টেড, "তেমনই আবার মেরিকের ব্যাকহ্যাণ্ডের মার বড্ড কমজোরি, আর নেভিল তা ধরে ফেলেছে, এটা তাই ওর একটা বড় সুবিধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।" খেলা শেষে স্কোর দাঁড়াল ফোর-থ্রি, নেভিল স্ট্রেঞ্জ এগিয়ে পরের গেমটাও জিতল সেই-ই মেরিক ক্ষ্যাপার মত র‍্যাকেট চালিয়েও পেরে উঠল না। পরের গেম-এর স্কোর দাঁড়াল ফাইভ-থ্রি।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত এদিনের খেলায় তরুণ প্রজন্মের টেনিস তারকা মেরিকই জিতল, নেটের দু'পাশে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দুই খেলার যোদ্ধা হাসিমুখে হাতে হাত মেলাল।

' বয়সের ব্যাপারটা মানতেই হবে", বলল টেড, "তেত্রিশ বছরের বৃদ্ধ ভাম কি উনিশ বছরের তরতাজা ছোকরার সঙ্গে এঁটে উঠতে পারে? তবে নেভিলের পক্ষে হেরেও লাভ।"

"অ্যাই! বাজে কথা একদম বলবে না বলে দিচ্ছি!" চাপাগলায় ধমক দিল কে।

"বাজে কথা বলছি না, কে, বিশ্বাস করো!" তোষামদের মোড়কে তেতো মন্তব্য উগরে দিল টেড, "যে যাই বলুক, নেভিল হল গে যাকে বলে পুরোপুরি জাতের স্পোর্টসম্যান! ম্যাচে হেরে গেছে বলে আমি ওকে কখনও মাথা গরম করতে দেখিনি।"

"এটা এমন বিশেষ কোনও ব্যাপার নয়," কে বলল, "কিন্তু গলা শুনে মনে হচ্ছে নেভিলকে যেন তুমি মোটেও বরদাস্ত করতে পারো না।"

"সে তো বটোই," সায় দিয়ে বলল টেড, "আমার পছন্দের মেয়েকে যে পছন্দ করে তুলে নিয়ে কেটে পড়েছে তাকে কি করে আমি বরদাস্ত করব শুনি?"

"চোপ্! একদম চোপ্!" চোখ পাকিয়ে জোরগলায় বলল কে, "পছন্দের মেয়ে নয়, আমি ছিলাম তোমার নিছক চেনাশোনা মেয়ে। তার বেশি কিছু নয়! নেভিলকে আমি ভালবেসে বিয়ে করেছি তা যেন কখনও ভুলে যেয়ো না।"

"আর নেভিল সত্যিই এক দারুণ মজার মানুষ," টেড বলল, "সবাই তো তাই বলাবলি করছে।"

"তোমার মতলবটাই কি বলো'ত," ভুরু কুঁচকে বলল কে, "খালি খালি আমার পিছনে লাগতে চাইছো কেন?"

"তোমার পেছনে লাগব আমি?" অল্প হেসে হাত নেড়ে বলল টেড, "বাজে কথা রাখো, দিন কেমন কাটছে তাই বলো। কোথাও বেড়াতে যাবার কথা ভাবছো?"

"তা ভেবেছি," এবারে কে নিজেও হাসল, "এই সেপ্টেম্বরে দিন পনেরো গাল্‌স পয়েন্টে গিয়ে কাটিয়ে আসব ঠিক করেছি।"

"তাহলে তো ভালই হবে," খুশি খুশি গলায় বলল টেড, "আমিও ঐ সময় কাছাকাছিই থাকব, আগে ভাগে ইস্টারহেড বে হোটেলে আমার একটা কামরা বুক করে দিয়েছি।"

"সত্যিই দারুণ জমবে", কে বলল, "নেভিলের আগের বউ অড্রে, সেইসঙ্গে টমাস রয়েড নামে মালয়ের এক প্ল্যান্টার। শুনেছি ভদ্রলোক ছুটি নিয়ে বাড়ি যাচ্ছেন।"

"তাহলে তো সত্যিই দারুণ ব্যাপার বলতে হচ্ছে!" সায় দিল টেড, "সবাই মিলে হৈ চৈ করে পনেরোটা দিন কাটানো যাবে।"

"এর ওপর বড়তি আবও একজন আছে," কে বলল, "ঐ হাবসি বুড়ি লেডি ট্রেসিলিয়ানের দূর সম্পর্কের জ্ঞাতি মেরি অ্যালডিন দিনরাত যে বুড়ি কাজের মেয়ের মত খেটে চলেছে। মজাব ব্যাপার হল বুড়ি মরলে ওর টাকাকড়ি সব আমরাই পাব, পেত্নিব মত দেখতে ঐ মেবি অ্যালডিন বুড়ির সম্পত্তিব এক কানাকড়িও পাবে না!"

"এমনও তো হতে পারে যে ব্যাপারটা উনি এখনও জানেন না," বলল টেড।

"খারাপ শোনালেও বলব সেটা একটা মজার ব্যাপাব হবে।" বলেই কে নিজেকে সামলে নিল, হাতে ধরা টেনিস র‍্যাকেটখানা নাড়তে নাড়তে কাঁপাগলায় বলে উঠল, "কেন জানি না, আমার বড্ড ভয় করছে, টেড!"

"সে আবার কি!" অবাক চাউনি মেলে সরাসরি তার চোখের দিকে তাকাল টেড, "কোথাও কিছু নেই, খামোখা ভয় পাবার কি হল, শুনি?"

"কি হল তা জানি না।" মাটির দিকে চোখ নামিয়ে বলল কে, "লক্ষ করে দেখেছি কোনও সংকট ঘটাব আগে আমার হাত পা এমনই ভয়ে ঠাণ্ডা হয়ে আসে। দারুণ ভয়ে হাত পা কাঁপতে থাকে থরথর করে।"

"ব্যাপারটা সত্যিই অদ্ভুত, কে," টেড বলল, "ঠিক তোমারই মত।"

"আমার কথা থাক," জোর করে ঠোঁটে হাসি ফোটাল কে, "তুমি তাহলে ইস্টারহেড বে হোটেলে উঠছো, কেমন?"

"এখনও পর্যন্ত তো তাই ঠিক আছে", বলল টেড। খানিক বাদে সে বিদায় নিতে নেভিলের সঙ্গে এসে দেখা করল কে, ততক্ষণে তাব পোষাক পাল্টানো হয়ে গেছে।

"তোমার বয়ফ্রেণ্ডটি এসেছিলেন মনে হচ্ছে," হেসে বলল নেভিল, "খেলার ফাঁকে একসময় চোখে পড়ল দিব্যি তোমার গা ঘেঁষে বসে আছে।"

"বয়ফ্রেণ্ড মানে টেড-এর কথা বলছ?" ভুরু কুঁচকে বলল কে।

"হুঁম্," অবজ্ঞা মেশানো গলায় জবাব দিল নেভিল, "অবশ্য বয়ফ্রেণ্ড না বলে বিশ্বস্ত কুকুর অথবা বিশ্বস্ত গিরগিটি বললে বোধহয় আরও মানানসই হবে।"

"তার মানে টেডকে তুমি পছন্দ করো না, তাই না?" ত্যাড়া ত্যাড়া গলায় বলল কে।

"ভুল বললে," একই রকম অবজ্ঞা মেশানো গলায় বলল নেভিল, "টেড ল্যাটিমারের মত এক তুচ্ছ জীবকে নিয়ে আমার এতটুকু মাথা ব্যাথা নেই, তবে তুমি চাইলে ওকে যেমন খুশি নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাতে পারো।"

"মুখে মাথাব্যথা নেই বললেও তুমি যে টেডকে হিংসে করো তাতে এতটুকু সন্দেহ নেই," মুখ টিপে হেসে বলল কে, "কারণ তার মাথা থেকে পা পর্যন্ত যথেষ্ট আকর্ষণ আছে যেজন্য তুমি ওকে হিংসে করো।"

"যেমন তেমন আকর্ষণ নয় সোনা," কে-র দিকে আড়চোখে তাকিয়ে হাসল নেভিল।

"সুন্দরী মেয়েদের মন যা নিমেষে কেড়ে নেয় সেই দক্ষিণ আমেরিকার আকর্ষণ টেড-এর মধ্যে ছড়িয়ে আছে তা আমিও মানছি; তবে তাই বলে আমি ওকে হিংসে করি তোমার এ অভিযোগ মানতে আমি মোটেও রাজি নই।"

"তুমি নিজে যা কিছু বলো আর ভাবো তার সবই ঠিক, তাই না?" ঠোঁট ফুলিয়ে বলল কে, "এত আত্মবিশ্বাস ভাল নয়।"

"কে বললে ভাল নয়?" সঙ্গে সঙ্গে গলা চড়িয়ে প্রতিবাদ করল নেভিল, তোষামোদের সুরে বলল, "আমি বলছি একশোবার ভাল। শোন কে তোমায় কে কি বলে তাতাচ্ছে তা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। তবে তুমি আর আমি, আমাদের দু'জনকেই যে একা নিয়তি চালাচ্ছে এটা আমি পুরোপুরি বিশ্বাস করি। নিয়তির ইশারাতেই তোমার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা, নিয়তিই আমাদের দু'জনকে পরস্পরের কাছাকাছি নিয়ে এসেছিল। কান-এ আমাদের প্রথম পরিচয়ের দিনের কথা মনে পড়ে? আমি এস্তোরেল যাব বলে রওনা হয়েছিলাম। সেখানে পা দিয়ে প্রথম যে সুন্দরীর মুখ চোখে পড়েছিল সে তুমি, আমার মোহিনী কে! তোমায় দেখেই টের পেয়েছিলমা আমি নিয়তির ফাঁদে ধরা পড়েছি, এও বুঝেছিলাম পিছিয়ে যাবার পালানোর পথ আর নেই।"

"নিয়তি নয় মশাই," অল্প হেসে বলল, "তুমি যার ফাঁদে ধরা পড়েছিলে সে স্বয়ং আমি। তোমায় ধরার ফাঁদ আমিই পেতে ছিলাম।"

"তার মানে?" কে-র কথার মানে বুঝতে না পেরে বোকার মত তার মুখের দিকে তাকাল নেভিল।

"মানে এই যে তোমার মত এক সু-পাত্রকে কি করে বঁড়সিতে গাঁথা যায় তা নিয়ে আগে থেকে আমি আমার মার সঙ্গে অনেক আলোচনা করেছিলাম। তুমি এস্তোরেল যাচ্ছ শুনে দু'জনে এমন মতলব আঁটলাম যাতে ওখানে পা দিয়েই তুমি আমার মুখ দেখতে পাও। সেই মত সাজগোজ করে আমি তোমার আগেই এস্তোরেলের দিকে পাড়ি দিলাম, তুমি কিছু টেরও পেলে না।"

কৌতূহলীভরা চাউনি মেলে নেভিল কে-র কথাগুলো মন দিয়ে শুনছিল। তার কথা শেষ হতে গম্ভীর গলায় কেটে কেটে বলল, "কিন্তু এসব কথা তো তুমি আগে আমায় বলোনি।"

"ইচ্ছে করেই আগে বলিনি।" কে খুশিভরা গলায় বলল, "আগে বললে তার ফল হয়ত খারাপ হত, আমার ওপর তুমি অসন্তুষ্ট হতে। অবশ্য সব জানার পরে অসন্তুষ্ট তুমি এখনও হতে পারো, যদিও তা পুরোপুরি তোমার ব্যাপার। তবে একটা ব্যাপার জেনে রেখো, মতলব এঁটে বা পরিকল্পনা করে কাজ করতে আমি এক ওস্তাদ মেয়ে। আর সেইসঙ্গে এটাও জেনো যে তুমি নিজে থেকে যতক্ষণ না ঘটাচ্ছ ততক্ষণ কিছুই ঘটবে না। একেক সময় তুমি আমায় মাথা মোটা বলো বটে, কিন্তু আমি কতটা বুদ্ধি রাখি তা আমার চেয়ে ভাল কেউ জানে না। অনেকসময় আমায় আগেভাগে ভেবে অনেক পরিকল্পনা করতে বা মতলব আঁটতে হয়।"

"তাহলে এখন তো দেখছি আমি যাকে ভালোবেসে বিয়ে করেছি সে স্বয়ং নিয়তি," ব্যাপারটা হালকা করতে হাসিমাখা গলায় বলল নেভিল।

"অ্যাই নেভিল," কে বলল, "তুমি কি আমার ওপর রাগ করলে?"

"রাগ?" আনমনা গলায় বলল নেভিল। "রাগ নয়, আসলে —আসলে আমি অন্য একটা কথা ভাবছিলাম..."

অগাস্ট ১০

"নাও, হল এবারে!" খেঁকিয়ে উঠলেন সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ব্যাটল। "যাকে বলে ষোলকলা পূর্ণ হল— আমার ছুটির বারোটা বাজল!"

স্বামীর ছুটির বারোটা বেজেছে শুনে তাঁর চেয়েও বেশি নিরাশ হলেন তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী ব্যাটল; কিন্তু হাজার হলেও তিনি একজন পদস্থ গোয়েন্দা অফিসারের গিন্নি তাই স্বামীর ছুটির বারোটা বাজার এসব ব্যাপার ব্যাপার দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে মানিয়ে নিতে তিনি নিজেকে অনেকদিন আগেই তৈরী করে নিয়েছেন।

"কি আর করা যাবে বলো," স্বাভাবিক গলায় স্বামীকে বোঝাতে চাইলেন শ্রীমতী ব্যাটল, "কর্তব্য সবার আগে। তা এবারের কেসটা নিশ্চয়ই খুব ইন্টারেস্টিং?"

"তুমি যেমন আঁচ করছ তেমন নয়," সুপারিন্টেণ্ডন্ট ব্যাটল বললেন, "চোখে পড়ার মত ইন্টারেস্টিং নয়। আসলে এটা এমন একটা কেস যা আমাদের বিদেশ দপ্তরের ওপরওয়ালাদের রক্তের চাপ বাড়ানো আর বাতের ঘুম কেড়ে নেবার পক্ষে যথেষ্ট! আর বিদেশ দপ্তরের কেস যখন তখন বেশ বুঝতে পারছি ওদের ঢ্যাঙ্গা পাতলা চেহারার গোয়েন্দা ছোঁড়াগুলোর সঙ্গে দিনরাত ঘুরতে হবে। ছোঁড়গুলোও তেমনই, থেকে থেকে শুধু চাপাগলায় ফিসফিস করে নিজেদের মধ্যে কথা চালাচালি করবে, ভুলেও জোরে গলা চড়িয়ে কিছু বলবে না। কোনও সরকারি গোপন ব্যাপার ফাঁস হয়ে যাতে কেলেংকারি না বাধে সেটাই আমাদের দেখতে হবে, এককথায় সবার মুখ রক্ষা করাই হবে আমাদের কাজ। আমার স্মৃতিকথায় এই ধরনের কোনও কেস-এর কথা আগে লিখেছি বলে তো মনে পড়ছে না।"

"তাহলে আমাদের ছুটি কাটাতে বাইরে যাওয়ার ব্যাপারটা এখনকার মত মুলতুবি....." এইটুকু বললেন শ্রীমতী ব্যাটল। কিন্তু তাঁর কথা শেষ হবাব আগেই জোরগলায় তাঁর স্বামী বলে উঠলেন, "এখনকার মত মুলতুবি থাকবে, এই তো? ওসব চলবে না আগেই বলে রাখছি। মালপত্র তো বাঁধাই আছে, তুমি ওসব নিয়ে মেয়েদের সঙ্গে করে সোজা ব্রিটলিংটনে চলে যাও! মার্চ মাস থেকে ওখানে ঘবগুলো বুক করে রেখেছি, সে কি শুধু শুধু টাকাগুলো গচ্চা দেব বলে? তুমি ওদের নিয়ে বেড়াতে যাও। এর মাঝে আমার এই ঝামেলাটা মিটে গেলে আমিও জিমের কাছে গিয়ে হপ্তাখানেক কাটিয়ে আসব।"

জিম মানে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের গোয়েন্দা ইন্সপেক্টর জিম লিচ্, সম্পর্কে তিনি ব্যাটলের আপন ভাগ্নে।

"স্যালিংটন জায়গাটা কোথায জানো তো," স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন ব্যাটল, "ইস্টারহেড বে আর সন্টক্রিকের ঠিক লাগোয়া, বুঝলে? হপ্তাখানেক ছুটি কাটানোর পক্ষে খাসা জায়গা।"

"খুব বুঝেছি!" বড় বড় চোখে স্বামীর দিকে তাকিযে গলা অল্প চড়িয়ে বললেন শ্রীমতী ব্যাটল, "ভাগ্নেব ওখানে তোমার ছুটি যে কেমন কাটবে তা বুঝতে আমাব বাকি নেই। মামাকে হাতের কাছে পেয়ে ভাগ্নে একখানা ঝামেলাব কেস নির্ঘাৎ হাতে ধবিয়ে দেবেন, আব ভাগ্নের মুখ রাখতে তুমিও সঙ্গে সঙ্গে পড়ি কি মরি করে ঐ কেস নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে, মাঝখান থেকে ছুটিব দফারফা হবে। এতদিন ধরে সংসার করছি, তোমায় বুঝতে আমার এখনও বাকি আছে নাকি?"

"মিছিমিছি ভয় পাচ্ছ," আশ্বাস করার ভঙ্গিতে ডান হাতখানা তুলে ব্যাটল বললেন, "জিম যথেষ্ট বুদ্ধি ধরে, আমার মদৎ ওর দরকার হবে না।

"না হলেই ভাল," পাত্তা না দেবার গলায় বললেন শ্রীমতী ব্যাটল।

নিবিড় ঘন আঁধারে

স্যালিংটন স্টেশন, ট্রেন থেকে প্ল্যাটফর্মে নামতেই টমাস রয়েড দেখল খানিক দূরে মেরি অ্যালডিন দাঁড়িয়ে। হয়ত মেবির সঙ্গে বহুদিন পরে দেখা হল বলেই টমাস দেখল ফেলে আসা অতীতের টুকরো টুকরো অনেক ঘটনা ছবির মত ধীরে ধীরে ভেসে উঠছে তার মনের পর্দায়।

"কেমন আছো, টমাস?" পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে হাসিমুখে বলল মেরি, "কতদিন পরে আবার এলে।"

"এত বছর পরে তোমায় দেখে আমারও কম ভাল লাগছে না, মেরি।" সৌজন্যের হাসি হেসে বলল টমাস।

প্ল্যাটফর্মের বাইরে দাঁড়িয়েছিল লেডি ট্রেসিলিয়ানের সেকেলে মাঝারি ফোর্ড, মেরির ইশারায় স্টেশনের পোর্টার টমাসের মালপত্র এনে তুলে দিল তার পেছনের ক্যারিয়ারে। সামনের সিটে বসে মেরি এঞ্জিন চালু করল, কয়েক মুহূর্তের ভেতর স্টেশন এলাকা পেরিয়ে এসে পড়ল বড় রাস্তায়। পাশে বসে টমাস লক্ষ করল খুব হুঁশিয়ার হয়ে গাড়ি চালাচ্ছে মেরি, ট্রাফিক আইন কানুনের খুঁটিনাটি সব মেনে চলছে সে। অনেকটা পথ যেতে হবে টমাস জানে, স্যালটিংটন থেকে সন্টক্রিকের দূরত্ব কিছু না হলেও কম করে সাত মাইল

তা এখনও তার বেশ মনে আছে। এতখানি পথ মুখ বুঁজে যেতে হবে আঁচ করে সে ভেতরে ভেতরে হাঁপিয়ে উঠল। মেবি সম্ভবত তার মনের অবস্থা টের পেয়েছিল, তাই বড় রাস্তায় গাড়ি নিয়ে আসার পরে নিজেই মুখ খুলল।

"তুমি এসে আমাদের সবাইকে বাঁচিয়েছো, টমাস।" সামনের দিকে চোখ রেখে বলল মেরি, "দমবন্ধকরা এক অদ্ভুত অস্বস্তিকর পরিবেশের মধ্যে আমাদের দিন কাটছে, অথচ ভেতরের অস্বস্তির কথা মুখ ফুটে বলে হালকা হব সে উপায়ও নেই।"

"কেন, কি এমন ঘটল?" সিগারেট ধরিয়ে জানতে চাইল টমাস।

"অড্রে আর সব বছরের মতো এবারেও এসেছে", বলল মেরি, "মুশকিল হয়েছে দ্বিতীয় পক্ষের বউ কে-কে সঙ্গে নিয়ে নেভিলও এসে হাজির হয়েছে।"

"তাই নকি?" ভুরু দুটো ওপরে তুলে বলল, টমাস, "এত সত্যিই অদ্ভুত ব্যাপার, অদ্ভুত অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মধ্যে তোমাদের দিন কাটছে!"

"তবেই বোঝ!" ঘাড় না ঘুরিয়ে বলল মেরি। "আর এ বুদ্ধি নাকি বেরিয়েছে নেভিলেরই মাথা থেকে।"

"কেন," একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল টমাস, "এমন অদ্ভুত বুদ্ধির কারণটা কি?"

"যে যাই বলুক না কেন," মুহূর্তের জন্য স্টিয়ারিং থেকে হাত উঠিয়ে মেরি বলল, "আসলে দু'হাতে টাকা উড়িয়ে নেভিলের মত বড়লোকেরা যখন আর কূলকিনারা পায় না তখনই এইসব ছিটেলপানা চাপে তাদের মাথায়। অথচ মজার ব্যাপার দেখো কারণ জানতে চাইলে নেভিল হাসিমুখে সবাইকে একই কথা বলছে—পুরোনো আত্মীয়বন্ধুরা সবাই একজায়গায় জড়ো হলে তাদের নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক নাকি জোরালো হবে। তুমিই বলো টমাস এটা একটা বিশ্বাসযোগ্য ব্যাখ্যা হল?"

"আমার তো মনে হয় না।" ধোঁয়া ছেড়ে তাচ্ছিল্যের গলায় বলল টমাস, "তা নেভিলের দ্বিতীয় পক্ষটি হল কেমন?"

"কে-র কথা বলছ?" মুখ টিপে হাসল মেরি, "ওর বয়স খুবই কম, দেখতেও ভারি সুন্দর।"

"নেভিল তাহলে নিশ্চয়ই আদেখলার মত দিনরাত ওকে নিয়েই পড়ে আছে," টমাস বলল, "নিশ্চয়ই ওকে ছেড়ে নড়ছে না?"

"ঠিক তাই," সায় দিয়ে বলল মেরি, "তবে ওদের বিয়েটাও তো সবে হয়েছে, মাত্র দেড় বছর আগে।"

"আমি যতদূর শুনেছি নেভিল যখন রিভিয়েরায় ছিল সেইসময় এই মেয়েটির সঙ্গে ওর প্রথম পরিচয় হয়েছিল, তাই না? টমাস বলল, "আমি অবশ্য এর চেয়ে বেশি কিছু জানি না।"

"ঠিক বলেছো," মেরি বলল, "কানে ওদের প্রথম পরিচয়, ওকে একবার দেখেই নেভিলের মাথা ঘুরে গিয়েছিল। তবে আমার নিজের ধারণা নিশ্চয়ই তারও আগে ওদের পরিচয় হয়েছিল যেকথা আর কেউ জানে না। তবে নেভিল যে বরাবর অড্রেকেই ভালবাসত তা তো জানো?"

মুখে জবাব না দিয়ে টমাস ঘাড় নেড়ে সায় দিল।

"আমার মনে হয় অড্রের সঙ্গে ওর ছাড়াছাড়ি হোক এটা নেভিল মোটেও চায় নি। কিন্তু এই কে মেয়েটা কি সাংঘাতিক তা ভাবতেও পারবে না। নেভিলকে গ্রাস করার জন্য ও যেন আদাজল খেয়ে লেগেছিল-- অড্রেকে ডিভোর্স করতে কে নেভিলকে বাধ্য করেছিল। কে মেয়েটার হাতে টাকাকড়ি কিন্তু মোটেও ছিল না। এর ওপব একটা ছোঁড়া দিনরাত ঘুর ঘুর করত ওর চারপাশে শুনেছি সে ছোঁড়ার সঙ্গে আগের সম্পর্ক ওর এখনও বজায় আছে। তাই এই পরিস্থিতিতে নেভিল নিজেও খুব সুখে আছে তা কিন্তু বলা যায় না।"

"হুঁ-উ-ম্।" ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে গম্ভীর গলায় আওয়াজ করল টমাস। মেরি আড়চোখে একঝলক তাকে দেখে নিয়ে বলল, "কে শুধু সুন্দরী নয়, যে কোনও বয়সের পুরুষের মাথা ঘুরিয়ে দেবার মত চটক ওর আছে।"

"তা এখনকার ঝামেলাটা কি নিয়ে একটু খুলেই বলো না, শুনি।" ঘাড় না ঘুরিয়ে বলল টমাস রয়েড।

"সত্যি বলতে কি, তুমি বিশ্বাস করবে কিনা জানি না, তবে ওদের এখনকার ঝামেলাটা কি, আমি নিজেও তা ঠিক জানি না। অড্রের সঙ্গে কথা বলে এটুকু বুঝেছি কে-র ওপর ওর এতটুকু রাগ বা হিংসে নেই। বিয়ের পর থেকেই দেখছি অড্রেকে, নেভিলের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হবার পরেও দেখছি, গোমরামুখে থাকতে ওকে কখনও দেখেছি বলে মনে পড়ে না, না, ডিভোর্সের পরেও নয়। অথচ ডিভোর্সের মত দুঃখ পাবার পরেও ওর বয়সী একটা মেয়ে কিভাবে একই রকম মিশুকে থাকে তাই বুঝে উঠতে পারছি না। তবে একইসঙ্গে একেক সময় অড্রেকে বেশ চাপা ঠেকে, বেশ বুঝতে পারি ওর অতল ছোঁয়া মনের নাগাল পাওয়া বেশ কঠিন। নেভিল আর কে, দু'জনের সঙ্গেই অড্রে বেশ ভাল ব্যবহার করছে যার মধ্যে এতটুকু খুঁত বা অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়বে না। তবু আমি বলব অড্রে চাপা স্বভাবের মেয়ে হওয়ায় ওর চিন্তাভাবনা বা অনুভূতি, এগুলো ঠিক আমি আঁচ করতে পারি না। তবে কে এখানে আসায় অড্রে মনে কোনও আঘাত পেয়েছে বলে তো মনে হচ্ছে না।"

"দুঃখ পাবেই বা কেন," টমাস বলল, "তিন বছর আগের সেই ঘটনার জের কি এখনও টানবে?"

"তিন বছব আগের ঘটনা হলেও অড্রের মত মেয়ের পক্ষে এ ধাক্কা কি এত সহজে সামলানো সম্ভব?" বলল মেরি, "নেভিলকে ও মন থেকে কত ভালবাসত তা তো জানো?"

"জানি বই কি," অল্প উশ্‌খুশ্‌ করে জবাব দিল টমাস, "মায়ের লেখা চিঠি পড়ে জেনেছিলাম অড্রের বয়স তখন সবে বত্রিশ, নেভিলের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হবার ঠিক পবে পরেই ওর একটা নার্ভাস ব্রেকডাউন নাকি হয়েছিল।"

"ভাগ্যিস তোমার মা ঐ সময় অড্রের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন," মেরি বলল। "ওঁর সেবা যত্ন না পেলে অড্রের পক্ষে এত শীগগির সেরে ওঠা মোটেও সম্ভব হত না। অন্যদিকে তোমার ভাই মারা যাবার ঘটনায় তোমার মা নিজেও ভেঙ্গে পড়েছিলেন; ঐরকম একটা সময় অড্রেকে পেয়ে ওঁর নিজের মন কিছুটা শান্ত হয়েছিল।"

"অ্যাড্রিয়ান হতভাগা নিজের দোষে মরল!" আক্ষেপের গলায় বলল টমাস, "ঐরকম বেসামাল স্পিডে গাড়ি চালতে ওকে মত মানা কবেছি, কিন্তু আমার কথা ও কানেই তুলত না। অপঘাতে মরণ কপালে লেখা থাকলে কে আর তা খণ্ডাবে বলো!"

মেরি কোনও মন্তব্য না করে আপনমনে গাড়ি চালাতে লাগল। জানালা দিয়ে হাত বের করে মোড় নিল মেবি, পাহাড়ি ঐ ঢালু পথ নামতে নামতে সমতলে এসে মিশেছে সল্টক্রিকে।

"টমাস," খানিক বাদে মেরি বলল। "অড্রের সঙ্গে বহুদিনের পরিচয় আছে বলেই বলছি, ওর ধাত নিশ্চয়ই তুমি ভাল জানো?'

"পরিচয় আছে বলতে আমাদের ছোটবেলা একসঙ্গে কেটেছে।" টমাস বলল, "তখন তো অড্রে আর আমি দু'জনেই শিশু ছিলাম। সময়ের সঙ্গে ওর স্বভাবের কোনও পরিবর্তন হয়েছে কিনা তা আমি জানতে পারি নি। তুমি তো জানো, গত দশ বছরে কাজকর্মের চাপে অড্রের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ আমি খুব একটা পাই নি।"

"তোমাদের ছোটবেলার কথাই আমি বলছি," মেরি বলল, "অড্রে তো তোমাদের দু'ভাই-এর ছোট বোনের মত বড় হয়েছে, তাই না?"

জবাব না দিয়ে টমাস ধোঁয়া ছেড়ে শুধু ঘাড় নাড়ল।

"অড্রের মানসিকতা ঠিক স্বাভাবিক নয় একথা কি তখন একবারও তোমার মনে হয়েছে?" শক্ত হাতে স্টিয়ারিং চেপে ধরে চাপাগলায় বলল মেরি, "তুমি যেন আমায় ভুল বুঝো না, অড্রে পাগল বা ওর মাথার ঠিক নেই আমি কিন্তু একবারের জন্যও তা বলছি না তবে ও যেমন সবসময় সব কিছু থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখছে, হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে যেন নিছক ভদ্রতা বজায় রাখতেই জোর করে ও অনেক কাজ

করছে। এসব দেখেই অড্রের মানসিক অবস্থা আদৌ সুস্থ কিনা এ প্রশ্ন মনে জাগছে। আবার কখনও এও মনে হচ্ছে সমস্যা অড্রেকে নিয়ে নয়। আসলে ঐ বাড়ির ভেতরকার আবহাওয়া আর পরিবেশই এমন অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে না! ব্যাপারটা কি, তা আমি তোমায় ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারব না টমাস, তবে শেষপর্যন্ত পরিণতি কি দাঁড়াবে তাই ভেবে মাঝে মাঝে আমার বড্ড ভয় হয়.....''

''ভয় হয়?'' মেরির কথা শুনে মজা পেল টমাস, পোড়া সিগারেটের টুকরোটা ড্যাসবোর্ডের অ্যাসট্রেতে ফেলে দিয়ে হাসিমুখে বলল, ''তাও আবার তোমার মত এক যুবতী যে জীবনের অনেকগুলো বছর একটানা কাটিয়েছে ওখানে?''

''জানতাম আমার কথা তোমার বিশ্বাস হবে না,'' বলতে গিয়ে মেরির গলা জড়িয়ে এল। ''তাই তোমায় এতদিন বাদে দেখে ভাল লেগেছিল। মনে হয়েছিল থাক্, এতদিনের একঘেঁয়েমি জীবনের মধ্যে নতুন একজন তবু এল। যাক্ আমরা এসে পড়েছি, ঐ যে সামনেই গাল্‌স পয়েন্ট।''

দু'ধারে অনেকটা পাথুরে খাড়াই ঝুলে আছে নদীর ওপরে, সেই খাড়াই-এর মাঝখানে পাথুরে জমির ওপব গড়ে উঠেছে সাবেককালেব কুঠিবাড়ি গাল্‌স পয়েন্ট। বাগান আগেই ছিল বাড়ির বাঁদিকে পরে বিংশ শতাব্দীর আধুনিকতার হাওয়ার ছোঁয়ায় টেনিস কোর্ট আর মোটর গ্যারেজও একে একে গড়ে তোলা হয়েছে কুঠিবাড়িতে।

''আমি গাড়িটা গ্যারেজে তুলে আসছি,'' টমাস রয়েড গাড়ি থেকে নামতে মেরি বলল, ''খাস আর্দালি হারস্টল তোমার মালপত্র খানিক বাদে রেখে আসবে তোমার কামরায়।''

মেরি গাড়ি নিয়ে চলে যাবার খানিক বাদে বয়স্ক আর্দালি হারস্টল এসে দাঁড়াল টমাসের সামনে, অল্প হেঁট হয়ে অভিবাদন জানিয়ে বলল, ''কতবছব বাদে আবার আপনি এলেন, মিঃ রয়েড,'' হারস্টল বলল, ''ভারি ভাল লাগছে আপনাকে দেখে। লেডি ট্রেসিলিয়ানও নিশ্চয়ই খুশি হবেন। পুব দিকের বড় কামরাটা তো আপনার মনে আছে, ওখানেই আপনার থাকার ব্যাবস্থা করা হয়েছে, আপনার মালপত্র সব ওখানে নিয়ে যাচ্ছি। বাড়ির সবাই বাগানে বসে গল্প করছেন, ওখানে গেলেই সবাইকে পাবেন। তবে ইচ্ছে করলে আগে আপনার কামরাটা একবার দেখেও নিতে পারবেন।''

কিছু না বলে হাসিমুখে হারস্টলের পিঠ আলতো হাতে ছুঁল টমাস, ড্রইংরমে ঢুকে পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে দাঁড়াল বিশাল জানালার ধারে। জানালার ওপারে চওড়া আঙ্গিনা সেখানে অনেকেরই বসার ব্যাবস্থা আছে। ড্রইংরুমের এই বড় জ'নালার ধারে দাঁড়িয়ে সামনের কে কি করছে পরিষ্কার দেখা যায়।

জানালার আড়ালে দাঁড়িয়ে ওপারে টানা বারান্দার মত বিশাল আঙ্গিনায় দু'জন যুবতীকে দেখতে পেল টমাস রয়েড। যুবতীদের একজন তার পরিচিত, সে হল অড্রে। টমাস দেখল আঙ্গিনার এক কোণে বসে দূরের নদীর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে অড্রে। দ্বিতীয় যুবতী খানিক তফাতে দাঁড়িয়ে আড়চোখে দেখছে অড্রেকে। এ যুবতী নেভিল স্ট্রেঞ্জের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী কে হওয়াই স্বাভাবিক বলে তার মনে হল। কে-র ভাবভঙ্গি দেখে ভয় পেল টমাস। তার মনে হল হাতে ছুরি ছোরা বা অন্য কোনও ধারালো হাতিয়ার থাকলে সে এই মুহূর্তে গিয়ে খুন করতে পাবে অড্রেকে। অন্যদিকে এতদিনের চেনা অড্রেকে তার কেমন নিস্পৃহ ঠেকছে, কে যে কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আড়চোখে তাকে দেখছে তা যে অড্রে এখনও টের পায়নি সেটা বেশ বুঝতে পারছে টমাস। হয়ত অনেকদিন পরে দেখাব জন্যই হবে। অড্রের চেহারার অনেক পরিবর্তন তার চোখে পড়ছে। আগের চাইতে অনেক পাতলা ছিপছিপে হয়েছে অড্রে, ফর্সা রং কেমন ফ্যাকাশে ঠেকছে। এখানে আসার পথে মেরি খানিক আগে যা বলছিল টমাসের মনে হল তার কিছুটা হয়ত সত্যি—মুখে বলে বোঝানো যায় না অথচ তার অস্তিত্ব অনুভব করা যায় এমন কি যেন একটা ঘিরে আছে অড্রেকে। টমাসের এও মনে হল অড্রে সবার চোখের সামনে থেকে কিছু একটা সযত্নে এমন ভাবে আড়াল করছে যেন সে সেটা লুকিয়ে রাখতে চায়। কিন্তু সেটা যে কি তা বুঝে উঠতে পারছে না টমাস।

পাযের শব্দ কানে আসতে হুঁশিয়ার হল টমাস, খানিক বাদে দেখতে পেল একটা রঙিন ম্যাগাজিন হাতে নেভিল এসে দাঁড়িয়েছে সামনের আঙিনায়।

"অনেক খুঁজে পেতে এটা পেলাম," সামনে দুই যুবতীর উদ্দেশ্যে বলে উঠল নেভিল, "অন্যটা জোগাড় হল না—" তার কথা শেষ হবার আগে একইসঙ্গে দুটো ঘটনা ঘটল।

"দাও, ওটা আমায় দাও!" বলে প্রায় ছুটে এসে হাত বাড়াল কে, আর মুখ না ঘুরিয়ে অড্রেও একই সঙ্গে হতে বাড়াল নেভিলের দিকে। নেভিল থমকে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, হাতে ধরা ম্যাগাজিনটা কাকে দেবে কয়েক মুহূর্ত তাই ঠিক করে উঠতে পারল না।

"ওটা আমার চাই!" পাগলের মত চেঁচিয়ে উঠল কে, "নেভিল! ওটা আমায় দিয়ে দাও বলছি!" সেই উন্মাদের মত চিৎকার শুনে বুঝি অড্রের হুঁশ হল, বাড়িয়ে দেয়া হাত নিমেষে গুটিয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, "দুঃখিত, নেভিল, ভেবেছিলাম তুমি কথাগুলো আমায় বলছ।" অড্রের কথাগুলো কানে আসার সঙ্গে সঙ্গে চাপা উত্তেজনায় নেভিলের ফর্সা ঘাড়ে ফুটে ওঠা রক্তিমাভা খানিক তফাতে আড়ালে দাঁড়ানো টমাস রয়েডের চোখ এড়ালো না। সঙ্গে সঙ্গে কয়েক পা এগিয়ে এসে নেভিল রঙিন ম্যাগাজিনটা একরকম গুঁজে দিল অড্রের হাতে।

"কি! এতদূর!" বলে চাপাগলায় নিস্ফল আক্রোশে গর্জে উঠল কে, আর একটি মুহূর্ত সেখানে না থেকে সে ঝড়ের মত এসে ঢুকল ড্রইংরুমে, টমাস রয়েডের সঙ্গে ধাক্কা লাগতে পলকের জন্য দাঁড়িয়ে পড়ল আর তখনই টমাস দেখতে পেল চাপা অভিমানে কে-র দু'চোখ জলে ভরে উঠেছে।

"হেলো!" চোখ না মুছেই বলল কে, "আপনি নিশ্চয়ই সেই ভদ্রলোক মালয় থেকে যার আসার কথা, তাই না! বলুন! আপনিই তো মিঃ রয়েড!"

"ঠিক ধরেছেন," হাসল টমাস। "আমি টমাস রয়েড, মালয় থেকে এসেছি।"

"মালয় ছেড়ে এলেন কেন?" একরাশ ক্ষোভ ঝড়ে পড়ল কে র গলায়, "এ বাড়ির হাওয়া ভীষণ বিষিয়ে উঠেছে। এ বাড়ি ছেড়ে মালয়ে চলে যেতে পারলে আমিও হাঁফ ছেড়ে বাঁচতাম। আগে জানলে কে আসত এখানে, এই নচ্ছার জায়গায়!"

"অ্যাঁ! হু-উ-ম!" কোনও মন্তব্য না করে স্বভাবসিদ্ধ গম্ভীর আওয়াজ করল টমাস।

"হয় নেভিল, নয়ত মেনিবেড়ালটা." আপন মনে রাগে গর্জাতে লাগল কে। "ও দু'টোর মধ্যে যেকোন একটা ঠিক খুন হবে আমার হাতে, তার আগে আমি কিছুতেই শান্ত হব না!" বলতে বলতে জোরে জোরে পা ফেলে ড্রইংরুম ছেড়ে বেরিয়ে গেল কে। প্রথম আলাপেই কে-র রকম সকম দেখে ঘাবড়ে গেল টমাস, এইমুহূর্তে তার কি করণীয় তাই সে ভুলে গেল।

"আরে মিঃ রয়েড!" বলতে বলতে খানিকবাদে হাসিমুখে ড্রইংরুমে এসে ঢুকল নেভিল, "আপনি এসেছেন সেকথা এতক্ষণ কেউ আমায় বলেনি। যাক্, আমার স্ত্রীকে দেখেছেন?"

"দেখলাম।" ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া মুখে জোর করে হাসি এনে বলল টমাস। "খানিক আগে উনি আমার পাশ দিয়েই চলে গেলেন!" নেভিল একটি কথাও না বলে ড্রইংরুম ছেড়ে বেরিয়ে গেল; সে যে ভেতরে ভেতরে দারুণ উত্তেজিত হয়ে উঠেছে পেছনে দাঁড়িয়েও তা দিব্যি টের পেল টমাস। এবারে ধীরে ধীরে সে বাইরের আঙিনায় এসে দাঁড়াল।

"আরে টমাস! তুমি কখন এলে?" তাকে দেখতে পেয়ে চমকে উঠল অড্রে, আনন্দে নিজের দুটি হাত বাড়িয়ে দিল তার দিকে। ছোটবেলার খেলার সাথী অড্রের ছোট ছোট ফর্সা দু'টি হাত নিজের হাতের মুঠোয় গভীর মমতায় চেপে ধরল টমাস।

* * *

"এতক্ষণে তোমার হুঁশ্ হল!" বালিশে গোঁজা চোখের জলে ভেজা মুখখানা তুলে কান্না জবজবে গলায় বলল কে, "আমার কথা মনে পড়ল এতক্ষণে!"

"কি সব যা তা বলছ!" একরাশ অস্বস্তি ঝরে পড়ল নেভিলের গলায়, "তখন থেকে কি পাগলামি করছ, তোমার কি মাথা খারাপ হল? মনে রেখো কে, মিঃ টমাস রয়েড আমাদের মতই এ বাড়ির মালিক লেডি ট্রেসিলিয়ানের সম্মানিত অতিথি, তোমার ব্যবহারে উনি কি ভাববেন বলো তো?"

শান্তভাবে কেটে কেটে বললেও নেভিল যে ভেতরে ভেতরে তার ওপর ভীষণ রেগে গেছে তার ফুলে ওঠা নাক দেখেই তা টের পেল কে। এতক্ষণ সে উপুড় হয়ে শুয়েছিল, এবারে সোজা হয়ে উঠে বসল, রুমালে চোখের জল মুছে জোরগলায় বলল, "তুমি! তুমিই এসবের জন্য দায়ী! তোমার জন্যই তো এতসব কাণ্ড ঘটল! কেন তুমি ম্যাগাজিনটা আমায় না দিয়ে ঐ অড্রের হাতে দিতে গেলে? তার ফলেই তো রাগে আমার মাথা গরম হয়ে গেল!"

"নাঃ, কে, তোমার বয়স একটুও বাড়ে নি," নেভিল কে-কে বোঝাতে চাইল, "এখনও ছেলেমানুষ রয়ে গোছো। একটা তুচ্ছ রঙিন ম্যাগাজিনের জন্য এত দুঃখ?"

"ওসব বলে আমায় বোঝাতে এসো না!" জেদী গলায় বলল কে। "ম্যাগাজিনের জন্য আমার দুঃখ নেই, আমি জানতে চাই আমায় না দিয়ে তুমি ওটা ওকে কেন দিলে?"

"দিলে এমন কি এসে গেল?"

"এসে গেল বলেই তো বলছি।"

"কে তোমার মাথায় কি ঢুকেছে আমি জানি না!" নেভিল বলল, "তবে এটা অন্যলোকের বাড়ি, এখানে থাকতে গেলে এমনই পাগলছাগলের মত ব্যবহার করলে চলবে না। লোকের বাড়িতে গেলে কিভাবে চলাফেরা করতে হয়, কিভাবে মেলামেশা করতে হয় তা কি তোমার বাড়ির লোক তোমায় শেখান নি?"

"আমি ওসব বুঝি না!" একই রকম জেদী গলায় বলল কে, "আমায় না দিয়ে তুমি ওটা অড্রেকে কেন দিলে?"

"কারণ সে হাত বাড়িয়ে ওটা চেয়েছিল," সহজে গলায় বলল নেভিল।

"সে তো হাত বাড়িয়ে আমিও চেয়েছিলাম," বলতে বলতে কে-র গলা আবার কান্নায় ধরে এল, "আর যেখানে আমি তোমার স্ত্রী।"

"মানছি তুমি আমাব স্ত্রী," গম্ভীর গলায বলল নেভিল, "তবে অড্রে তোমার চেয়ে বয়সে ঢের বড়, তাই তাঁকে ওটা দিয়ে আমি কোনও ভুল করিনি। "বযসে বড় তো কি হয়েছে!" একগুঁয়ে গলায় বলতে লাগল কে, "এভাবে ও আমায় হারিয়ে দিল! আমায় একহাত নিল! এমন একটা সুযোগের অপেক্ষাতেই ও ছিল। আর আমার স্বামী হয়ে সে সুযোগ তুমি নিজে ওকে দিলে, আমায় অপমান করতে ওকে মদৎ দিলে, সাহায্য করলে!"

"তুমি একটা মাথামোটা হিংসুটে বাচ্চার মত কথা বলছ কে!" নেভিল বলল, "দোহাই নিজেকে সামলাও, সংযত করো! এটা অন্যের বাড়ি সেকথা মনে রেখে ভদ্র ব্যবহার করো!"

"তোমার ঐ অড্রে নিজে যেমন ভদ্র ব্যবহার করে ঠিক তেমনটা করতে বলছ তো?"

"আবার বলছি, অড্রে সম্পর্কে সংযত ভাবে কথা বলতে শেখো!" অল্প গলা চড়াল নেভিল, "তোমার দু'চোখের বিষ হলেও অড্রে একজন খাঁটি ভদ্রমহিলা, যা তোমার হতে এখনও ঢের দেরি আছে। তোমার মত নিজের জংলিপনা ও জাহিব করছে না!"

"আমি জানি অড্রে আমাব বিরুদ্ধে তোমায় খেপিয়ে তুলেছে!" গুমরে গুমরে বলতে লাগল কে, "ও আমায় ভীষণ ঘেন্না করে, এইভাবে ও আমার ওপর বদলা নিতে চাইছে!"

"শোন কে, তোমার এই বোকার মত প্যানপেনে কান্না আর নাটুকে ছ্যাবলামো বন্ধ করবে? আমার কিন্তু এসব আর মোটেও বরদাস্ত হচ্ছে না।"

"ববদাস্ত আমারও হচ্ছে না নেভিল," কে বলল, "এ জায়গাটা দিন দিন বিষিয়ে উঠেছে! চলো আমরা এখান থেকে চলে যাই! চলো কালই আমরা চলে যাই!"

"সে কি, আমরা তো সবে চার-পাঁচদিন হল এসেছি এখানে।"

"এই চার-পাঁচ দিনেই যথেষ্ট হযেছে, নেভিল," কে বলল; "এখানে আর একটি দিনও নয়।"

"শোন কে," নেভিল বলল। "পুরো দুটো হপ্তা এখানে কাটাব বলে আমরা এসেছি এখানে, পুরো দু'টো হপ্তা কাটিয়ে তারপরে ফিরব।"

"তাহলে তোমায় শেষ পর্যন্ত পস্তাতে হবে বলে রাখছি!" হিংস্র গলায় বলল কে, "থাকো তাহলে যতদিন খুশি তোমার অড্রের সঙ্গে। কি পেয়েছো তুমি অড্রের ভেতরে? দারুণ দেখতে ওকে, তাই না? অড্রেব মত সুন্দরী আমি নই, তাই তো?

"আবার বলছি, অড্রে সম্পর্কে ভদ্রভাবে কথা বলো, বলতে না পারলে কি ভাবে ভদ্র হওয়া যায়, ভদ্রভাবে কথা বলতে হয় এসব শেখো। হ্যাঁ, এটাও জেনে রেখো, অড্রেকে দারুণ সুন্দর দেখতে তা কিন্তু আমি কখনও মনে করি না। আসলে ওর স্বভাব খুব শান্ত সংযত, নম্র আর অসম্ভব ভদ্র। এমন একটি মেয়ের সঙ্গে অত্যন্ত খারাপ ব্যবহার করেছি বলে এখন আমি যথেষ্ট অনুতপ্ত, অথচ এতসব কিছুর পরেও অড্রে কিন্তু আমার সঙ্গে আগের মতই ভদ্র ব্যবহার বজায় রেখেছে, আমি নিশ্চিত ও আমায় ক্ষমা করেছে।"

"এ তোমার ভুল ধারণা," বলতে বলতে খাট থেকে নেমে দাঁড়াল কে, খানিক আগের রাগ আর অভিমানের নেশাটুকুও এখন আর তার চোখেমুখে নেই, গলার আওয়াজেও নেই কান্নার ছাপ।

"এই যদি তোমার ধারণা হয় তাহলে বলব অড্রেকে চিনতে তোমার এখনও বাকি আছে," দাঁতে দাঁত চেপে বলল কে, "ও কিন্তু তোমায় মোটেই ক্ষমা করে নি, নেভিল। দু'একবার ওকে তোমার দিকে তাকাতে দেখেছি। তখন ওর দু'চোখের চাউনিতে অস্বাভাবিক এমন কিছু লক্ষ করেছি যার মানে আমি ঠিক বুঝতে পারি নি। না পারলেও কোনও কারণে ওর মনে যে একটা দারুণ তোলপাড় চলছে তাতে এতটুকু সন্দেহ নেই আমার মনে। তুমি অড্রেব যতই তারিফ করো না কেন, ও হল সেই জাতের মেয়েমানুষ হাজাব মেলামেশা করেও যাদের মনের নাগাল পাওয়া যায় না, তারা কি ভাবছে হাজার চেষ্টা করলেও তা আঁচ করা যায় না।

"হু-উ-ম", গম্ভীর গলায় নেভিল বলল, "এটা সত্যিই দুঃখের ব্যাপার যে এমন মেয়ে মানুষ খুব বেশি নেই।" তার মন্তব্য শুনে কে-র মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

"তোমার এই কথার লক্ষ্য কি আমি?" চাপা রাগ ফুটল কে-র কথায়।

"এখানে আসার পর থেকে তুমি যা শুরু করেছো তাতে যদি তোমায় লক্ষ্য করেই যদি কথাটা বলে থাকি তাতে ভুল কিছু করি নি বলেই তো আমার মনে হচ্ছে," বলল নেভিল। "অন্যের বাড়িতে এসে ভেবেচিন্তে কথাবার্তা বলছ না, যখন তখন ছোটবড় সবার সামনে আমায় মেজাজ দেখাচ্ছ আর মনে যা আসছে তাই বলে আমায় অপমান করছ, এখানকার কাজের লোকেরা যে তোমায় নিয়ে আড়ালে নিজেদের মধ্যে হাসঠাট্টা করছে তা তোমার নজরে না এলেও আমার এসেছে, এতে কিন্তু আমার সম্মান নষ্ট হচ্ছে কে, আমি ওদের চোখে খাটো হচ্ছি!"

"তোমার আমায় আর কোনও জ্ঞান দেবার আছে?" বরফের মত ঠাণ্ডা ধারালো শোনালো কে-র গলা।

"তুমি আমায় ভুল বুঝলে আমার আর কিছু করার নেই, কে, আমি সত্যিই দুঃখিত।" নেভিল বলল, "তবে এতক্ষণ যা বললাম তা হল সরল সত্য। এখন দেখছি ছেলেমানুষের সঙ্গে তোমার কোনও তফাৎ নেই। নিজেকে সংযত রাখতে জানো না তুমি, সে শিক্ষাই তুমি পাও নি।"

"আর তুমি?" নিজেকে আবার ঝাঁঝিয়ে উঠল কে, "সাধু সন্তদের মত তোমার মাথা সবসময় ঠাণ্ডা থাকে, তাই না? ভেতরে ভেতরে চটলেও মেজাজ কখনও গরম করো না, কেমন? রেগে গেলে কেন তুমি আমার সঙ্গে চেঁচামেচি করো না? কেন যা তা বলে আমায় গালিগালাজ করো না? আমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করে আমায় দিনরাত তোয়াজ করতে কে বলেছে তোমায়? আর সব স্বামীদের মত কেন মাথা গরম করে আমায় বলো না, "তুমি চুলোয় যাও!"

"হা ঈশ্বর!" বলে দীর্ঘশ্বাস ফেলল নেভিল, আর একটি কথাও না বলে সে বেরিয়ে গেল শোবারঘর ছেড়ে।

* * *

"টমাস রয়েড," লেডি ট্রেসিলিয়ান হেসে বললেন, "সেই কোন সতেরো বছর বয়সে যেমন প্যাঁচার মতে দেখতে ছিলে আজও তেমনই আছো। তখন যেমন মুখচোরা ছিলে আজও ঠিক তেমনই আছো। না হয় বয়স আমার একটু বেশিই হয়েছে, তাই বলে কথায় তোমার সঙ্গে পেরে উঠব না এমন গাঁইয়া বুড়ি যেন আমায় ভেবোনা। বলি কি হল, তুমি মুখ খুলবে, নাকি আমি অড্রেকে ডাকব?"

"না না, কাউকে ডাকতে হবে না।" তাঁর কথায় লজ্জা পেয়ে টমাস বলল। "আসলে বলিয়ে কইয়ে আমি কখনোই ছিলাম না, আমার তেমন ধাতই নয়।"

"কথা বলতে পারত বটে তোমার ছোটভাই অ্যাড্রিয়ান", লেডি ট্রেসিলিয়ান বললেন, "সেই সঙ্গে দারুণ তুখোড় আর বুদ্ধিমান। বেচারা অ্যাড্রিয়ান!" দীর্ঘশ্বাস ফেললেন লেডি ট্রেসিলিয়ান, "প্রচুর সম্ভাবনা ছিল ওর মধ্যে। বেঁচে থাকলে এতদিনে নামী লোক হত।"

সায় দেবার ভঙ্গিতে ঘাড় নেড়ে টমাস নিজেও চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। "তুমি আসার পরে চব্বিশ ঘন্টার বেশি সময় কেটেছে," লেডি ট্রেসিলিয়ান বললেন, "এখানকাব পরিস্থিতি কেমন দেখছ?"

"পরিস্থিতি?"

"বোকার মত তাকানোর কিছু নেই," গলা অল্প চড়ালোন লেডি ট্রেসিলিয়ান। "যখন ছোট ছিলে তখন থেকে তোমায় দেখছি, তোমার ধাত আমার বুঝতে বাকি নেই। তুমি এমন ভাব করছ যেন আমার কথা তোমার মাথায় ঢোকেনি। আমায় খুশি করার জন্য ওভাবে বোকা সাজার কোনও দরকার নেই, টমাস রয়েড; আমি কি বলতে চাইছি তা তুমি ঠিকই ধরতে পেরেছো।"

"আজ্ঞে আমি তো—"

"চোপ্! আবার মুখে মুখে কথা!" দাবড়ে উঠলেন লেডি ট্রেসিলিযান। "আমার বাড়িতে যে হালে দুই নারী আর এক পুরুষকে কেন্দ্র করে প্রেমের চিরন্তন ত্রিভুজ বা ত্রিকোণ গড়ে উঠেছে আমি তার কথা জানতে চাইছি।"

"আজ্ঞে তা যদি বলেন তবে বলব আমার চোখে ব্যাপারটা ঠিকই ধরা পড়েছে," হুঁশিয়ার ভঙ্গিতে বলল টমাস। "দেখে তো মনে হচ্ছে সংঘর্ষ আসন্ন।"

"এতক্ষণে একটা বুদ্ধিমানের মত কথা বলেছো টমাস।" কুটিল হাসি হাসতে হাসতে বললেন লেডি ট্রেসিলিয়ান। "ঠিকই বলেছো তুমি। আর ওদের নিজেদের মধ্যে যে সংঘর্ষ ঘটতে চলেছে তা আমিও লক্ষ করেছি। তোমায় বলতে বাধা নেই, ওদের এই সংঘর্ষের ব্যাপারটা আমি খুব তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছি। আমার মোটেও ইচ্ছে ছিল না। শুধু নেভিলেব একগুঁয়েমির জন্য শেষ পর্যন্ত মেনে নিতে হল— ঐ অড্রে আর কে দু'জনে ক'দিন একসঙ্গে এখানে থাকবে, খাবে, এই বায়না ধরল। আরে বাপু, দুটো মেনিবেড়ালকে কি এক সঙ্গে বাগে আনা যায়? ফাঁক পেলেই ওরা একজন নখ বের করে আরেকজনের দিকে ঠিক তেড়ে যাবে। অনেক বলেও এটা নেভিলকে বোঝাতে পারি নি। এখন ও নিজে ঠ্যালা বুঝুক, দেখুক এমন নচ্ছার জেদ ধরলে তার ফল শেষ পর্যন্ত কি দাঁড়ায়। অড্রেকে নিয়ে নেভিল আর ওর নতুন বউ-এর মধ্যে যে অশান্তি শুরু হয়েছে তা এরই মধ্যে আমার কানে এসে পৌঁছেছে। আমার আব কি, আমার এখন শুধু বসে বসে মজা দেখার পালা।" টমাস রয়েড কোনও মন্তব্য না করে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল; কয়েক মুহূর্ত কি ভাবলেন লেডি ট্রেসিলিয়ান তারপব বললেন, "অথচ ব্যাপার কি জানো টমাস, নেভিলের ধাত তো আমার চেনা, বেড়াতে এসে কোনওরকম ঝামেলা বাধানো ও নিজেও পছন্দ করে না। তাই আগের বউ আর এখনকার বউকে একসঙ্গে মুখোমুখি এনে হাজির করার এই বদবুদ্ধি ওর মাথা থেকে বেরিয়েছে বলে আমার মন মেনে নিতে চাইছে না। কিন্তু তাহলে এটা কার মাথা থেকে বেরোল, নিশ্চয়ই অড্রেব মাথা থেকে নয়?"

"না," চটপট জবাব দিল টমাস রয়েড, "এ বুদ্ধি অড্রের নয় সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত।"

"তাই বলে এ বুদ্ধি কে-র মাথা থেকে বেরিয়েছে আমি তাও মানতে রাজি নই," আত্মবিশ্বাসে পরিপূর্ণ গলায বললেন লেডি ট্রেসিলিয়ান, "তবে কে জানি না, দারুণ অভিনয় করার ক্ষমতা ওর আছে কিনা, থাকলে অবশ্য আলাদা কথা। তোমার কাছে লুকোব না টমাস, মেয়েটার জন্য এখন আমার সত্যি বড্ড দুঃখ হচ্ছে, ভারি খারাপ লাগছে।"

"যদি আমার বুঝতে ভুল না হয় কে তাহলে বলব কে আপনার মোটেও ভাল লাগছে না তাই না?"

"বাঃ এই তো কেমন কথা ফুটেছে সোনার চাঁদের মুখে। হ্যাঁ, টমাস, ঠিকই ধরেছো, ওকে আমার মোটেও পছন্দ হয় নি। ওপরে একরাশ রূপের ঢিপি, চটকেরও কমতি নেই, কিন্তু মাথার ভেতরটা একেবারে

ফাঁকা, স্বামী আর সংসার চালিয়ে নেবার জন্য যেটুকু বুদ্ধি মেয়েদের দরকার তার ছিটেফোঁটাও সেখানে নেই। ওদের স্বামী স্ত্রীর ঝগড়াঝাঁটি যেটুকু কানে এসেছে তা শুনে বুঝেছি স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করতে গেলে কোন হাতিয়ার ছুঁড়তে হয় তাও ওর জানা নেই। বদমেজাজ, অভদ্র ব্যবহার, ছেলেমানুষি জেদ, এছাড়া আর কোনও গুণই কে-র নেই। নেভিলের নিজের ওপর এসবের যে খারাপ প্রভাব পড়বে তাতে আমার এতটুকু সন্দেহ নেই।"

"আর এর ফলে সত্যিই যার ভোগান্তি হচ্ছে সে হল বেচারি অড্রে", কথাটা যেন আপনিই বেরিয়ে এল টমাসের মুখ থেকে।

"তুমি বরাবরই অড্রেকে খুব ভালবাসো, তাই না টমাস?" তার চোখে চোখ রেখে বললেন লেডি ট্রেসিলিয়ান।

"তা ভালবাসি বই কি।" হুঁশিয়ার হয়ে জবাব দিল টমাস। "যখন দু'জনে খুব ছোট ছিলে তখন থেকেই?"

ঘাড় কাত করে সায় দিল টমাস। "তারপর আচমকা নেভিল স্ট্রেঞ্জ এসে ওকে তোমার সামনে থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। আর তুমি তা চুপ করে বসে বসে দিব্যি দেখলে, কেমন?"

"আজ্ঞে তা যদি বলেন তবে বলব অড্রেকে নিজের করে পাবার সুযোগ যে আমার নেই তা আমি জানতাম।"

"মানতে পারছি না টমাস।" লেডি ট্রেসিলিয়ান বললেন, "যারা সহজে হার মেনে নেয়, হার মেনে নেবার মধ্যে যারা শান্তি খোঁজে, এসব কথা তাদের মুখে মানায়।"

টমাস রয়েড বলার মত কোনও কথা খুঁজে পেল না।

"মন খারাপ করে মুখ বুঁজে থাকার কিছু নেই, টমাস রয়েড," লেডি ট্রেসিলিয়ান বললেন, "বিশ্বস্ততা আনুগত্য এসব গুণ অড্রের মত মেয়েরা ভারি পছন্দ করে। আজীবন কুকুরের মত বিশ্বস্ত থাকলে আখেরে কিছু ফল সত্যিই মেলে টমাস রয়েড, একদিন আমার কথা মিলিয়ে নিও। হয়ত সেদিন আমি আর থাকব না।"

"আজ্ঞে," মাথা নিচু করে লাজুক গলায় বলল টমাস রয়েড, "সেই আশায় বুক বেঁধেই তো ফিরে এলাম।"

"যাক," আড়চোখে চার পাশ একবার দেখে নিয়ে বলল মেরি অ্যালডিন, "আমরা সবাই তাহলে এসে গেছি।" বাড়ির পুরনো খাস আর্দালি হারস্টল দাঁড়িয়েছিল একপাশে, তোয়ালে বের করে কপালের ঘাম মুছে সে ফিরে এল কিচেনে। সেখানে রাঁধুনি মিসেস স্পাইসার ডিনারের পদগুলো পরিবেশনের জন্য সাজিয়ে রাখছেন, তাঁকে লক্ষ করে হারস্টল বলল, "ওঁরা সব্বাই ডিনার টেবিলে এসে গেছেন, বুঝলে মাসি? মিস অ্যালডিন সবার চোখমুখ ভাল করে দেখে নিয়ে বললেন, "যাক, আমরা সবাই তাহলে এসে গেছি।" কথাটা কানে যেতেই বিশ্বাস করো মাসি আমাব মাথাটা কেমন যেন পাক খেয়ে উঠল। মনে হল যারা খেতে বসেছে তার সবাই জঙ্গল থেকে ধরে আনা বুনো জানোয়ার। সবকটাকে খাঁচায় পুরে বাইরে থেকে দরজা এঁটে দিলেন মিস অ্যালডিন, এবারে উনি ওদের চাবুক মেরে সার্কাসে খেলা দেখানোর ট্রেনিং দেবেন! বিশ্বাস করো মাসি, আমার মনে হল আমরা সবাই যেন একটা অদৃশ্য ফাঁদে আটকে পড়ে গেছি! ওদের সঙ্গে তুমি আর আমিও!"

"বুঝেছি! বুঝেছি আর বলতে হবে না!" হাত নেড়ে বিরক্তি ঝরানো গলায় বললেন মিসেস স্পাইসার। "নোলা সামলাতে না পেরে নির্ঘাৎ লুকিয়ে উল্টোপাল্টা কিছু খেয়েছো তাই এখন বদহজম হয়ে মাথা ঘুরছে! বলি বয়সটা যে বাড়ছে সে খেয়াল আছে হারস্টল?"

"বিশ্বাস করো মাসী," গলায় ঝোলানো রুপোর ক্রস বের করে ভিতু ভিতু গলায় বলল হারস্টল, "দিব্যি করে বলছি লুকিয়ে এমন কিছু আমি খাইনি যাতে বদহজম হয়। এতগুলো লোক ডিনার টেবিলে এসে জুটেছে কিন্তু সবাই চুপ, টুঁ শব্দটি নেই কারও মুখে। চোখের চাউনি দেখে মনে হচ্ছে সবাই যেন কোনও কারণে ভয় পেয়েছে তাই কথা বলার সাহস পাচ্ছে না!"

"তা ভয় পাবার আর দোষ কি," ভেঙ্গিয়ে ভেঙ্গিয়ে বিকৃত গলায় বললেন মিসেস স্পাইসার। "যা সব কাণ্ড ঘটছে এ বাড়িতে—একই ছাদের নিচে একটা নয়, দু'দুটো মিসেস স্ট্রেঞ্জ এসে জুটেছে। বড়টা ছোটটার দু'চোখের বিষ হলে কি হবে, এখন দিব্যি দু'টোতে পাশাপাশি খেতে বসেছে। জানি আমাদের বুড়ি মা যতদিন আছেন ততদিনই সব ঠিক থাকবে; কিন্তু উনি যখন থাকবেন না তখন কি দশা হবে তা ভাবতে ভরসা পাই না রে বাপু!•ওঁর নাতি নেভিল দু'দুটো বউকে একসঙ্গে জুটিয়ে এনে কাজটা কিন্তু ভাল করল না!"

"জানো তো," কে-র দিকে তাকিয়ে মেরি অ্যালডিন বলল, "তোমার বন্ধু মিঃ টেড ল্যাটিমারকে কাল রাতে এখানে ডিনার খেতে বলেছি।"

"তা ভাল," কে এমন ভাব দেখাল যেন টেড ল্যাটিমার সম্পর্কে তার কোনও আগ্রহ নেই।

"কার কথা বললে, ল্যাটিমার?" নেভিল বলল, "ওটা এখানেও এসে জুটেছে? তা ও উঠেছে কোথায়?

"মিঃ ল্যাটিমার ইস্টারহেড বে হোটেলে উঠেছেন," বলল মেরি অ্যালডিন।

"তাহলে তো আমরাও এর মাঝে ওখানে গিয়ে রাতের ডিনার খেয়ে আসতে পারি," নেভিল বলল, "এখানে পৌঁছনোর শেষ ফেরি ওদিক থেকে ক'টায় ছাড়ে?"

"রাত দেড়টায়," বলল মেরি। "দিনের বেলায় একদিন সবাইকে নিয়ে ইস্টারহেড বে-তে গিয়ে চান করলে বেশ হয়। ওখানকার জল এখনও বেশ গরম আছে, তারওপর বালু ছড়ানো সাগরবেলাটাও খাসা।"

"কাল সকালে ব্রেকফাস্ট খেয়ে পালখাটানো নৌকায় চেপে বেড়াতে যাব ভাবছিলাম," চাপা গলায় টমাস বয়েড অড্রেকে বলল, "তুমি সঙ্গে যাবে?

"বেশ, যাব।" সহজভাবে বলল অড্রে।

"তাহলে শুধু ওরা দু'জন কেন?" নেভিল গায়ে পড়ে বলল, "আমরা সবাই পালখাটানো নৌকোয় চেপে বেড়াতে যাব।"

'সে কি!" কে বলল, "তুমি না আগামিকাল সকালে গল্‌ফ খেলতে যাবে বলছিলে?"

"আগে তাই ঠিক করেছিলাম," নেভিল বলল, "কিন্তু আমার কাঠের গোলা কম পড়েছে তাই কাল সকালে গল্‌ফ খেলতে যাওয়া আর হবে না।"

"আহা! সত্যি দুঃখের ব্যাপার।"

"গল্‌ফ খেলাটাই দুঃখের," নেভিল বলল, " এ খেলার সঙ্গে অনেক বিয়োগান্ত ঘটনা জড়িয়ে থাকে।"

"তুমি গল্‌ফ খেলতে পারো?" কে-র দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল মেরি।

"ওকে দেখে একটু আধটু খেলার চেষ্টা করি।" ইশারায় নেভিলকে দেখিয়ে বলল কে, "তবে এখনও ঠিক শিখে উঠতে পারি নি।"

"একটু খাটলে কে খুব ভাল গল্‌ফ খেলতে শিখবে," নেভিল বলল, "ওর হাত খুব ভাল সুইং করে।"

"আর তুমি?" অড্রের দিকে তাকাল মেরি, "তুমি কিছু খেলো না?"

"খেলাধূলোর নেশা আমার তেমন নেই," শান্ত গলায় বলল অড্রে, "একসময় টেনিস খেলার ঝোঁক চেপেছিল; দিনকয়েক অভ্যেস করলাম, তারপরে আবার একসময় নিজেই ছেড়ে দিলাম।"

"অড্রে, তুমি এখনও পিয়ানো বাজাও?" জানতে চাইল নেভিল।

"এখন আর হয়ে ওঠে না।"

"কিন্তু আমার বেশ মনে আছে তোমার পিয়ানো বাজানোর হাত ছিল ভাল।"

"তুমি পিয়ানোর কি বোঝ!" রাগ রাগ গলায় স্বামীকে বলল কে।" "আমি তো বরাবর দেখেছি গান-বাজনা তুমি মোটেও পছন্দ করো না।"

"গান-বাজনা সম্পর্কে খুব ভাল জ্ঞান আমার নেই," নেভিল বলল, "সুরের তেমন সমঝদারও আমি নই। আসলে অড্রের হাত দুটো খুব ছোট কিনা, তাই পিয়ানো বাজাতে গিয়ে ও অক্টেভ কি ভাবে ছড়ায় তাই বুঝতে পারতাম না।"

"আমার কড়ে আঙ্গুল খুব বড়" হেসে অড্রে বলল, "আমার মনে হয় ওতেই কাজটা হয়ে যেত।"

"তার মানে তুমি বড্ড স্বার্থপর," অড্রের দিকে বড় বড় চোখে তাকিয়ে বলল কে, "যাদের হাতের কড়ে বড় তারা আর পাঁচজনের চেয়ে বেশি স্বার্থপর হয়। স্বার্থপর না হলে তোমার কড়ে আঙ্গুল নিশ্চয়ই ছোট হত।"

"এ কি সত্যি?" জানতে চাইল মেরি। "দু'হাত সামনে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "দ্যাখো, আমার দু'হাতেরই কড়ে আঙ্গুল দুটো খুব ছোট, তাহলে তোমার হিসেবে আমি নিশ্চয়ই নিঃস্বার্থপর!"

"একশোবার, মেরি!" একদৃষ্টে মেরির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বলল টমাস রয়েড, "আমার মতে তুমি খুবই নিঃস্বার্থপর।" টমাসের মুখে নিজের গুণের প্রশংসা শুনে মেরি লজ্জায় লাল হয়ে গেল। পরমুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে সে বলল, "আমাদের মধ্যে সবচেয়ে নিঃস্বার্থপর কে তাই বরং দেখা যাক। সবাই যার যার দু'হাত বাড়িয়ে দিন। কে, তোমার চেয়ে আমার দু'হাতেরই কড়ে আঙ্গুল ছোট কিন্তু টমাসের কড়ে আঙ্গুল দুটোই আমার দুটোর চেয়েও ছোট।"

"আমি তোমাদের দু'জনকে মেরে দিয়েছি," বলতে বলতে নেভিল তার এক হাত এগিয়ে দিল। "এক হাতের" কে বলল, "আমি জানি তোমার বাঁহাতের কড়ে আঙ্গুলটা ছোট কিন্তু ডান হাতের কড়ে আঙ্গুলটা বেশ বড়। জ্যোতিষ শাস্ত্র অনুযায়ী বাঁ হাতের যা কিছু আছে তা নিয়েই মানুষ জন্মায়, আর ডান হাতে যা কিছু সব তার কর্মফল। তার মানে দাঁড়াচ্ছে নেভিল, তুমি নিঃস্বার্থপর হয়েই জন্মেছিলে কিন্তু বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে স্বার্থপর হয়ে উঠেছো।"

"কে, তুমি কি হাতও দেখতে জানো?" বলতে বলতে মেরি নিজের বাঁহাত বাড়িয়ে দিল। ডানহাতের তর্জনি দিয়ে বাঁহাতের পাতা ইশারায় দেখিয়ে বলল, "একবার এক জ্যোতিষী আমার হাতের এই তিনটে ক্রস দেখে বলেছিলেন আমার দু'বার বিয়ে হবে আর তিনটে ছেলেমেয়ে হবে, তাই বিয়ের ব্যাপারে দেরি না করতে বলেছিলেন।"

"উঁহু," গম্ভীর গলায় বলল কে, "এই ক্রসগুলো কিন্তু ছেলেমেয়ে নয়। এগুলো দিয়ে ভ্রমণের সম্ভাবনা বোঝায়। আমার মতে তোমার কম করে তিনবার সমুদ্র ভ্রমণ হবে।"

"কিন্তু তেমন সম্ভাবনা তো নেই বললেই চলে," বলল মেরি অ্যালডিন।

"তোমার কি অনেক ভ্রমণ হয়েছে?" মেরিকে প্রশ্ন করল টমাস রয়েড।

"কই, আর হল!" আক্ষেপের সুরে জবাব দিল মেরি।

"ভ্রমণ করার সাধ আছে?"

"নিশ্চয়ই!"

মেরির জন্য মমতা অনুভব করল টমাস, তার মানে হল লেডি ট্রেসিলিয়ানের দেখাশোনা করতে গিয়েই মেরি তার জীবন যৌবন খোয়াল।

"এখানে লেডি ট্রেসিলিয়ানের কাছে তুমি কতদিন আছো?" জানতে চাইল টমাস।

"তা দেখতে দেখতে বছর পনেরো তো হল।" জবাব দিল মেরি। "আমার বাবা মারা যাবার পরেই আমি এখানে চলে আসতে বাধ্য হয়েছিলাম। মারা যাবার আগে কয়েকটা বছর আমার বাবার কোনও কাজকর্ম করার ক্ষমতা ছিল না, ওঁর শরীরের দু'টো দিকই পড়ে গিয়েছিল। এখন আমার বয়স পুরো ছত্রিশ," অল্প হেসে বলল মেরি, "বলো, আসলে এটাই তো জানতে চাইছিলে, তাই না?"

"ভুল করছ," টমাস বলল, "তোমার বয়স জানার এতটুকু কৌতূহল আমার নেই।"

টমাসেব জবাব শোনার পরেও মেরি দেখল সে একদৃষ্টে গম্ভীর চোখে তার দিকে তাকিয়ে কি যেন দেখছে। একটা সম্ভাবনা আঁচ করতে পেরে মাথার অজস্র কালো চুলের মধ্যে রূপোলি তারের মত উঁকি দেয়া একটা পাকা চুল বাঁ হাতে আড়াল করে হাসল মেরি, বলল, "তাই বলে, এতক্ষণ এটাই খুঁটিয়ে দেখছিলে? অনেকদিন আগেই এটা হয়েছে, তখন বয়স আরও কম ছিল।"

"ওতে তোমায় বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে," সহজ গলায় বলল টমাস। "তাই এতক্ষণ হাঁ করে তাকিয়েছিলাম। এখন দেখছি ওভাবে অসভ্যের মত তোমার দিকে তাকিয়ে থাকা আমার উচিত হয় নি।

আসলে তুমি মানুষটা কিরকম, কি দিয়ে গড়া, কেমন তোমার ধাত, এসবই মনে মনে ভাবছিলাম; বলতে গিয়ে টমাস নিজেই লজ্জা পেল।

এইসব হালকা টুকরো কথার মধ্যে অতিথিদের রাতের ডিনার পর্ব শেষ হল। সবাই যখন টেবিল ছেড়ে উঠছে সেই সময় মেবি বলল, "একজন বয়স্ক ভদ্রলোক কাল রাতে এখানে ডিনার খেতে আসছেন, নাম মিঃ ট্রিভ্‌স।"

"উনি কে?" জানতে চাইল নেভিল, "কোথা থেকে আসছেন, পেশা কি?"

"যতদূর শুনেছি মিঃ ট্রিভ্‌স লণ্ডনের এক নামী সলিসিটর নয়ত ব্যারিস্টার," মেরি বলল। "এখন কিংস কাউন্সেলে আছেন ফুস লর্ডস, শুনলাম উনি তাঁর সুপারিশ নিয়ে এসেছেন। মিঃ ট্রিভ্‌সেব স্বাস্থ্য খুব খাবাপ। ওঁব হার্টের অবস্থা খুব ভাল নয়। দেখতেও খুব রোগা। কিন্তু আমি জানি ওঁর অনেক গুণ আছে, অনেক বিষয়ে আছে ওঁর জ্ঞান। মিঃ ট্রিভ্‌সের কথা শুনতে সবারই ভাল লাগবে। উনি উঠেছেন বালমোরাল কোর্টেব একতলায়।"

"মিঃ ট্রিভ্‌স একা নন," কে বলল, "থুত্থুড়ে বুড়ো হাবড়া মানুষ এখানে আরো অনেক আছেন।" কে-ব গলা শুনে বেশ বোঝা গেল মিঃ ট্রিভ্‌সের আসার খবর পেয়ে সে মোটেও খুশি হয় নি।

* * *

ডিনারের শেষ পাতে উৎকৃষ্ট পোর্ট ওয়াইন পরিবশেন করা হয়েছিল। মিঃ ট্রিভ্‌স তারিয়ে তারিয়ে সবটুকু খেলেন। দামী ক্রিস্টাল কাটগ্লাসের খালি পানপাত্র নামিয়ে রেখে খাবার ঘরের খুঁটিনাটি থেকে শুরু কবে অতিথিদের সবার মুখগুলো মোমের আলোয় যতদূর সম্ভব ভাল করে দেখলেন তিনি। হ্যাঁ, লেডি ট্রেসিলিয়ানের রুচির তারিফ করতে হয়, মনে মনে বললেন মিঃ ট্রিভ্‌স, চলাফেরার ক্ষমতা না থাকলেও সাবেকি রুচি অনুযায়ী অতিথি সৎকারে এতটুকু ত্রুটি তিনি রাখেন নি। পরমুহূর্তে নেভিল স্ট্রেঞ্জের পাশে বসা তাব রূপসী স্ত্রী কে-র দিকে তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হল; মোমের ক্ষিণ আলোয় মিঃ ট্রিভ্‌স স্পষ্ট দেখলেন কে-ব গা ঘেঁষে বসা সুবেশ যুবকটির চিকণ কোমল মাথাটা ঝুঁকে পড়েছে তার কোলে, নেভিলের অজান্তে কে আলতো হাত বোলাচ্ছে যুবকটির মাথায়।

বাঃ! নিজের মনে বলে উঠলেন মিঃ ট্রিভ্‌স, সাবেকি আমলের মোমের আলোয় ডিনারের আবছা আলো আধারে অতি আধুনিক দু'জন যুবক-যুবতী কেমন আশপাশেব কাউকে তোয়াক্কা না করে অবাধে একে অপবের গা ছোঁবার লুকোচুরি খেলা খেলে চলেছে। ভেতরে ভেতরে নেভিলের জন্য করুণা অনুভব করলেন মিঃ ট্রিভ্‌স—হতভাগার প্রথম পক্ষের বউ অড্রে বসেছে তাঁর গা ঘেঁষে, অড্রের চোখ, নাক, ভুরু, চিবুক যেন শিল্পীর তুলিতে আঁকা অথচ এমন অপরূপা সৌন্দর্যের প্রতিমাকে আজীবন আঁকড়ে রাখতে পারল না হতভাগা নেভিল! তবে একই সঙ্গে মিঃ ট্রিভ্‌স তাঁর এককালের অভিজ্ঞতায় দেখে এসেছেন অড্রের মত সুন্দরীবা কখনো কোনও পুরুষের কপালে বেশিদিন টেঁকে না। মাথা নামিয়ে একদৃষ্টে নিজের প্লেটের দিকে তাকিয়ে আছে অড্রে, কে জানে ঠিক এই মুহূর্তে কি দ্বন্দ্ব চলছে তার মনে। সাগরবেলায় ঢেউ-এর সঙ্গে আছড়ে পড়া খুদে ছোট ছোট ঝিনুকের মত তার কানের পাশ থেকে উঁকি দিয়েছে কালো চুলের গুছি, মিঃ ট্রিভ্‌স মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলেন সেই অপরূপা শোভার দিকে।

খানিক বাদে উঠে দাঁড়াল কে স্ট্রেঞ্জ, ড্রয়িংরুমে গিয়ে চালু করল সেকেলে গ্রামোফোন, তারপর একটা নাচেব বাজনার রেকর্ড চালিয়ে দিল।

"কিছু মনে করবেন না।" অল্প ঝুঁকে মিঃ ট্রিভ্‌সকে বলল মেরি অ্যালডিন, "জ্যাজ্‌ হয়ত আপনি পছন্দ করেন না....."

"খুবই পছন্দ করি," ভদ্রভাবে সত্যিকথাটা জানিয়ে দিলেন মিঃ ট্রিভ্‌স।

"পবে না হয একটু ব্রিজ খেলার ব্যবস্থা করা যাবে," বিনীত ভাবে বলল মেরি, "কিন্তু আম বলতে এলাম লেডি ট্রেসিলিয়ান আপনার সঙ্গে একটু আলাপ করতে চান।"

"সে তো আনন্দের কথা।" বললেন মিঃ ট্রিভ্‌স। "তা উনি কি এখানে আসবেন?"

"আজ্ঞে না," মেরি বলল, "আগে উনি ইনভ্যালিড চেয়ারে বসে নেমে আসতেন, ওঁর ওঠানামা সুবিধের জন্য এ বাড়িতে লিফ্‌ট বসানো হয়েছিল। কিন্তু এখন বয়স যথেষ্ট বেড়ে যাবার ফলে উনি আর নিজের শোবার ঘর থেকে বেরোতেই চান না, যখন যার সঙ্গে কথা বলতে চান মহারাণীর মত তাঁকে নিজের কামরায় তলব করেন।"

"বেশ তো, মিস অ্যালডিন।" মিঃ ট্রিভ্‌স খুশি খুশি গলায় বললেন। "আমি একটু বাদেই মহারাণীকে সেলাম দিতে যাচ্ছি....."

এদিকে ড্রইংরুমে রেকর্ডের বাজনার সঙ্গে হালকা তালে পা ফেলে নাচতে শুরু করেছে কে। মিঃ ট্রিভ্‌স লক্ষ্য করলেন কে-র দু'চোখের মণি মোমের আলোয় ঝকঝক করছে, উদগ্র কামনার ছোঁয়ায় ফাঁক হয়েছে দু'ঠোঁট।

"টেবিলটা সরিয়ে দাও। নেভিল।" ড্রয়িংরুমের মাঝখানে বসানো ছোট টেবিলটা ইশারায় নেভিলকে দেখাল কে। পোষা কুকুরের মত নেভিল সঙ্গে সঙ্গে কে-র হুকুম তামিল করল। তারপরে তার সঙ্গে নাচার আশায় এগিয়ে এল, কিন্তু তাকে উপেক্ষা করে টেড ল্যাটিমারের দিকে এগিয়ে এল কে, ধারালে গলায় টেডকে বলল, "এসো টেড, একটু নাচা যাক।"

টেড নাচার জন্য মুখিয়েই ছিল। কে-র আহ্বান পাবার সঙ্গে সঙ্গে সে এগিয়ে এলো, বাঁ হাতে তার কোমর জড়িয়ে ধরে কে-কে গভীরভাবে টেনে নিল বুকে, টেডকেও একই ভাবে জড়িয়ে ধরল কে। দুলে, সামনে ঝুঁকে দু'পাশে বেঁকে দিব্যি নাচতে লাগল দু'জনে। সত্যি সত্যি তাকিয়ে দেখার মত সে নাচ। অতিথিরা সবাই মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলেন তাদের দিকে।

"নাচবে অড্রে?" কে-র কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়ে নেভিল এসে দাঁড়াল অড্রের কাছে। বড্ড ঠাণ্ডা শোনাল তার গলা। একবার ইতস্ততঃ করে এগিয়ে এল সে। কে-কে অগ্রাহ্য করে নেভিলের সঙ্গে নাচতে লাগল অড্রে। ঘরের কোণে দাঁড়িয়ে টমাস রয়েড যে একদৃষ্টে অড্রের দিকে তাকিয়ে আছে তা লক্ষ্য করল মেরি অ্যালডিন। নিজের অজান্তেই টেড ল্যাটিমার আর কে-কে লক্ষ্য করে কিছু বিরক্তিসূচক চাপা মন্তব্য করে বসল সে। মিঃ ট্রিভ্‌স ঘাড় ফেরাতে মেবি বুঝল গলা নামিয়ে বললেও কথাগুলো ঠিকই শুনতে পেয়েছেন তিনি।

"কি হল?" মেরির দিকে চোখ তুলে তাকালেন মিঃ ট্রিভ্‌স, "নিজের মনে কি বিড়বিড় করছেন?"

"এই অসহ্য গরমে আর টিকতে পারছি না সে কথা বলছি," হুঁশিয়ার হয়ে বলল মেরি, "সেপ্টেম্বর মাস পড়ে গেল, অথচ....."

"ঠিকই বলেছেন মিস অ্যালডিন।" সায় দিয়ে বললেন মিঃ ট্রিভ্‌স। "আমি যে হোটেলে উঠেছি সেখানেও সবাই বলাবলি করছিল এক্ষুণি একটা বৃষ্টি না হলে আর চলবে না।"

"আর পারছি না, নেভিল," ভূতপূর্ব স্বামীর দু'হাতের শক্ত বাঁধন থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল অড্রে, হাঁফ ছেড়ে হাসিমুখে বলল, "এই ভ্যাপসা গরমে আর নাচতে পারছি ন।" বলে নেভিলের প্রতিক্রিয়ার জন্য অড্রে আর দাঁড়াল না, ধীরে ধীরে পা ফেলে ড্রয়িংরুমেব ওপাশে টানা লম্বা আঙ্গিনার দিকে এগিয়ে গেল।

"আরে হাঁদারাম, দাঁড়িয়ে না থেকে তুমিও ওর পিছনে পিছনে যাও, ওকে ধরে ঝুলে পড়ো!" বিড়বিড় করে কথাগুলো বলল মেরি, কিন্তু এবারেও মিঃ ট্রিভ্‌স শুনতে পেয়ে বড় বড় চোখ মেলে তার দিকে তাকালেন। তাঁর চোখে চোখ রেখে হেসে মেরি বলল, "কিছু মনে করবেন না, ওর ঢিলেমি দেখলে রাগে আমার গা জ্বলে যায়। শরীর নিয়ে যেন নড়তেই পারে না।"

"কে, মিঃ স্ট্রেঞ্জ?"

"আজ্ঞে না, নেভিল নয়।" হাসল মেরি, "আমি টমাস, ইয়ে মিঃ টমাস রয়েডের কথা বলছি।"

অড্রেকে বেরিয়ে যেতে দেখে এতক্ষণে তার পেছন পেছন যাবার জন্য এগোল টমাস, কিন্তু তার আগেই বড় বড় পা ফেলে নেভিল পৌঁছে গেছে অড্রের কাছে।

"মিস অ্যালডিন," মেরির দিকে তাকিয়ে গলা নামিয়ে বললেন মিঃ ট্রিভ্‌স, "কি যেন নাম ঐ ছোকারা—ইয়ে কম বয়সী ভদ্রলোকের? মিঃ ল্যাটিমার, তাই তো?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ," হাসিমুখে বলল মেরি, "এডওয়ার্ড ল্যাটিমার।"

"হুঁ-উ-ম্, এডওয়ার্ড, তার মানে টেড ল্যাটিমার!" আবার জানতে চাইলেন মিঃ ট্রিভ্‌স, "তা উনি কি মিসেস কে স্ট্রেঞ্জের পুরনো বন্ধু? দেখে তো তাই মনে হল!"

"আজ্ঞে আপনি ঠিকই ধরেছেন।"

"বেশ! তা সুখী রাজপুত্রের মত দেখতে এই মিঃ ল্যাটিমার কাজকর্ম কি করেন জানেন?"

"আজ্ঞে না, এ ব্যাপারে আমার কিছু জানা নেই।" মেরি বলল, "এটুকু শুনেছি যে উনি ইস্টারহেড বে হোটেলে উঠেছেন।"

"বাঃ সে তো ছুটি কাটানোর পক্ষে খাসা জায়গা।" আপনমনে বললেন মিঃ ট্রিভ্‌স। "এই মিঃ টেড ল্যাটিমাবের মাথার গড়ন ভারি অদ্ভুত! আর চুলে এমন বাহারী ছাঁট দিয়েছেন যার ফলে চাঁদি আর ঘাড়ের মাঝখানে একটা কোণ তৈরি হয়েছে।" একটু চুপ করে থেকে তিনি বললেন, "বেশ মনে আছে হুবহু এইরকম মাথার গড়নের এক ছোকরাকে আদালতে আসামীর কাঠগড়ায় দেখেছিলাম কয়েক বছর আগে। লণ্ডনের এক জুয়েলারীর দোকানের কর্মচারীকে প্রচণ্ড মারধর করে দোকানের দামী মালপত্র লুঠ করার অভিযোগে তার দশ বছর সশ্রম কারদণ্ড হয়েছিল। মিঃ ল্যাটিমারকে দেখে লোকটার কথা মনে পড়ে গেল।"

"তার মানে," ভেতরে ভেতরে দারুণ উত্তেজিত হয়ে বলল মেরি, "আপনি কি বলতে চান—"

"না না, বাধা দিয়ে বললেন মিঃ ট্রিভ্‌স," আপনি আমার কথাটা ঠিক ধরতে পারেন নি। আপনাদের সম্মানিত অতিথিদের কাউকে অসম্মান করার এতটুকু ইচ্ছে আমার নেই। আমি এটাই বলতে চাই যে এমন অনেক নিষ্ঠুর অপরাধী আছে যাদের মুখ দেখে কিছু বোঝা যায় না। অপরাধী মানসিকতার কোনও ছাপ তাদের চোখেমুখে পড়ে না। অদ্ভুত হলেও ব্যাপারটা সত্যি।"

"আপনি সবকিছু খুঁটিয়ে দেখেন, মিঃ ট্রিভ্‌স," মেরি বলল, "কিছুই আপনার নজর এড়ায় না। এসব দেখে তো আপনাকে আমার ভয় লাগছে।"

"আপনার মত বুদ্ধিমতী যুবতীর মুখে একথা মানায় না মিস অ্যালডিন," মিঃ ট্রিভ্‌স বললেন। "আমার নজর বরাবর একইরকম তাতে করাও ভাল বা মন্দ যাই হোক না কেন।"

"মন্দ হবার কথা বলছেন কেন?"

"কখনও কখনও কাঁধে দায়িত্ব চাপে," মিঃ ট্রিভ্‌স বললেন, "তখন সত্যিই কি করা কর্তব্য তা স্থির কবা মুশকিল হয়ে পড়ে। আর্দালি হারস্টল গরম কফির ট্রে নিয়ে এসে হাজির হল, মেরি আর মিঃ ট্রিভ্‌সের সামনে গরম কফির কাপ রেখে সে ট্রে নিয়ে চলে গেল টমাস রয়েডের কামরার দিকে। তারপরে মেরির নির্দেশে হারস্টল কফির ট্রেটা একটা ছোট টেবিলে নামিয়ে রেখে চলে গেল। অড্রে আর নেভিলের জন্য দুটো কাপ দু'হাতে নিয়ে মেরি ড্রয়িংরুমের বড় জানালার সামনে এসে দাঁড়াল, মিঃ ট্রিভ্‌স এসে দাঁড়ালেন তাঁর পাশে।

"অড্রে, তুমি—" কি যেন বলতে গিয়ে নেভিল এগিয়ে এল। ঠিক তখনই লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল অড্রে, বাঁ কানে হাত ছুঁইয়ে বলল, "এ কি! আমার বাঁ কানটা খালি কেন? কানের দুলটা পড়ল কোথায়?"

"কোথায় পড়েছে?" বলে উঠল নেভিল, একইসঙ্গে দু'জনে হেঁটে পায়ের নিচের মাটি হাতড়াতে লাগল, আর ঠিক তখনই নেভিলের গায়ে অড্রের গা ঘষ্‌টে গেল। খানিক তফাতে ড্রয়িংরুমে জানালার আড়ালে দাঁড়িয়ে মেরি অ্যালডিন স্পষ্ট দেখল সঙ্গে সঙ্গে ছিটকে একপাশে সরে গেল অড্রে. আর নেভিল চেঁচিয়ে উঠল; "এক সেকেণ্ড—আমার আস্তিনের বোতামটা তোমার চুলে জড়িয়ে গেছে অড্রে, নড়চড়া না করে একটু চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকো।" অড্রে পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল আর সেই ফাঁকে নেভিল তার চুলে জড়িয়ে যাওয়া আস্তিনের বোতামটা ছাড়িয়ে নিতে লাগল।

"ওঃ নেভিল, তুমি একটা কি বলো তো? আমার চুলগুলো যে সব গোড়াশুদ্ধ উপড়ে নিচ্ছ! আরেকটু ধীরে সুস্থে বোতামটা ছাড়িয়ে নেয়া যায় না?" অড্রের কাঁদো কাঁদো গলা স্পষ্ট শুনতে পেল মেরি, হয়ত

শুনতে পেলেন মিঃ ট্রিভ্‌সও। চাঁদের আলোয় মেরি আর মিঃ ট্রিভ্‌স দু'জনেরই চোখে পড়ল অড্রের চুলের গুছি থেকে হাতের আস্তিনের বোতামটা খুলতে গিয়ে নেভিলের দু'হাত থরথর করে কাঁপছে।

"দেখি, আমায় একটু যেতে দাও!" বলে মেরি অ্যালডিনের পাশ কাটিয়ে টমাস রযেড ড্রয়িংরুম থেকে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল অড্রে আর নেভিলের মাঝখানে।

"বোতামটা অড্রের চুল থেকে আমি খুলে দেব, মিঃ স্ট্রেঞ্জ?" নেভিলের মুখের দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল টমাস রয়েড। শুনেই সোজা টানটান হয়ে দাঁড়াল নেভিল, অড্রেও কয়েক পা পিছিয়ে গেল।

"থাক্ ওটা খোলা হয়ে গেছে।" টমাসকে বলল নেভিল; চাঁদের আলোয় মেরি স্পষ্ট দেখল নেভিলেব মুখখানা মড়ার মুখের মত ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে।

"আরে তুমি তো দেখি ঠকঠক করে কাঁপছ!" অড্রের দিকে তাকিয়ে বলল টমাস। "এসো, ভেতরে এসে একটু কফি খাও।" প্রতিবাদ না করে টমাসের পেছন পেছন অড্রে চলে এল ড্রয়িং রুমে, নেভিল মুখ ঘুরিয়ে তাকিয়ে রইল দূরের সমুদ্রের দিকে।

"আমি তোমার জন্য কফি নিয়ে যাচ্ছিলাম," অড্রের দিকে তাকিয়ে বলল মেরি। "তবে তুমি যখন এসে গেছো তখন এখানে বসেই বরং খাও।"

"হ্যাঁ", "অড্রে বলল," সেকথা ভেবেই ফিরে এলাম। সবাই ড্রয়িংরুমে একসঙ্গে বসে গবম কফির পেয়ালায় চুমুক দিল, টেড ল্যাটিমার আর কে-র নাচ তার আগেই শেষ হয়ে গেছে।

কালো ঢোলা পোষাক পরা একটি কাজের মেয়ে ভেতরে এসে দাঁড়াল। অল্প মাথা ঝুঁকিয়ে মিঃ ট্রিভ্‌সকে বলল, "আমাদের মা ঠাককণ ওপরে অপেক্ষা করছেন।"

"আপনি এসে আমায় বাঁচালেন, মিঃ ট্রিভ্‌স," ঘন্টাখানেক গল্পগুজব করার পবে মিঃ ট্রিভ্‌সকে বললেন লেডি ট্রেসিলিয়ান। "আপনার মুখে হাল আমলের এই সব কেচ্ছা কেলেংকাবির ঘটনাগুলে শুনে আমার একঘেঁয়েমি অনেকখানি কেটে গেছে। আমি এখন সত্যিই হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছি। সত্যি বলতে কি, কেচ্ছা কেলেংকারির মধ্যে যে আনন্দ ছড়িয়ে আছে হাজার বই পড়লেও সে আনন্দের হদিশ আপনি পাবেন না। এটা আমার নিজের ধারণা। সুস্থ জীবন যাপনের জন্য যেমন মাঝে মাঝে এক আধটু বজ্জাতি, এব পেছনে নির্দোষভাবে লাগা, একে তাকে একটু চিমটি কাটা, এগুলো যেমন অপরিহার্য তেমনই আর কি! শবীর মন সুস্থ রাখতে হালকা বিষও কার্যকর ভূমিকা নেয়, ম্যাডাম।"

"যাক, এবারে একটু নিজের কথা বলি।" লেডি ট্রেসিলিয়ান বললেন, "আপনার চোখে তো কোনকিছুই এড়ায় না মিঃ ট্রিভ্‌স, তা আমার বাড়িতে যে প্রেমেব চিরন্তন এক ত্রিকোণ গড়ে উঠেছে তা নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন?"

"ইয়ে কোণ ত্রিকোণের কথা বলছেন ম্যাডাম?"

"ন্যাকা সাজবেন না, মিঃ ট্রিভ্‌স," হাসিমাখা গলায় বললেন লেডি ট্রেসিলিযান। "আমি নেভিল আর ওব দুই বউ-এর কথা বলছি।"

"ও তাই বলুন!" কয়েক মুহূর্ত শূন্যে তাকিয়ে থেকে মিঃ ট্রিভ্‌স বললেন, "এখনকাব বউটিকে তো দেখতে বেশ সুন্দর, ভাল নাচতে পারে। স্বাস্থ্য ভাল, চেহারাতেও যথেষ্ট চটক আছে।"

"সে তো আগের বউ—মানে অড্রেরও আছে মিঃ ট্রিভ্‌স।"

"হ্যাঁ," মিঃ ট্রিভ্‌স চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "ওকে নিঃসন্দেহে মোহিনী বলা যায়।"

"আপনি তো নিজের জীবনে অনেক প্রেম, বিয়ে, ছাড়াছাড়ি দেখেছেন, মিঃ ট্রিভ্‌স" লেডি ট্রেসিলিয়ান বললেন, "নিজেমুখে যাকে মোহিনী বললেন সেই অড্রের মত মেয়েকে ছেড়ে কে-র মত একটা সস্তাদরের মেয়ের কাছে নিজেকে কেউ বিলিয়ে দিতে পারে বলে মনে করেন? একি সম্ভব?"

"আপনি মিছেই ভেতরে ভেতরে উত্তেজিত হচ্ছেন, ম্যাডাম।" শান্ত স্বাভাবিক গলায় বললেন মিঃ ট্রিভ্‌স "এমন তো কতই ঘটছে।"

"যত সহজে বলছেন তত সহজে আমি আপনার কথা মেনে নিতে পারছি না মিঃ ট্রিভ্‌স," লেডি ট্রেসিলিয়ন বললেন। "আমার একেক সময় মনে হয় নেভিলের জায়গায় আমি থাকলে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই কে-র ওপর বিরক্তি ধরে যেত, তার চেয়ে বড় কথা, নেভিলের মত এমন ভুল আমি মোটেও করতাম না।"

"রূপের মোহে পড়ে বিভ্রান্ত হয়ে উল্টোপাল্টা কিছু করে বসার ঘটনাও চিরকালই ঘটে আসছে আমাদের সমাজে।" যেন তিনি নিজে সব মোহ আর মায়ার জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে এসেছেন, এমন ভাবে বললেন মিঃ ট্রিভ্‌স। "তবে সুখের কথা এই যে এসব মোহ খুব বেশিদিন টেঁকে না।" "তারপরে অর্থাৎ মোহমুক্তি ঘটলে কি হয়?" জানতে চাইলেন লেডি ট্রেসিলিয়ান।

"সচরাচর যা ঘটতে দেখা যায় তা হল দু'পক্ষই অর্থাৎ স্বামী ও স্ত্রী নিজেদের মধ্যে কোনও বোঝাপড়া করে পরিস্থিতি সামাল দেয়। আবার কখনও কখনও দ্বিতীয় ডিভোর্সের ঘটনাও ঘটে। তখন পুরুষটি তৃতীয় এমন কাউকে বিয়ে করে যে যথেষ্ট সহানুভূতিসম্পন্ন।"

"না! না! আপনার মক্কেলরা যা খুশি করে করুক, নেভিল আবার ডিভোর্স করবে তা কখনোই হতে পারে না, আমি তা কখনোই হতে দেব না।"

"আবার এমন ঘটনাও ঘটে যখন দ্বিতীয় ডিভোর্স করে স্বামী তার আগের বউকে আবার বিয়ে করল। এমন ঘটনাও বিরল নয় জানবেন।"

"তাই বা হবে কি করে!" আপত্তির ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন লেডি ট্রেলিসিয়ান, অড্রের রূপ গুণ কোনটারই অভাব নেই ঠিকই, কিন্তু ওর বড্ড বেশী দেমাক, নেভিলের সঙ্গে নতুন করে ঘর বাঁধতে ও কিছুতেই রাজি হবে বলে আমার মনে হয় না?"

"নিজের অভিজ্ঞতায় এটাই দেখেছি যে প্রেম ভালবাসার ক্ষেত্রে মেয়েরা হয় খুব দেমাক দেখায় নয়ত সব দেমাক স্বেচ্ছায় বিসর্জন দেয়। মুখে দেমাকের কথা যতই বলুক কাজের বেলায় তারা তা কখনোই দেখায় না।"

"অড্রের ধাত আপনার জানা নেই মিঃ ট্রিভ্‌স," লেডি ট্রেসিলিয়ান বললেন, "নেভিলকে ও পাগলের মত ভালবাসত। কে-কে পাবার জন্য নেভিল ওকে ডিভোর্স করার পরে অড্রে আর কখনও ওর মুখ দর্শন করতে চায়নি তবে এই ঘটনার জন্য একা নেভিলকে আমি দায়ী করি না। নেভিল যখন যেখানে যেত এই কে মেয়েটা নিজে সেখানে গিয়ে হাজির হত, গায়েপড়া হয়ে মেলামেশা করত ওর সঙ্গে। আর এইসব সম্ভাদরের রূপসীদের ফাঁদে নেভিলের মত রমনী প্রিয় ছেলেরা কেমন সহজে ধরা দেয় তা তো আপনার অজানা নয় মিঃ ট্রিভ্‌স।"

"মানছি আপনার কথা, ম্যাডাম," অল্প কেশে বললেন মিঃ ট্রিভ্‌স। " কিন্তু দেখুন, এত কাণ্ডের পরেও আপনার অড্রে তার সব দেমাক বিলিয়ে আবার এসে হাজির হয়েছে। নেভিলের সঙ্গে সহজভাবে মেলামেশা করছে, খানিক আগে নেভিলের সঙ্গে আমি নিজে চোখে ওকে দু'পাক নাচতেও দেখেছি।"

"এরা তো এখনকার মানে হালের জমানার সব মেয়ে," লেডি ট্রেসিলিয়ান বললেন। "এদের ব্যাপার স্যাপার সব আমার জানা আছে এমন দাবি কখনোই করবো না। আমি বলব ভেতরে ক্ষতবিক্ষত হলেও এসব নিয়ে ও মোটেও মাথা ঘামায় না। ডিভোর্সের পরেও নেভিলের সঙ্গে সহজভাবে মেলামেশা করতে, একটু আধটু নাচতে ওর কিছু যায় আসে না এটা বোঝাতেই এসব করছে অড্রে; আপনি যাই বলুন না কেন মিঃ ট্রিভ্‌স, আমার মতে এটাও এক ধরনের দেমাক।"

"আপনার দৃষ্টিভঙ্গি মেনে নিলে তা হওয়া খুবই স্বাভাবিক বইকি," নিজের গালে আলতো টোকা দিলেন মিঃ ট্রিভ্‌স। "ওভাবে দেমাক দেখানো অড্রের পক্ষে খুবই সম্ভব।"

"আপনি তাহলে বলতে চাইছেন অড্রে এখনও মনে প্রাণে নেভিলকে ভালবাসে। নেভিলকে ও এখনও পেতে চায়? ওঃ কি ভয়ানক যাচ্ছেতাই ব্যাপার। এযে ভাবাও যায় না!"

"খুবই স্বাভাবিক," সংক্ষেপে বললেন মিঃ ট্রিভ্‌স।

"কিন্তু আমি তা কখনও হতে দেব না" জেদী একগুঁয়ে গলায় বললেন লেডি ট্রেসিলিয়ান। "আমার বাড়িতে এসব আমি কখনই হতে দেব না।"

"আপনার মানসিক শান্তির প্রচণ্ড ব্যাঘাত ঘটেছে, তাই না, ম্যাডাম?" তীক্ষ্ণ চোখে তাঁর দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে বললেন মিঃ ট্রিভ্‌স। "এ বাড়িতে এখন যা পবিবেশ তৈরি হয়েছে তাতে ভেতরে ভেতরে চাপা উত্তেজনা বেড়ে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক।"

"আপনি নিজেও তা আঁচ করতে পেরেছেন?" তীক্ষ্ণ গলায় বললেন লেডি ট্রেসিলিয়ান।

"আজ্ঞে হ্যাঁ, ম্যাডাম।" মিঃ ট্রিভ্‌স ঘাড় নেড়ে বললেন। "নিঃসঙ্কোচে বলব পেয়েছি, আর তার ফলে আমার নিজেরই কেমন ধাঁধা লাগছে, তা স্বীকার করতে আমার এতটুকু লজ্জা নেই। পুরুষ আর নারী, দু'পক্ষেরই আসল মনোভাব এখনও বোঝা যাচ্ছে না, তা রয়ে গেছে ধোঁয়ার আড়ালে। তাহলেও আমার মতে আপনি বারুদের বস্তার ওপর বসে আছেন যে কোন মহূর্তে যার বিস্ফোরণ ঘটতে পারে।"

"ওভাবে কথা বলে আমায় আর ধোঁয়াসার মধ্যে রাখবেন না, দোহাই আপনার," বললেন লেডি ট্রেসিলিয়ান। "ভয় না বাড়িয়ে এই মুহূর্তে আমার কি কবা উচিত কিভাবে চলা উচিত যদি পারেন দয়া করে তাই বলুন।"

"সত্যি বলতে কি ম্যাডাম।" অসহায় ভঙ্গিতে দু'হাত তুলে মিঃ ট্রিভ্‌স বললেন, "আপনাকে কোন পথে এগোতে বলব তা আমি নিজেও ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। কেন্দ্র বিন্দু একটা আছে ঠিকই যেটা সরিয়ে দিতে পারলে—কিন্তু সে পথ জুড়েই তো যত দুর্বোধ্যতা আব ধোঁয়াশা ছড়িযে আছে, এগোব কিভাবে তাই তো বুঝে উঠতে পারছি না।"

"অড্রেকে এখান থেকে চলে যেতে বলা আমার পক্ষে কোনমতেই সম্ভব নয়," লেডি ট্রেসিলিয়ান বললেন, "আমি লক্ষ্য করেছি যে কোনও সঙ্কটজনক পরিস্থিতিকে ও অদ্ভুতভাবে সামাল দিতে পাবে নিজেকে। ও যথেষ্ট বিনীত, শিষ্টাচারের এতটুকু অভাব ওর মধ্যে নেই। না, অড্রে সম্পূর্ণ নির্দোষ, শাসন করার মত কোনও ত্রুটি ওর মধ্যে নেই।"

"সে তো ঠিকই, একশোবাব," সায় দিলেন মিঃ ট্রিভ্‌স, "কিন্তু এর ফলে একটা প্রতিক্রিয়া যে মিঃ নেভিল স্ট্রেঞ্জ-এর মধ্যে ঘটছে তা আশাকরি মানবেন।"

"নেভিলের আচার-আচরণ আমার মোটেও পছন্দ হচ্ছে না," বললেন লেডি ট্রেসিলিযান। "ভাবছি ওকে আলাদাভাবে ডেকে একটু ধমকে দেব। মুশকিল হয়েছে আমাব পরলোকগত স্বামী, মানে আপনাদের বন্ধু ম্যাথিউ ওকে একরকম নিজের ছেলের মত পুষ্যি নিয়েছিলেন, নয় তো আমি নেভিলকে আজই এ বাড়ি থেকে ঘাড়ে ধাক্কা দিয়ে বের করে দিতে পারতাম!"

"আমি সবই জানি ম্যাডাম," মিঃ ট্রিভ্‌স বললেন, "নতুন কবে আমাব আব কিছু জানাব নেই।"

"ম্যাথিউ যে এখানে এই সমুদ্রেই চান করতে গিয়ে ডুবে গিযেছিলেন তা আপনি জানেন?"

"জানি, ম্যাডাম।"

"ও চলে যাবার পরে অনেকে আমায় এই বাড়ি বেচে দিয়ে এখান থেকে চলে যাবাব বুদ্ধি দিয়েছে, কিন্তু আমি তাদের কথায় কান দিই নি। কেনই বা দেব, আপনি বলুন! ম্যাথিউ মারা যাবার পরে আজ পর্যন্ত প্রতিটি মুহূর্ত আমি অনুভব করি সে এখানে আমার কাছাকাছি আছে। গোড়ায় প্রায়ই নিজের মৃত্যুকামনা করতাম, বিশেষ করে আমার স্বাস্থ্য ভেঙ্গে যাবার পরেই মনে হত এবার হয়ত আমার পালা, শীগগিরই হয়ত আমাকেও চলে যেতে হবে ম্যাথিউর কাছে। কিন্তু এখন দেখছি আমার মরণ অত সহজে আসবে না, নিয়তি আমায় না মেরে এভাবে আধমরা করে দিনের পর দিন বাঁচিয়ে রাখবেন। আমি যক্ষের মত এই সম্পত্তি আগলে থাকব আর যন্ত্রণায় কঁকিয়ে যাব, মৃত্যুকে ডাকব, কিন্তু সে আসবে না! বেশ বুঝতে পারি মিঃ ট্রিভ্‌স, যত দিন যাচ্ছে আমি ততই অসহায় হয়ে পড়ছি, সবাই এখন আমায় করুণার চোখে দেখে!" বলতে বলতে চাপা কান্নায় তাঁর গলা ধরে গেল।

"কিন্তু আপনি যাদের নিয়ে আছেন আপনার সেই কাজের লোকেরা তো যথেষ্ট বিশ্বস্ত ম্যাডাম," মিঃ ট্রিভ্‌স বললেন। "ওদের ওপর যথেষ্ট ভরসা করা চলে।" "তা ঠিক বলেছেন, মিঃ ট্রিভ্‌স," সায় দিলেন লেডি ট্রেসিলিয়ান। "আমার সবচেয়ে বড় ভরসা হল মেরি, মেবি অ্যালডিন, আশাকরি ওর সঙ্গে আপনার আলাপ হয়েছে।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, হয়েছে ম্যাডাম," মিঃ ট্রিভ্‌স বললেন। "আজকের ডিনার পার্টিটা তো উনি একাই দিব্যি চালিয়ে নিলেন, আপনার অভাব আমরা একবারের জন্যও অনুভব করি নি, তা মেরি কি আপনার আত্মীয়?"

"দূর সম্পর্কের জ্ঞাতি," লেডি ট্রেসিলিয়ান বললেন," বাবা মারা যাবার পর থেকে বেচারী আমার এখানেই দিন কাটাচ্ছে, আমার দেখাশোনা করতে করতেই ওর জীবনের অর্ধেক কেটে গেল। আমি ওকে নিজের মেয়ের মত করে গড়ে তুলেছি। প্রচুর পড়াশোনা করেছে মেরি, এমন কোনও বিষয় নেই যা নিয়ে আপনি ওর সঙ্গে আলোচনা করতে পারবেন না। সত্যিকথা বলতে কি আমি তো সকাল থেকে রাত যতক্ষণ শুতে না যাই ততক্ষণ শুয়ে বসেই কাটাই, আমার ঘরবাড়ি দেখাশোনা, সব এক হাতে মেরিকেই সামলাতে হয়। বাড়ির কাজের লোকেদের সামলানো, বাজার-হাট, কেনাকাটা, কি রান্না হবে তার তদারক করা, কাজের লোকেদের ওপর নজর রাখা, ওদের মাইনেপত্তর দেয়া, বছরে একবার ওদের জামাকাপড় দেয়া, ব্যাংকের টাকাকড়ির সুদের হিসেব রাখা, সব করে ঐ মেরি। এমন কি কাজের লোকেরা যখন ঝগড়াঝাঁটি করে মেরিকেই গিয়ে তা থামাতে হয়।"

"ওর তাহলে এখানে অনেক বছর কাটল, ম্যাডাম?"

"তা দেখতে দেখতে চোদ্দ পনেরো বছর তো বটেই," লেডি ট্রেসিলিয়াম বললেন, "এখন মাঝে মাঝে মনে হয় ওর ভবিষ্যতের কথা না ভেবে বেচারীকে সারাজীবন এখানে বেঁধে রাখছি স্বার্থপরের মত, এতে আমার নিশ্চয়ই মহাপাপ হচ্ছে। অথচ কি করব বলুন? মেরি এক মুহূর্তের জন্য না থাকলে আমি চোখে আঁধার দেখব। বলতে বলতে বালিশে মাথা রেখে শুয়ে পড়লেন লেডি ট্রেসিলিয়ান। কাঁপা গলায় বললেন, "মাপ করবেন মিঃ ট্রিভ্‌স। অনেকক্ষণ একটানা কথা বলে বড্ড ক্লান্ত লাগছে, এবারে আমি শোব। আপনি পুরনো আমলের গুণী লোক, আপনাকে পেয়ে ভারি ভাল লাগল। চলে যাবার আগে অনুগ্রহ করে আরেক দিন পায়ের ধূলো দেবেন। সেদিন আরও অনেকক্ষণ আপনার সঙ্গে বসে গল্প করব।"

"নিশ্চয়ই আসব," বলে উঠে দাঁড়ালেন মিঃ ট্রিভ্‌স। "আপনি এবারে বিশ্রাম নিন, বাতও তো অনেক হল।"

"দয়া করে যাবার আগে একটা কাজ করে দিন।" কাঁপা গলায় বললেন লেডি ট্রেসিলিয়ান। "খাটের ওপাশে দেখুন একটা ঘন্টার দড়ি ঝুলছে, ওটা একটু টেনে ঝাঁকিয়ে দিন।"

সাবেক কালের প্রথা অনুযায়ী একটা বড় ঝালর সমেত দড়ি ঘুলঘুলির ভেতর থেকে গলে এসে ঝুলছে খাটের পাশে, মিঃ ট্রিভ্‌স সেটা ধরে কয়েকবার জোরে ঝাঁকুনি দিলেন। ওপরে ঘন্টা বাজছে শুনতে পেলেন তিনি।

"আপনাকে যে মেয়েটি ডেকে নিয়ে এল," লেডি ট্রেসিলিয়ান বললেন, "ওর নাম ব্যারেট, আমার শোবার ঘরের ঠিক ওপরেই ওর ঘর। ঘন্টাটা ঠিক ওব খাটের ওপর ঝুলছে। তাই আওয়াজ হলেই ও শুনতে পায়, আর সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসে। গুড নাইট মিঃ ট্রিভ্‌স। আশাকরি শীগগিরই আবার দেখা হবে।"

লেডি ট্রেসিলিয়ানের শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে আসার পরে মিঃ ট্রিভ্‌স ঘন্টার আওয়াজ তিনি দ্বিতীয়বার শুনতে পেলেন। লিফটে না চেপে সিঁড়ি বেয়ে ধীরে ধীরে নীচে নেমে এলেন মিঃ ট্রিভ্‌স। দেখলেন একতলার ড্রয়িংরুমে অতিথিদের নিয়ে মেরি ব্রিজ খেলতে বসেছে। তাঁকে দেখে একহাত খেলতে বলল মেরি, কিন্তু রাত অনেক হয়ে গেছে বলে এড়িয়ে গেলেন মিঃ ট্রিভ্‌স। বিদায় নেবার আগে সৌজন্যের কথা ভেবে তিনি এদের সঙ্গে কিছুক্ষণ কাটাবেন ভেবে একটা সোফায় বসলেন। "আমি যে হোটেলে উঠেছি মেবি," মিঃ ট্রিভ্‌স বললেন, "সেটা একটু সেকেলে ধাঁচের। আমি নিজে মানুষটাও তো সেকেলে, তাই জায়গাটা

আমার বেশ পছন্দসই হয়েছে। রাত বারোটার পরে বোর্ডাররা কেউ বাইরে থাকে এটা ওখানকার কর্তৃপক্ষের পছন্দ নয়।"

"কি এমন রাত হয়েছে মশাই," নেভিল বলল, "সবে তো সাড়ে দশটা বেজেছে, বারোটা বাজতে এখনও ঢের দেরি। আর যদি রাত বারোটার পর আপনি ওখানে পৌঁছোন, তাহলে কি ওরা কাল সকাল পর্যন্ত আপনাকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখবে?"

"না, না, তা নয়," মিঃ ট্রিভ্‌স বললেন, "হোটেলের সদর দরজা সারা রাত সত্যিই তাল বন্ধ থাকে কিনা তা নিয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। ওরা ঠিক রাত ন'টায় ভেতর থেকে সদর দরজা এঁটে দেয়, তারপরে যার দরকার হয় সে বাইরে থেকে হাতল ঘুরিয়ে সদর দরজা খুলে ভেতরে ঢোকে।"

"আপনার এই বালমোরাল কোর্ট হোটেলটা ঠিক কেমন?" জানতে চাইল টেড ল্যাটিমাব, "বাইরে থেকে দেখতে তো আগেকার ভিক্টোরিয়ান আমলের জমিদার বাড়ি বলে মনে হয়।"

"ঠিকই বলেছেন," মিঃ ট্রিভ্‌স বললেন, "ভেতরে ঢুকলে মনে হয় ভিক্টোরিয়ান আমলেব কোনও প্রাসাদে হয়ত ভুল করে ঢুকে পড়েছি। তখনকার মতই, পেল্লায় সব খাট তারওপর তেমনই পুরু তুলোর গদি, নরম সূতির চাদর, নরম তুলোর বালিশ। বিছানায় শোবার সঙ্গে সঙ্গে আরামে দু'চোখ জড়িয়ে আসে ঘুমে। সব ক'টা কামরায় বড় বড় কাঠের ওয়ার্ডরোব, টয়লেটে বাথটব। খাওয়া-দাওয়াও তেমনই রাজসিক।"

"আপনি বলেছিলেন ওখানে ঢোকার পরে গোড়ায় আপনি বিরক্ত হয়েছিলেন," মেরি বলল। "তার কারণটা দয়া করে বলবেন?"

"বলছি," মিঃ ট্রিভ্‌স তাঁর বুকের বাঁ দিকটা ছুঁয়ে বললেন। "আমার হার্টের অবস্থা খারাপ, ডাক্তার আমায় সিঁড়ি ভাঙতে মানা করেছেন। লণ্ডনে বসে আমি তাই একতলায় দুটো কামরা আমার নামে বুক করে ওদের আগাম চিঠি পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু ওখানে পৌঁছে শুনি একতলায় দুটো কামরা অন্য লোক আগেই দখল করে বসেছে, ওরা তার বদলে ওপর তলায় দুটো ঘর আমায় দিল। আমি বারবার অসুবিধের কথা বললাম, এক তলায় যিনি আছেন তিনি নিজেও অসুস্থ লোক, এ মাসেই উনি স্কটল্যাণ্ড চলে যাবেন তাই একতলা ছেড়ে ওপরে ওঠা ওঁর পক্ষে সম্ভব নয়। ওপর তলার ঘর দুটোও খুবই ভাল মানতে হবে, তার ওপর মালপত্র ওপরতলায় নামানোর জন্য একটা অটোমেটিক লিফটও আছে। হোটেল কর্তৃপক্ষ ওপরে ওঠার জন্য ঐ লিফট ব্যবহারের অনুমতি আমায় দিলেন। আমি ভেবে দেখলাম সুবিধা যখন পাচ্ছি তখন একতলা পাইনি বলে এমন সুযোগটা না নেয়া বোকামি হবে, আমি তাই ওখানেই উঠলাম।"

"আপনার হোটেলের একতলার ঘর দু'খানা যিনি নিয়েছেন তিনি একজন মহিলা, তাই না মিঃ ট্রিভ্‌স," জানতে চাইল মেরি, "নাম যতদূর মনে পড়ছে মিসেস লুকান?"

"ঐ রকমই হবে হয়ত।" আনমনা ভাবে জবাব দিলেন মিঃ ট্রিভ্‌স।

"টেড," কে বলল, "তুমিও বালমোরাল কোর্টে উঠলে পারতে!"

"না কে।" টেড জবাব দিল, "ওটা ঠিক আমার পছন্দসই হবে না।"

"ঠিক বলেছেন, মিঃ ল্যাটিমার," টেডকে খোঁচা দেবার এমন একটা সুযোগ তিনি হাতছাড়া করতে চাইলেন না।

"পছন্দসই নয় তো বটেই, তাছাড়া আপনি নিজেও ঠিক ঐরকম এক সাবেকি মেজাজের হোটেলে থাকার উপযুক্ত নন।" খোঁচাটা হয়ত জায়গামতই লেগেছে, কারণ টেড ল্যাটিমার চটে গিয়ে বলে উঠল, "আপনি ঠিক কি বলতে চাইছেন তা কিন্তু বুঝতে পারলাম না।"

পরিস্থিতি সামাল দিতে আলোচনার প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে দিল মেরি। মিঃ ট্রিভ্‌স-এর দিকে তাকিয়ে বলল, "কেনটিশ টাউন ট্রাঙ্ক মামলায় পুলিশ একজনকে নাকি গ্রেপ্তার করেছে, কাগজে পড়ছিলাম—"

"এই নিয়ে পুলিশ দু'জনকে ধরল," নেভিল বলল। "আমার মনে হচ্ছে এবারে ওরা আসল লোকটাকেই ধরেছে।"

"আসল লোক হলেও পুলিশ ওকে বেশিদিন আটকে রাখতে পারবে বলে মনে হয় না," বললেন মিঃ ট্রিভ্‌স।

"যথেষ্ট সাক্ষ্যপ্রমাণের অভাব?" বলল টমাস রয়েড।

"ঠিক তাই?"

"তাহলেও," কে বলল, "আশা করা যায় উপযুক্ত সাক্ষপ্রমাণ শেষ পর্যন্ত ঠিকই পুলিশ পেয়ে যাবে। বরাবর তো তাই পাচ্ছে।"

"সবসময় নয়, মিসেস স্ট্রেঞ্জ," মিঃ ট্রিভ্‌স বললেন, "আপনি শুনলে আশ্চর্য হবেন নৃশংস অপরাধ করেও বহুলোক অবাধে পথেঘাটে পুলিশের নাকের ডগায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। সব জেনেও শুধু যথেষ্ট পরিমাণ নির্দিষ্ট প্রমাণের অভাবে পুলিশ তাদের ছুঁতে পারছে না।" বলে মিঃ ট্রিভ্‌স দু'বছর আগের এক শিশু হত্যার মামলার প্রসঙ্গ তুলে বললেন, "খুনি কে তা কিন্তু পুলিশ ঠিকই জানে, কিন্তু জেনেও তারা অসহায়- সন্দেহভাজন লোকটি ঘটনার সময় নিজের স্বপক্ষে এমন 'অ্যালিবাই' আদালতে খাড়া করেছে যা আদৌ সত্যি কিনা সরকারপক্ষ এখনও তা প্রমাণ করতে পারে নি। বাধ্য হয়েই বিচারক লোকটিকে বেকসুর খালাস দিতে বাধ্য হলেন।"

"কি সাংঘাতিক!" বলল মেরি। "হয়ত এসব ক্ষেত্রেই মানুষ একসময় নিজের হাতে আইন তুলে নিতে বাধ্য হয়!" পাইপে তামাক ঠাসতে ঠাসতে বলল টমাস রয়েড।

"খুবই অনিষ্টকর মত, মিষ্টার রয়েড," গম্ভীর গলায় বললেন মিঃ ট্রিভ্‌স। "নিজের হাতে আইন তুলে নেয়া মোটেও সমর্থনযোগ্য নয়।"

"আইন যেখানে অসহায় সেখানে অপরাধীকে সাজা দেবার আর কোন পথ আছে বলুন!" বলল টমাস রয়েড।

"কিন্তু নিজের হাতে আইন তুলে নেওয়াও আইনের চোখে সমান অপরাধ যা ক্ষমার অযোগ্য," বললেন মিঃ ট্রিভ্‌স।

"আমি পেশাদার বা ফৌজদারী উকিল তা আপনাদের অজানা নয় আমি জানি, পাশাপাশি অপরাধতত্ত্ব চর্চা করা আমার হবি। এবারে একটা সত্যি ঘটনার প্রসঙ্গ তুলব, বহু আগের ঘটনা। দুটি শিশুকে কেন্দ্র করে একটি ঘটনা ঘটেছিল। তাদের বয়স বা লিঙ্গ কি তা আমি বলব না। ঘটনা যা ঘটেছিল তাই বলছি। তীর ধনুক দিয়ে দু'জনে যুদ্ধ যুদ্ধ খেলছিল, খেলতে খেলতে একজনের ছোঁড়া তীরের আঘাতে অন্য শিশুটি মারা যায়। যথারীতি তদন্ত হল। কিন্তু শেষকালে ঘটনাটি নেহাৎই দুর্ঘটনা বলে হত্যাকারী শিশুটি ছাড়া পেয়ে গেল।" বলে একটু থামলেন তিনি।

"তারপরে কি হল?" জানতে চাইল টেড ল্যাটিমার।

ঐ খুনের ঘটনা ঘটার কিছুদিন আগে একজন চাষী জঙ্গলের পথ ধরে যাবর সময় দেখেছিল একটি কমবয়সী বাচ্চা তীর ছোঁড়া অভ্যেস করছে।"

"তার মানে আপনি বলতে চান এটা আদৌ দুর্ঘটনা নয়, আসলে পরিকল্পিত খুন?" বলে উঠল মেরি।

"তা আমার জানা নেই," বললেন মিঃ ট্রিভ্‌স, "আমি কখনও জানতে পারি নি। তবে তদন্তের রিপোর্ট উল্লেখ করা হয়েছিল তীর ধনুক ছোঁড়ার কোনও অভিজ্ঞতা ঐ শিশু দুটির ছিল না, কাজেই যা ঘটেছে তা নেহাৎই অনভ্যাস ও অনভিজ্ঞতা প্রসূত দুর্ঘটনা।"

"কিন্তু আদতে ঘটনা তা ছিল না?"

"না," অদ্ভুত গম্ভীর গলায় বললেন মিঃ ট্রিভস।" তদন্তের রিপোর্ট যাই উল্লেখ করা হোক না কেন, এটা যে নিপুন হাতে সংঘটিত খুনের ঘটনা সে বিষয়ে এতটুকু সন্দেহ আমার নেই—পেশাদার অপরাধীদের মতই আগে থেকে নিখুঁত ভাবে পরিকল্পনা করে একটি শিশু অন্য একটি শিশুকে খুন করেছিল।"

"কিন্তু ঐ খুনের পেছনে কারণ কি ছিল?" জানতে চাইল টেড ল্যাটিমার।

"কারণ, মানে মোটিভ একটা ছিল বই কি," মিঃ ট্রিভ্‌স বললেন, "রোজ রোজ পেছনে লাগা, দেখা হলেই খেকিয়ে উত্যক্ত করা, আঁতে ঘা দিয়ে কথা বলা, ছেলেমানুষী নির্বুদ্ধিতায় না বুঝে যা তা গালাগালি দেয়া শিশুমনে ক্রোধ জাগিয়ে তোলার পক্ষে এসব যথেষ্ট। কারও ওপরে কোনও কারণে রেগে গেলে শিশুরা সহজেই তাকে ঘৃণা করতে শুরু করে—"

"কিন্তু এই ভাবে ভেবেচিন্তে পরিকল্পনা করে খুন করা," অবাক হবার গলায় বলল মেরি। "এ তো ক্ষমার আযোগ্য!"

"ঠিকই," ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে বললেন মিঃ ট্রিভ্‌স। "বুকের ভেতর খুনের বাসনাকে সযত্নে লালন করা, তাকে বাস্তবে রূপ দিতে সবার অজান্তে তীরধনুক ছুঁড়ে লক্ষ্যভেদ অভ্যাস করা। দুর্ঘটনাটি জুড়ে অনুতাপ আর দুঃখ পাবার ভান করা, এসব যেমন ক্ষমার অযোগ্য, তেমনই বিশ্বাস করাও কঠিন। অন্ততঃ আমার মতে যে কোনও আদালতের বিচারকের পক্ষে এসব বিশ্বাস করা খুবই কঠিন।"

"তারপরে—" কৌতূহলী গলায় কে জানতে চাইল। "যে খুন করেছিল সেই শিশুটির কি হল?"

"আমার মনে হয় কেলেংকারি আর শিশুটির ভবিষ্যতের কথা ভেবে অভিভাবকেরা তার নাম ধাম চটপট পাল্টে ফেলেছিলেন। উকিলের বুদ্ধিতেই কাজটা তাঁরা করেছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। সেদিনের সেই শিশুটি পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুক না কেন সে আজ এক পূর্ণ বয়স্ক পুরুষে পরিণত হয়েছে। প্রশ্ন একটাই, শৈশবের হত্যাকারীর সত্তা আজও কি রয়ে গেছে তার হৃদয়ে?" কয়েক মুহূর্ত থেমে মিঃ ট্রিভ্‌স বললেন, "ঘটনাটা অনেকদিন আগের ঠিকই, কিন্তু সেদিনের সেই খুনে শিশুটির মুখ আজও আমার মনে আছে, পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে হোক না কেন দেখা হলে আমি তাকে ঠিক চিনে ফেলব।"

"তা কি করে হয়," টমাস রয়েড বলল, "মুখ মনে থাকলেও এতদিন পরে তাকে চেনা কোনও মতেই সম্ভব নয়।"

"একশোবার সম্ভব," জোর দিয়ে বললেন মিঃ ট্রিভ্‌স, "তার শরীরে একটা অদ্ভুত লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য ছিল—যাক্‌গে। এ বিষয়ে আমি এই মুহূর্তে আলোচনা করতে চাই না। তাছাড়া প্রসঙ্গটা খুব শ্রুতিমধুরও হবে না। অনেক রাত হল। এবারে আমার বাড়ি ফিরতেই হবে, বলে তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। ঘরের শেষ প্রান্তে টেবলের ওপরে সারি সারি পানীয়ের বোতল, সুদৃশ্য কাচের গ্লাস বোতল আর কয়েক ডজন দামী কাচের গ্লাস সাজানো।

"যাবার আগে সোডা দিয়ে একটু হুইস্কি চাখবেন তো, মিঃ ট্রিভ্‌স?" জানতে চাইল মেরি, টমাস রয়েড এগিয়ে এসে হুইস্কির বোতলের ছিপি খুলল।

"ল্যাটিমার, আপনি মুখ বুঁজে কেন," জানতে চাইল মেরি।

"হোটেলে ফেরার আগে একটু হুইস্কি হবেনা তাও কি হয়?"

চাঁদের আলো বাইরের পাথরের আঙ্গিনার সবখানে ছড়িয়ে পড়েছে, ড্রইংরুমে বড় জানালার ধারে দাঁড়িয়ে দু'চোখ ভরে সেই অপরূপ দৃশ্য দেখতে লাগল অড্রে। পায়ে পায়ে নেভিল কখন যে গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে তা সে টেরই পায়নি।

"এমন চমৎকার সন্ধ্যে, জানালার ওপাশে ইশারায় দেখিয়ে অড্রেকে বলল নেভিল, "চলো একটু বাইরে গিয়ে বসি।"

"না, আমার শরীর একদম বইছে না," নেভিলের প্রস্তাব অড্রে নিমেষে বাতিল করে দিয়ে বলল, "আমি—আমি ভাবছি সোজা গিয়ে শুয়ে পড়ব," বলে সে আর দাঁড়াল না, নেভিলের সামনে গটগট করে হেঁটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। "ঘুমে আমার দু'চোখ জড়িয়ে আসছে," বড়সড় একটা হাই তুলে বলল

কে, "তোমার ঘুম পাচ্ছে না, মোর?"

"তোমরা বলার পরে দেখছি আমারও দু'চোখ একটু একটু জড়িয়ে আসছে," বলল মেরি, "গুড নাইট, মিঃ ট্রিভ্‌স, টমাস, মিঃ ট্রিভ্‌স যতক্ষণ এখানে আছেন ততক্ষণ ওঁর দিকে একটু চোখ রেখো।"

"গুড নাইট, মিসেস স্ট্রেঞ্জ," টমাস বলল, "গুড নাইট, মিস অ্যালডিন, মিঃ ট্রিভ্‌স সম্পর্কে আপনি আমার দিক থেকে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।"

"আমিও আপনাব সঙ্গে যাব, স্যার", মিঃ ট্রিভ্‌সকে বলল টেড ল্যাটিমার, "আমায় ফেরি ধরতে হবে তাই আপনার হোটেলের পাশ দিয়ে যেতেই হবে।"

"ধন্যবাদ, মিঃ ল্যাটিমার," ধীরে সুস্থে হুইস্কি চাখতে চখতে বললেন মিঃ ট্রিভ্‌স, "সঙ্গি হিসেবে আপনাকে পেয়ে আমি খুবই খুশি হবে।" কিন্তু মুখে বললেও তাঁর হাবেভাবে তাড়াহুড়োর কোনও লক্ষণ দেখা গেল না, দিব্যি খোশমেজাজে হুইস্কি চাখতে চাখতে তিনি টমাস রয়েডের কাছে মালয় সম্পর্কে নানারকম খোঁজখবর নিতে লাগলেন। তাঁদের দু'জনের নীরস একঘেয়ে কথাবার্তা শুনতে শুনতে বিরক্ত হয়ে উঠল টেড ল্যাটিমার, একসময় নিজের মনেই সে গলা চড়িয়ে বলে উঠল, "যাঃ! রেকর্ডগুলোর কথা একদম ভুলে গিয়েছিলাম!"

"রেকর্ড?" কথাবার্তাব মাঝখানে বাধা পড়তে বিরক্ত হয়ে টমাস রয়েড মুখ তুলে তাকাতে টেড বলল, "কে-র কথামত নাচের সঙ্গে বাজানোর জন্য কতগুলো গ্রামোফোন রেকর্ড এনেছিলাম। ওগুলো হলে আছে। আমি যাবার সময় নিয়ে নেব। কাল সকালে ওকে মনে করে বলে দেবেন রেকর্ডগুলো আমি নিয়ে গেছি, কেমন?"

টমাস রয়েড আশ্বাস দেবার ভঙ্গিতে ঘাড় নাড়তে টেড ল্যাটিমার নিশ্চিন্ত মনে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

"উনি বড্ড অস্থির, বড্ড চঞ্চল," টেড ল্যাটিমার সম্পর্কে নিজের মনে বিড়বিড় করে মন্তব্য করলেন মিঃ ট্রিভ্‌স, "কমবয়সী ছেলেছোকরা হলে যেমন হয় আর কি। তা উনি কি মিঃ স্ট্রেঞ্জ-এর বন্ধু না কি?"

"হ্যাঁ," সায় দিয়ে বলল টমাস রয়েড, "উনি কে স্ট্রেঞ্জ-এর বন্ধু।"

"আমিও সেটাই বলতে চাইছিলাম।" মৃদু হেসে বললেন মিঃ ট্রিভ্‌স,

"ওঁর মত লোকের পক্ষে প্রথম মিসেস স্ট্রেঞ্জ-এর বন্ধু হওয়া কোনওমতেই সম্ভব নয়।"

"না, কোনওমতেই সম্ভব নয়!" এমন গলা চড়িয়ে বলল টমাস রয়েড যে মিঃ ট্রিভ্‌স ঘাবড়ে গিয়ে অবাক হয়ে তাকালেন তার মুখের দিকে। লজ্জা পেযে নিজেকে সমালে নিয়ে টমাস রয়েড বলল, "আসলে আমি এটাই বলতে চাই যে—"

"আপনি কি বলতে চান তা আমি খুব ভালই বুঝতে পেরেছি, মিঃ রয়েড," মিঃ ট্রিভ্‌স তার চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আপনি নিজে তো মিসেস অড্রে স্ট্রেঞ্জ-এর বন্ধু ছিলেন, তাই না?"

"হুঁ-ম্—হ্যাঁ," পাইপে তামাক ভরতে ভরতে বলল টামাস রয়েড, "অড্রে আর আমি একইসঙ্গে বড় হয়েছি।"

"মোহিনী বলতে যা বোঝায়," মিঃ ট্রিভ্‌স অল্প ঝুঁকে বললেন, "অড্রে ছোটবেলায় নিশ্চয়ই তাই ছিলেন তাই না?"

এ প্রশ্নের সরাসরি জবাব না দিয়ে টমাস শুধু তার স্বভাবসিদ্ধ উঁম্-হুঁউম্ আওয়াজ করল যা রীতিমত দুর্বোধ্য।

"এ বাড়িতে একই সঙ্গে দু'জন মিসেস স্ট্রেঞ্জ-এর উপস্থিতি কেমন অস্বস্তিকর ঠেকছে, কি বলেন?"

সরাসরি প্রশ্ন টমাস রয়েডের দিকে ছুঁড়ে দিলেন মিঃ-ট্রিভ্‌স।

"হ্যাঁ, তা তো বটেই, তা তো বটেই।"

"আদি ও অকৃত্রিম মিসেস স্ট্রেঞ্জ এর ফলে বেশ বেকায়দায় পড়তে হয়েছে, ভদ্রমহিলা রীতিমতো অস্বস্তিতে আছেন।"

"যথেষ্ট অস্বস্তিতে আছেন," সায় দিয়ে বলল টমাস রয়েড।

"এমন অদ্ভুত পরিস্থিতিতে উনি কেন এলেন মিঃ রয়েড?" সাক্ষিকে জেরা করার ঢং-এ প্রশ্নটা করলেন

মিঃ ট্রিভ্‌স।

"তা তো বলতে পারবো না।" আমতা আমতা করে জবাব দিল টমাস রয়েড, "তবে আমাব মনে হয় এখানে আসার আমন্ত্রণ ও প্রত্যাখ্যান করতে চায়নি।" একটু থেমে টমাস রয়েড বলল, "তাছাড়া বছরের এই সময় মানে সেপ্টেম্বরের গোড়ার দিকে অড্রে এখানে কিছুদিন কাটিয়ে যায়।"

"তাহলে লেডি ট্রেসিলিয়ান বেছে বেছে এবারেই নেভিল স্ট্রেঞ্জ আর ওর নতুন বউকেও এই একই সময়ে এখানে আসবার জন্য নেমন্তন্ন করে বসলেন এটাই আপনি আমায় বিশ্বাস করতে বলছেন?"

"তা নয়," টমাস রয়েড বলল, "উনি নন, "আসলে এটা নেভিলের বুদ্ধি বলেই আমার বিশ্বাস, অড্রে আর কে, দু'জনকেই একজায়গায় নিয়ে আসার জন্য ও ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল।"

"এটা যেমন অদ্ভুত তেমনই অস্বস্তিকর," বললেন মিঃ ট্রিভ্‌স, তাঁর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে নেভিল স্ট্রেঞ্জ আর টেড ল্যাটিমার দু'দিক থেকে এসে ঢুকল।

"আরে টেড!" চেঁচিয়ে উঠল নেভিল, "তুমি ওখানে কি করছিলে?"

"কে চেয়েছিল বলে কতগুলো গ্রামোফোনের রেকর্ড এনেছিলাম," টেড জবাব দিলো। "রেকর্ডগুলো ওখান থেকে নিয়ে যাচ্ছি।"

"তাই নাকি?" আপন মনেই বলল নেভিল। "কিন্তু কই, রেকর্ড আনার কথা কেউ তো আমাকে কিছু বলে নি।"

টেডকে দিয়ে কে-র রেকর্ড আনানোর এই ব্যাপারটা যে তার পছন্দ হয়নি নেভিলের গলা শুনেই তা বোঝা গেল। কথাটা বলেই এগিয়ে এসে ট্রে থেকে একটা খালি গ্লাস তুলে নিল নেভিল, নিজে হাতে তাতে সোডা ঢেলে পরিমাণমত স্কচ হুইস্কি মেশাল।

"নাঃ, এবারে আমায় সত্যিই কেটে পড়তে হবে," আড়চোখে তাকে দেখে বললেন মিঃ ট্রিভ্‌স, পশমী মাফলার টাই-এর মত গলায় বাঁধলেন, ওভারকোট গায়ে চাপিয়ে সবাইকে গুড নাইট জানিয়ে টেড ল্যাটিমারকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন। প্রায় একশো গজ হেঁটে এসে পৌছোলেন বালমোরাল কোর্টেব সামনে। এখান থেকে টেডকে সিঁড়ি বেয়ে আরও দু'তিনশো গজ নীচে নামতে হবে ফেরীঘাটে পৌছনোর জন্য।

"গুডনাইট মিঃ ল্যাটিমার," হোটেলের দোরগোড়য় দাঁড়িয়ে ডান হাত খানা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন মিঃ ট্রিভ্‌স, "আপনি আর ক'দিন কাটাবেন এখানে?"

"তা ঠিক এখুনি বলতে পারছি না, মিঃ ট্রিভ্‌স," জবাব দিলেন টেড ল্যাটিমার, "এখানে এখনও পর্যন্ত আমি 'বোর' হইনি তাই—" কথা শেষ না করেই থেমে গেল টেড ল্যাটিমার, চাঁদের আলোয় ঝকঝক করে ওঠা তার দু'পাটি দাঁত কেমন যেন হিংস্র ঠেকল মিঃ ট্রিভ্‌সের চোখে।

"বেশ, বেশ," বললেন মিঃ ট্রিভ্‌স, 'এখনকার বেশিরভাগ কমবয়সী ছেলেমেয়েদের মতে দুনিয়ায় সত্যিই ভয় পাবার মত যদি কিছু থাকে'ত তবে তা হলো একঘেয়েমি। তবে যদি আমায় বিশ্বাস করেন তাহলে বলব একঘেয়েমির চেয়েও ভয়ঙ্কর অনেক কিছু এই দুনিয়ায় আছে।"

"যেমন?" নরম গলায় টেড ল্যাটিমার প্রশ্ন করলেও চোরাস্রোতের মত কি যেন আছে সেই গলায় যা ঠিক বুঝিয়ে বলা যায় না।

"সেটা কি হতে পারে তা আপনি নিজে ভেবে বের করুন, মিঃ ল্যাটিমার," নিজেকে গুটিয়ে নেবার ভঙ্গিতে বললেন মিঃ ট্রিভ্‌স," এ ব্যাপারে আমি কখনোই আপনাকে উপদেশ দেব না। হাজার হলেও আমি তো এক বুড়ো 'ভাম' হয়েছি তাই আমি উপদেশ দিলেও আপনি তাকে অবজ্ঞা করবেনই, এটা আমাদের দোষ নয়, এটাই স্বাভাবিক, সময়ের ধর্ম। তবে কি জানেন, এতদিনের অভিজ্ঞতায় আমরা যে কিছু শিখেছি, বেঁচে অনেক কিছু যে আমারা লক্ষ করেছি, এই ব্যাপারটা আমরা বুড়ো ভামেরা কিছুতেই ভুলতে পারিনা।"

এতক্ষণ চাঁদের আলোয় দু'জনে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন, মিঃ ট্রিভ্‌সের কথা শেষ হতে একখন্ড কালো মেঘ এসে চাঁদকে পুরোপুরি ঢেকে দিল। আঁধারে চারদিক ঢাকা পড়ল। সেই ঘন কালো কুচকুচে আঁধারের ভেতর থেকে একটি মানুষ বড় বড় পা ফেলে এগিয়ে এল তাঁদের দিকে, সে মানুষ—টমাস রয়েড।

ভাবলাম ডিনারের পরে একটু হেঁটে আসা যাক্,” দাঁতে পাইপ চেপে বলল টমাস রয়েড।

“আমি তাহলে আজ এগোই,” বলে মিঃ ট্রিভ্‌স টেড ল্যাটিমার আর টমাস রয়েডের হাতে হাত মিলিয়ে বালমোরাল কোর্ট-এর সদর দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকলেন মিঃ ট্রিভ্‌স।

একতলায় একটিই বৈদ্যুতিক বাতি জ্বলছে, আশেপাশে মানুষজন নেই। পুরোনো মখমলের গালিচার ওপর কয়েক পা হেঁটে লিফট-এর কাছে গিয়ে দাঁড়লেন মিঃ ট্রিভ্‌স, হঠাৎ তাঁর চোখে পড়ল সামনে একটা নোটিস ঝুলছে তাতে বড় বড় হরফে লেখা—

“লিফট খারাপ। অনুগ্রহ করে সিঁড়ি ব্যবহার করুন।”

“এই সেরেছে!” আক্ষেপের গলায় বলে উঠলেন মিঃ ট্রিভ্‌স, “আমার দফারফা হল আর কি। এবার আমায় এতগুলো সিঁড়ি ভেঙ্গে উপরে উঠতে হবে। অথচ ওরা জানে আমার সিঁড়ি ভাঙ্গা নিষেধ।”

“সত্যিই ভারি বিচ্ছিরি ব্যাপার,” বলল টমাস রয়েড।

“আচ্ছা ওদের মাল তোলার আলাদা লিফট নেই?”

“না, এই একটাই তো দেখি, আচ্ছা গুড নাইট, আবার কাল দেখা হবে।”

“ঠিক বসন্ত কালের মতো লাগছে,” নিজের মনে বিড়বিড় করে বলল মেরি অ্যালডিন। ইস্টারহেড বে হোটেলের বিশাল বাড়ির ঠিক নীচে সে বসে আছে বালুকাবেলায়, তার গা ঘেঁষে বসেছে অড্রে। সাদা সাঁতারকাটার পোষাক পরেছে অড্রে তাই এই মুহূর্তে ভাস্করের খোদাই করা নিখুঁত মূর্তির মতই দেখাচ্ছে তাকে। খানিক তফাতে বালুর ওপর উপুর হয়ে শুয়ে কে রোদ লাগাচ্ছে শরীরের পেছনে।

‘উফ্!’ মুখ দিয়ে আওয়াজ করে উঠে বসল কে, চাররপাশে তাকিয়ে বলল, ‘জলটা যাচ্ছে-তাই রকম ঠান্ডা!’

“মাসটা যে সেপ্টেম্বর!” কে-র আক্ষেপ কানে যেতে বলে উঠল মেরি, ‘সেকথা ভুলে গেলে চলবে কেন?’

‘ইংলন্ডে সমুদ্রের জল বারোমাসই ঠান্ডা,’ বিরক্তিমাখা গলায় বলল কে, ‘ইস্! এই সময়টা যদি সাউথ অফ ফ্রান্সে থাকতে পারতাম!’

“ওখানকার সমুদ্রের জল এই সময় বেশ গরম!”

‘এখানকার সূর্য আসল নয় কিনা তাই এখানকার জলও গরম নয়,’ কে-র পেছন থেকে ঠাট্টার গলায় বিড়বিড় করে বলল টেড ল্যাটিমার। ‘আপনার ব্যাপারটা কি, মিঃ ল্যাটিমার?’ জোর গলায় বলে উঠল মেরি, ‘আপনি কি জলে নামবেন না ঠিক করেছেন?’

‘জলে নামার মধ্যে টেড নেই,’ বলল কে, ‘ও গিরগিটির মতো খালি রোদ পোয়ায়,’ বলেই পায়ের আঙ্গুল দিয়ে কে এক খোঁচা মারল টেডকে, সঙ্গে সঙ্গে টেড তিড়িং করে লাফিয়ে উঠল।

“ঠান্ডায় একদম জমে গেছি কে”, বলল টেড, “চলো একটু ঘুরে আসি,” কে প্রতিবাদ না করে উঠে দাঁড়ায়, টেড-এর হাত ধরে হাঁটতে লাগল জলের ধার ঘেঁষে।

“আহা ওদের দু’জনকে কি সুন্দর মানিয়েছে,” তাদের দিকে একঝলক তাকিয়ে বলল মেরি, ‘যেন দু’জনেকে দু’জনের জন্যই গড়া হয়েছে তাই না?’

“তাই তো মনে হয়,” সায় দিয়ে বলল অড্রে।

“ওদের কথাবার্তা একরকম,’ মেরি বলতে লাগল, “পছন্দ একরকম, মতামতও একরকম। তা সত্ত্বেও এটা খুবই দুঃখের বিষয় যে—” বলেই থেমে গেল মেরি।

“দুঃখের বিষয়টা কি শুনি?” তীক্ষ্ণগলায় জানতে চাইল অড্রে। “দুঃখের বিষয় হলো এত দিক থেকে মিল থাকা সত্ত্বেও কে-র কপালে টেড নয়, শেষ পর্যন্ত জুটল নেভিল।” কথাটা বলেই অড্রের মুখের দিকে

তাকিয়ে চমকে উঠল মেরি, দেখল চাপা রাগ আর দুঃখের এক মিশ্র অনুভূতিতে কঠোর দেখাচ্ছে তার সুন্দর মুখখানা।

"আমি দুঃখিত, অড্রে," মেরি বলল 'কথাটা বলা আমায় উচিত হয়নি, তুমি কিছু মনে করো না।'

"না-না," অড্রের মুখের স্বাভাবিক রং সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এল। স্বাভাবিক গলায় সে বলল, "বিশ্বাস করো, তোমার কথায় আমি কিছুই মনে করিনি। কে নেভিলকে নিয়ে অনন্তকাল সুখে শান্তিতে কাটাক আমি অন্তর থেকে তাই কামনা করি।"

সমুদ্রে চান সেরে দুপুরের লাঞ্চ সবাই মিলে হোটেলেই সারল। খেয়েদেয়ে তারা আবার বালুকাবেলায় এসে শুয়ে পড়ল। মেরি বিশ্রাম নিতে বালুর ওপর তার আগের জায়গায় সবে টানটান হয়েছে এমন সময় টেড ল্যাটিমার এসে ধুপ করে বসে পড়ল তার গা ঘেঁষে।

'এ কি, এখানে আমার পাশে কেন,' দু'চোখ পাকিয়ে টেড-এর দিকে তাকাল মেরি, 'আপনার বান্ধবী গেলেন কোথায়?'

'ওকে ওর কত্তা বগলদাবা করেছেন,' বলে মুখ তুলে সামনের দিকে দেখাল টেড। মুখ ঘোরাতে মেরি দেখল নেভিলের হাত ধরে কে ঘুরে বেড়াচ্ছে জলের ধারে।

'একটা কথা জানার খুব ইচ্ছে হচ্ছে, আশাকরি সদুত্তর পাব,' টেড-এর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল মেরি, 'আপনি কি বরাবরই কে-কে ভালবেসে আসছেন?"

'নিশ্চয়ই,' স্বাভাবিক গলায় জবাব দিল টেড।

'আর কে নিজেও আপনাকে একই রকম ভালবাসত?"

'বাসত বইকি, অন্ততঃ নেভিল স্ট্রেঞ্জ ওর জীবনে আবির্ভূত হবার আগে পর্যন্ত কে আমায় একই রকম ভালবাসত বলে আমার ধারণা।'

"আপনি কি কে-কে এখনও আগের মতোই ভালবাসেন?" জানতে চাইল মেরি।

'সেটাই তো স্বাভাবিক।'

'আপনি এখান থেকে চলে গেলই বোধহয় ভাল করতেন,' বলল মেরি।

"কেন চলে যাব কোন দুঃখে?"

"কারণ এখানে থেকে আপনি নিজেকে শুধু শুধু আরও দুঃখ আর মানসিক অশান্তির মধ্যে জড়িয়ে ফেলেছেন।'

'বেশ বললেন কথাটা,' মেরির দিকে তাকিয়ে বলল টেড ল্যাটিমার, 'আপনি সত্যিই এক অদ্ভুত জীব। আপনাকে নিয়ে একটাই মুশকিল তা হল আপনি একেক সময় বড্ড বেশি বোঝেন। এতটাই বেশি বোঝেন যে নিজের চেনা খাঁচার বাইরে কতরকম হিংস্র জানোয়ার যে শিকার ধরার মতলবে দিনরাত ঘুরে বেড়াচ্ছে সে খোঁজ রাখেন না। এখানে অনেক কিছু ঘটনা ঘটতে পারে সেজন্য নিজেকে আগে থেকে তৈরি রাখবেন।'

'কি ঘটনার কথা বলছেন?'

'যথা সময় দেখতেই পাবেন।'

সাজগোজ সেরে অড্রে জলের ধারে এসে দেখল একটা বড় পাথরের ওপর বসে আপন মনে পাইপ টেনে চলেছে তার শৈশবের সঙ্গি টমাস রয়েড। পায়ের আওয়াজ কানে যেতে ঘাড় ফেরাল টমাস। অড্রেকে দেখেও সে সরল না। একটি কথাও না বলে তার গা ঘেঁষে বসে পড়ল অড্রে। এই মুহূর্তে তারা যেখানে বসে আছে ঠিক তার মুখোমুখি নদীর উল্টোদিকেই অবস্থিত সাদা ধপধপে গালস পয়েন্ট।

'আমরা কত কাছে এসে বসেছি তাইত না?' অনেকক্ষণ পরে নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে বলে উঠল অড্রে।

'হ্যাঁ, আমরা সহজেই সাঁতরে বাড়ি ফিরতে পারব।' গালস পয়েন্ট-এর দিকে তাকিয়ে বলল টমাস।

'পারি, কিন্তু সেটা এই জোয়ারে নয়,' বলল অড্রে, 'লেডি ট্রেসিলিয়ানের এক কাজের মেয়ে ছিল জোয়ার হোক কি ভাঁটাতে হোক সাঁতারে নদী পার হওয়া ওর অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। একবার ডুবতে ডুবতে অল্পের জন্য বেঁচে তীরে এসে উঠেছিল বেচারি, তখন আর ওর নড়চড়া করার শক্তি ছিল না।"

'কিন্তু নদীটা যে এখানে এত বিপজ্জনক তা তো আগে কখনও শুনিনি,' বলল টমাস রয়েড।

'এদিকে নয়,' অড্রে বলল, 'ওদিকে জলের নীচে যেখানে চোরা পাহাড় আছে জানবে সেখানে বিপজ্জনক চোরা স্রোত আছে। এই তো গতবছর একজন লোক আত্মহত্যা করতে গিয়ে অল্পের জন্য বেঁচে গিয়েছিল— স্টার্কহেড থেকে জলে ডুবে মরবে বলে লোকটা লাফ দিয়েছিল কিন্তু জলে পড়ার আগেই চোরা পাহাড় থেকে বেরিয়ে আসা একটা বড় গাছের ডালে ওর কোট আটকে গিয়েছিল। উপকূল রক্ষীরা দেখতে পেয়ে ওকে তুলে দিল পুলিশের হাতে।'

পাইপের ধোঁয়া ছাড়াতে ছাড়তে টমাস ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল অড্রের দিকে। গম্ভীর মুখে জলেব দিকে তাকিযে আছে অড্রে; অড্রের চোযাল, গাল, ভুরু ছাড়িয়ে একসময় টমাসের নজর এসে পড়ল ঝিনুক গড়ন তার ছোট কানে। আর সঙ্গে সঙ্গে একটা কথা তার মনে পডল।

'অড্রে, কাল রাতে যে কানের দুলটা হারিয়েছিলে, ওটা খুঁজে পেয়েছি,' বলতে বলতে জ্যাকেটের পকেটে হাত ঢোকল টমাস, অড্রে নিজের ডান হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'পেয়েছো? বাঁচালে টমাস। ওটা কি বারান্দায় পড়েছিল?"

'না, সিঁড়ির কাছে পড়েছিল,' টমাস বলল, 'ডিনারে আসার আগেই নিশ্চয়ই ওটা কান থেকে খসে পড়েছিল। খেতে বসে নজরে পড়েছিল তোমার ঐ কানটা খালি।'

'যাক, জিনিসটা ফিরে পেয়ে ভাল লাগছে,' বলতে বলতে টমাসের হাত থেকে দুলটা নিয়ে খালি কানে পরল অড্রে।

'আমি লক্ষ করেছি চান করার সময়েও তোমার কানে দুল থাকে,' বলল টমাস, 'যদি আবাব কখনও হারিয়ে যায় তখন কি হবে?'

'এগুলো খুব সস্তা, টমাস,' অড্রে বলল, 'হারিয়ে গেলে যাবে।' বাঁ কানটা আলতো হাতে ছুঁয়ে বলল, 'আসলে আমার এই কানে সেলাইয়ের একটা পুরোনো দাগ আছে তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে, টমাস; দাগটা ঢাকতেই আমি এই কানে সবসময় দুল পরি।'

সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুচ্চমকের মত সুদূর অতীতের একটা ঘটনা ভেসে উঠল টমাসের চোখের সামনে— ছোটবেলায় অড্রের বাঁ কানে একবার কুকুর কামড়ে দিয়েছিল। ক্ষতস্থানে সেলাই করতে হয়েছিল, তাব ফলে বাঁ কানে একটা দাগ থেকে গিয়েছিল।

'তুমিও যেমন!' তাচ্ছিল্যের গলায় বলায় টমাস, ' সেই কোন যুগের দাগ এখন আর কারও চোখে পড়ে না কি? এ নিয়ে এখনও মাথা ঘামাও কেন?'

কারণ পুরোনো হলেও আমার গায়ে কোথাও এতটুকু দাগ থাকবে তা আমি মোটেও বরদাস্ত করব না।'

'থাকলেই বা ছিটেফোঁটা একটু দাগ,' না ভেবেই বলল টমাস।

'কে-র চাইতে তুমি ঢের বেশি সুন্দর।'

'না, টমাস ওকথা বলো না।' নিমেষে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল অড্রে, 'কে সত্যিই সুন্দর।'

'বাইরে,' টমাস গম্ভীর গলায় বলল, 'ওর ওপরটা হয়তো সুন্দর ভেতরটা নয়।'

'তুমি কি বলতে চাও আমার ভেতরটা মানে আমার আত্মাটা সুন্দব?' হাসিমুখে বলল অড্রে।

'না,' পাইপের পোড়া ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে টমাস বলল, 'চামড়ার ভেতরে তোমার হাড়গুলোর কথা বলছি, ওগুলো সত্যিই সুন্দর।' বলে পাইপে আবার সে তামাক ভরতে লাগল। মিনিট পাঁচেক দু'জনেই চুপ করে রইল, এর মধ্যে টমাস আড়চোখে কয়েকবার তাকাল অড্রের দিকে কিন্তু সে তা টের পেল না।

'কি হল তোমার, অড্রে?' আর চুপ করে থাকতে না পেরে শেষকালে জানতে চাইল টমাস।

'কি আবার হবে,' পাল্টা প্রশ্ন করলো অড্রে, 'হবার মত কি-ই বা আছে?'

'কি আছে তা তুমি জানো, অড্রে,' মুচকি হাসল টমাস, 'তবে কিছু একটা যে আছে তাতে সন্দেহ নেই।'

'বিশ্বাস করো টমাস,' আবার বলল অড্রে, 'আমার আদৌ কিছু হয়নি।'

'তার মানে আমায় বলবে না। এই তো?' টমাস বলল, 'বুঝেছি, আর বলতে হবে না। কিন্তু তুমি মুখ বুঁজে থাকলেও আমায় বলতেই হবে।' একটু থেমে সে বলল, 'অড্রে—তুমি কি এখনও ব্যাপারটা ভুলতে পারছ না? মন থেকে ওটা একদম মুছে ফেলতে পারছ না?' তুমি কি একদম বুঝতে পারছ না?' দু'হাতের নখ দিয়ে উত্তেজিত ভাবে দু'পাশের পাথর খিমচে ধরে বলল অড্রে, 'তুমি একদম বুঝতে চাইছ না।'

'ভুল করছ, অড্রে,' টমাস বলল, 'আমি ঠিকই বুঝেছি।' একটু থেমে টমাস আবার বলল, 'তোমার কি ভোগান্তি চলছে, কি অবর্ণনীয় দুঃসময়ের ভেতর দিন কাটাচ্ছো তা আমি অন্ততঃ ঠিকই জানি।'

টমাস রয়েডের কথাগুলো শুনে ভয়ে বা অন্য কোনও কারণে ফ্যাকাশে হয়ে গেল অড্রেব মুখ, আমতা আমতা করে সে বলল, 'এসব কথা আর কারও কানে না উঠলেই মঙ্গল।''

'ভয় নেই, অড্রে,' আশ্বাস দিয়ে বলল টমাস, 'এসব কথা আমি আর কারও সঙ্গে আলোচনা কবব না। তবে যা হবার তা হয়ে গেছে, তা নিয়ে মিছিমিছি ভেবে সময় নষ্ট করে আর নিজেকে ক্ষয় করে কোনও লাভ নেই এই সহজ কথাটাই আমি তোমাকে বোঝাতে চাই।'

'কিছু কিছু জিনিস এত সহজে মেটেনা। টমাস,' চাপা গলায় বলল অড্রে।

'শোন অড্রে,' টমাস বলল, 'মেনে নিচ্ছি যে দুঃসময়ের মধ্যে তোমায় কাটাতে হয়েছে ভাষায় তা বর্ণনা দেয়া যায় না। কিন্তু তা হলেও মনে রেখো সবসময় সামনের দিকে তাকাতে হয়। যা ফেলে এসেছো অর্থাৎ পেছনের দিকে কখনোই তাকাবেনা। তোমার বয়স এখনও কম। গোটা জীবন পড়ে আছে তোমার সামনে। গতকাল নয়, আগামীকালের কথা ভাবো।'

ফ্যালফ্যাল করে দুর্বোধ্য চাউনি মেলে কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে অড্রে বলল, 'ধরো, আমি সেভাবে তাকাতে পারছি না। মনে হচ্ছে কিছু কিছু ব্যাপারে আমি ঠিক স্বাভাবিক নই।'

'ধ্যাৎ! তুমি একটা—' ধমকে কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেল টমাস।

'আমি একটা—কি?'

'নেভিলকে বিয়ে করার আগে যে অড্রে ছিল আমি তার কথা ভাবছিলাম।' টমাস রয়েড বলে উঠলো, 'কেন তুমি নেভিলকে বিয়ে করেছিলে?'

'কারণ আমি ওর প্রেমে পড়েছিলাম,' অড্রে হেসে বলল, 'তাই।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা জানি,' টমাস বলল, 'কিন্তু কেন তুমি ওর প্রেমে পড়েছিলে? কি এমন ছিল ওঁর মধ্যে যা দেখে তুমি মজে গিয়েছিলে?'

'আমার মনে হয় ও তখন খুব 'স্পষ্ট' ছিল।' দু'চোখ কুঁচকে বলল অড্রে, 'আমি নিজে ঐসময় যা ছিলাম ও ঠিক তার উল্টোটাই ছিল। আমার সবসময় নিজেকে ছায়াঘেরা দুর্বোধ্য বলে মনে হাতে, অন্য দিকে নেভিলকে খুব খোলামেলা আর স্পষ্ট ঠেকত। সবসময় হৈ চৈ করছে, প্রাণোচ্ছল, সদানন্দ। আমি নিজে যা নই, ঐ বয়সে যা হতে পারিনি, ও নিজে ঠিক তাই ছিল।' একটু থেমে হেসে অড্রে বলল, 'সেই সঙ্গে মানতেই হবে ওকে দেখতেও ভারি চমৎকার ছিলো যে জন্য আমি ওর প্রেমে পড়েছিলাম।'

'সে তো পড়বেই,' চিবিয়ে চিবিয়ে তেতো গলায় বলল টমাস রয়েড, 'দেখতে চমৎকার স্বভাবের নম্র, খেলাধুলোয় ভাল, সবদিক দিয়ে একদম পাকা সাহেব—- সবকিছু নিয়মমত করছে।'

'তুমি ওকে ঘেন্না করো,' আচমকা সোজা হয়ে বসে টমাসের চোখের দিকে তাকিয়ে বলল অড্রে, 'তুমি ওকে ভীষণ ঘেন্না করো, তাই না টমাস?'

অড্রের তীক্ষ্ণ চোখের চাউনি থেকে নিজের চোখ সরিয়ে নিল টমাস, বাঁ হাতে আড়াল করে পাইপের নেভা তামাক ধরিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'ঘেন্না করলে তাতে অবাক হবার কিছু নেই। তাই না? আমার যা যা গুণ নেই সেসবই ওর আছে। ও খেলতে পারে', মেয়েদের সঙ্গে নাচতে পারে, সাঁতার কাটতে পারে, মেয়েদের পটাতে পারে। আর আমি? একে তো কথাবার্তা তেমন বলতে পারি না. তারওপর একটা হাত

ভাঙ্গা। নেভিল বরাবরই বুদ্ধিদীপ্ত, উজ্জ্বল, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সফল, আর আমি হতভাগা নির্বোধ। কুকুরের অধম! সবচেয়ে দুঃখের ব্যাপার যে মেয়েটিকে আমি মনপ্রাণ সঁপে দিয়েছিলাম ও তাকেই একরকম ছিনিয়ে নিয়ে বিয়ে করে বসল।' আর এই ব্যাপারটা তুমি খুব ভালভাবেই জানতে, বলো, জানতে না? আমি যে তোমায় ভালবেসেছি সেকথা পনেরোয় পা দিয়েই তুমি বেশ বুঝতে পেরেছিলে। তুমি জানো যে আমি এখনও—' অস্পষ্ট আওয়াজ বেরিয়ে এল অড্রের মুখ থেকে সে সোজা হয়ে বসে বলল, 'না, এখন আর নয়।'

'এখন আর নয় মানে?' কথার মাঝখানে বাধা পড়ায় বিরক্ত হল টমাস, ' কি বলতে চাও তুমি?'

'এখন—আমি—অন্যরকম হয়েছি তাই এখন আর তুমি আমার কথা ভাবো না, ভাবতে পারো না।'

'অন্যরকম?' অড্রের মুখোমুখি দাঁড়াল টমাস, তার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, ' সেটা কোন দিক থেকে?'

'আমি যে এখন আর আগের মত নেই, অনেক পাল্টে অন্যরকম হয়ে গেছি,' থেমে থেমে দম নিয়ে বলল অড্রে, সেটা তুমি নিজে যা বুঝলে আমার পক্ষে বুঝিয়ে বলা সম্ভব নয়। আমি শুধু এটুকু জানিয়ে.....' বলে কথা শেষ না করে থেমে গেল অড্রে, ঘুরে দাঁড়িয়ে হোটেলের দিকে পা বাড়াল। খানিক যেতে নেভিলের সামনে পড়ে গেল অড্রে, পাথরের মাঝখানে খানিকটা জায়গায় জল জমেছে, তারই একধারে শুয়ে আছে সে। অড্রেকে দেখে মুখ তুলে হাসল নেভিল।

'হেলো, অড্রে!'

'হেলো, নেভিল! এখানে শুয়ে কি করছো?'

'একটা ছোট্ট কাঁকড়া এসে জুটেছে, ওকে দেখছি।'

অড্রে হাঁটু গেড়ে বসে কাঁকড়ার গতিবিধি একমনে লক্ষ করতে লাগল।

'নাও সিগারেটটা খাও,' বলে প্যাকেট খুলে অড্রেকে সিগারেট অফার করল নেভিল, দেশলাই জ্বেলে ধরিয়েও দিল। অড্রে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে একমনে কাঁকড়া দেখছে, একবারও তার দিকে মুখ তুলে তাকাচ্ছে না। কয়েক মুহূর্ত পরে নার্ভাস গলায় নেভিল বলল, 'একটা কথা বলব, অড্রে?'

'বলো।'

'বলছিলাম তোমার আর আমার মধ্যে তো কোনও ভুল বোঝাবুঝি নেই আমরা দুজনে দু'জনের বন্ধু, কেমন?'

'হ্যাঁ, সে তো বটেই' বলতে গিয়ে কেন কে জানে অল্প কেঁপে গেল অড্রের গলা। আর কেউ চাব বা না চাক আমাদের এই বন্ধুত্ব বজায় থাক এটাই আমি চাই,' বলল নেভিল।

'আজকের দিনটি কি সুন্দর, তাই না?' প্রসঙ্গ পাল্টে বলল অড্রে,' সেপ্টেম্বর মাসে এত গরম সচরাচর দেখা যায় না।'

'সে তো বটেই।' সায় দিল নেভিল। কয়েক মুহূর্ত দু'পক্ষই নীরব, তারপরে নেভিল বলে উঠলো, 'অড্রে—'

'নেভিল,' অড্রে বলল, ' তোমার বউ হাত নেড়ে তোমায় ডাকছে, ও হয়ত তোমায় কিছু বলতে চায়।'

'ও, কে ডাকছে?'

'আমি বললাম তোমার বউ ডাকাছে।'

আড়মোড়া ভেঙ্গে উঠে দাঁড়াল নেভিল, অড্রের চোখের দিকে তাকিয়ে চাপা গলায় বলল, 'বউ? তুমিই তো আমার বউ, অড্রে।

উত্তর না দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়াল অড্রে, নেভিল দৌড়োল কে-র দিকে

'এসেছেন দিদিমণি?' হোটেলে লাঞ্চ খেয়ে গালস পয়েন্টে সবাই ফেরার পরে আর্দালি হাসটিল মেরিকে বলল, 'শীগগির মা ঠাকরুণের কাছে একবার যান। ওঁর চোখমুখ খানিক আগে ফ্যাকাশে দেখেছি, হয়ত শরীর খারাপ হয়েছে, বারবার আপনার খোঁজ নিচ্ছিলেন. .....'

লেডি ট্রেসিলিয়ান তাঁর বিছানায় বসে আতঙ্কে থরথর করে কাঁপছেন, চোখমুখ ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে।

'এসেছিস?' মেরিকে দেখে তিনি বললেন, 'একটা খারাপ খবর পেয়েছি, মিঃ ট্রিভ্‌স কাল রাতে মারা গেছেন। এখান থেকে হোটেলে ফেরার পরই ঘটনাটা ঘটেছে। শুনলাম পোষাক পাল্টানোর সময়টুকুও পাননি।'

'সত্যিই,' মেরি বলল 'এ তো খুবই দুঃখের ব্যাপার। কাল রাতেও যাকে জীবন্ত দেখলাম, হোটেলে ফেরার খানিক বাদেই তিনি মারা গেলেন! এ তো বিশ্বাসই হতে চায় না!'

'ওঁর স্বাস্থ্য ভাল ছিল না,' লেডি ট্রেসিলিয়ান চশমার কাচ মুছতে মুছতে বললেন, হার্টের অসুখে ভুগছিলেন। হ্যাঁরে মিঃ ট্রিভ্‌স কাল রাতে তো এখানেই ডিনার খেয়েছিলেন, বদহজম হবার মতো কোনও পদ রান্না হয় নি তো?'

'মনে হয় তেমন কিছু ঘটেনি,' আনমনে কথাটা বলেই শক্ত চাউনি মেলে তাকাল মেরি, বলল, 'তা কি করে হবে? তেমন কিছু হলে তো আরও অনেকেই অসুস্থ হতেন!'

'ঠিকই বলেছিস,' লেডি ট্রেসিলিয়ান সায় দিয়ে বললেন।'

'আসলে খবরটা পেয়ে মন এত খারাপ হয়ে গেছে যে মাথা ঠিক মতো কাজ করছে না। তা সে যাক্‌গে, তুই একবার বালমোরাল কোর্টে গিয়ে আমার তরফে ওঁর মৃতদেহকে শেষবারের মত শ্রদ্ধা জানিয়ে আয়, আর ওখানকার মালকিন মিসেস রজার্সের সঙ্গে দেখা করে জেনে নে এই অবস্থায় আমাদের কিছু করার আছে কি না। সবশেষে সৎকারের ব্যাপার। মিঃ ট্রিভ্‌স ছিলেন আমার কর্তার পুরোনো বন্ধু, সেকথা মনে রেখে ওঁর শেষকৃত্যে তো আমার করণীয় অনেক কিছুই আছে, তবে হাজার হলেও ওটা একটা হোটেল বই কিছু নয় ওখানে এসব কর্তব্যকর্ম করতে গেলে অসুবিধা হবে।'

'শুনুন ক্যামিলা,' শক্ত গলায় বলল মেরি, 'মানছি এমন একটা দুঃসংবাদে আপনি মনে আঘাত পেয়েছেন আর সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আপনার নিজের স্বাস্থ্যও তো খুব ভাল নয়, তাই বলছি এ নিয়ে একদম চিন্তা ভাবনা করবেন না, কোনওরকম দুর্ভাবনা মোটেও মনে ঠাঁই দেবেন না। আমি নিজে এখুনি বালমোরাল কোর্টে গিয়ে সাধ্যমত যা করার করছি, তারপরে ফিবে এসে আপনাকে সব বলছি। এবারে দয়া করে শুয়ে পড়ুন। এখন আপনার দরকার পরিপূর্ণ বিশ্রাম।'

'ধন্যবাদ, মেরি,' আমি জানি তুই শক্তসমর্থ মেয়ে, সবরকম অবস্থা সামাল দেবার ক্ষমতা তোর আছে।' বলতে বলতে লেডি ট্রেসিলিয়ান শুয়ে পড়লেন। মেরি অ্যালিডিন তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এল। একতলার ড্রয়িংরুমে সবাই বসে গল্প করছে। ভেতরে ঢুকে মেরি বলল, 'শুনুন সবাই, মিঃ ট্রিভ্‌স মারা গেছেন, গতকাল রাতে এখান থেকে বাড়ি ফিরেই উনি মারা যান।'

'বেচারা,' নেভিল বলল, 'কি করে মারা গেলেন?'

'ওঁর হার্টের অবস্থা তো ভাল ছিল না।' মেরি বলল, 'নিশ্চযই ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে অ্যাটাক হয়েছে।'

'হয়ত সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠার ফলেই এমন হল,' বলল টমাস রয়েড।

'তার মানে? টেড ল্যাটিমার আর আমি ওঁকে ওঁর হোটেল পর্যন্ত এগিয়ে দিয়েছিলাম।' টমাস রয়েড বলল, 'তখনই দেখেছিলাম ওঁর হোটেলের লিফট খারাপ। আমরা ওঁকে সিঁড়ি বেয়ে খুব আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে ওঠার কথা বলেছিলাম।'

'তাহলে তো খুবই দুঃখের ব্যাপার বলতে হয়,' নেভিল মন্তব্য করল। 'বেচারা মিঃ ট্রিভ্‌স! সত্যি, কি দুর্ভাগ্যজনক!'

'আমি এখন ওখানেই যাচ্ছি,' মেরি বলল, 'ক্যামিলা জানতে চান ওঁর শেষকৃত্যে আমাদের কিছু করণীয় আছে কিনা?'

'ভালই হল,' বলে উঠে দাঁড়ালেন টমাস রয়েড, 'কাল রাতে আমিও এগিয়ে দিয়েছিলাম, চলুন আমিও যাচ্ছি আপনার সঙ্গে।'

দু'জনে একসঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে বালমোরাল কোর্ট পর্যন্ত এল। সদর দরজা দিয়ে ভেতরে ঢোকার আগে মেরি বলল, 'খবর দেবার মত নিকটাত্মীয় ওঁর কেউ আছে বলে তো জানি না।'

'থাকলে উনি নিশ্চয়ই তাদের কথা উল্লেখ করতেন,' টমাস বল কাল রাতে উনি অতক্ষণ আমাদের সঙ্গে গল্পগুজব করলেন, কিন্তু একবারও তো আমায় বোন, ভাইঝি, ভাগ্নী এসব বলতে শুনলাম না। অথচ লোকে সাধারণত এই ভাবেই আত্মীয়দের উল্লেখ করে।'

'কিন্তু উনি তা করেননি,' টমাস বলল, 'ভদ্রলোক বিয়ে করেছিলেন?'

'বোধ হয় না,' বলল মেরি, পরমুহূর্তে দু'জনে একসঙ্গে ঢুকল বালমোরাল কোর্টের ভেতরে। হোটেলের মালকিন মিসেস রজার্স লম্বা মাঝ বয়সী এক ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছিলেন, মেরিকে দেখে ভদ্রলোক হাত তুলে সম্ভাষণের ভঙ্গিতে বললেন, 'গুড আফটার নুন, মিস অ্যালডিন।'

'গুড আফটারনুন, ডঃ ল্যাজেনবি,' ইশারায় টমাস রয়েডকে দেখিয়ে মেরি বলল, 'ইনি মিঃ রয়েড, আমাদেব অতিথি। ট্রেসিলিয়ান জানতে চেয়েছেন আমাদের তরফে করণীয় কিছু আছে কিনা।'

'উনি ঠিক কাজই করেছেন, মিস অ্যালডিন,' মিসেস রজার্স বললেন, 'আপনারা একটু কষ্ট করে আমার ঘরে আসুন, কথাবার্তা যা বলার ওখানেই বলা যাবে।' টমাস রয়েডকে সঙ্গে নিয়ে মিসেস রজার্সের পেছন পেছন মেরি ঢুকল তাঁর ছোট ঘরে, ডঃ ল্যাজেনবিও এলেন তাদের সঙ্গে।

'মিঃ ট্রিভ্‌স বুঝি কাল রাতে আপনাদের বাড়িতে ডিনার খেয়েছিলেন?' মেরির দিকে তাকিয়ে জানতে চাইলেন ডঃ ল্যাজেনবি।

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'খাবার আগে বা পবে ওঁর মধ্যে কোনও অসুস্থতার লক্ষণ আপনাদেব চোখে পড়েছিল?'

'না,' মেবি বলল, 'ববং ওঁকে খুবই সুস্থ আর স্বাভাবিক দেখাচ্ছিল। খাবাব পরে অনেকক্ষণ উনি আমাদের সঙ্গে গল্প করছিলেন।'

'হার্টের অসুখে এটাই তো বিশ্রি ব্যাপার,' ঘাড় নেড়ে ডাক্তার বললেন, 'মৃত্যু ঘনিয়ে আসার আগে কিছুই টের পাওয়া যায় না। প্রেসক্রিপশন দেখে এটাই বুঝেছি যে ভদ্রলোকের স্বাস্থ্যের অবস্থা খুবই খাবাপ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আমি লণ্ডনে ওঁব ডাক্তারের সঙ্গে এ ব্যাপারে যোগাযোগ করব।'

'ভদ্রলোক আমার এখানে সবসময়েই খুব সাবধানে থাকতেন।' বললেন মিসেস রজার্স, 'আমরাও সাধ্যমত ওঁকে সাবধান বাখার চেষ্টা করেছি।'

'তাহলেও মিসেস রজার্স—'

ডঃ ল্যাজেনবি বললেন, 'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই কোনও বাড়তি চাপ ওঁর ওপর পড়েছিল যা ওঁর হার্ট সহ্য করতে পারেনি।'

'যেমন সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠা।' বলল মেরি।

'হ্যাঁ', ডঃ ল্যাজেনবি সায় দিয়ে বললেন, 'ওঁর অবস্থা এতটাই খারাপ ছিল যে তিনটে ধাপ বেয়ে উঠলেই তা মৃত্যু ডেকে আনতে পারত। উনি কি সিঁড়ি ভেঙ্গে ওঠানামা করতেন না কি?'

'কই না তো,' মিসেস রজার্স বললেন। 'মিঃ ট্রিভ্‌স আমার এখানে সবসময় লিফ্‌ট বেয়ে ওঠানামা করতেন।'

'কিন্তু কাল রাতে আপনার লিফ্‌ট খারাপ থাকার জন্য ওঁকে সিঁড়ি ভেঙ্গে ওপরে উঠতে হযেছিল,' মেরি বলল।

'কি বলছেন, মিস অ্যালডিন,' অবাক হয়ে মেরির মুখের দিকে তাকালেন মিসেস রজার্স, 'গতকাল চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে আমার হোটেলের লিফ্‌ট একবারও খারাপ হয় নি।'

'মাফ করবেন,' মেরির পাশ থেকে বলে উঠল টমাস রয়েড, 'কাল রাতে মিঃ ট্রিভ্‌স এখানে যখন পৌঁছে দিতে আসি তখনই চোখে পড়েছিল লিফ্‌টের গায়ে নোটিশ ঝুলছে, 'লিফ্‌ট খারাপ, সিঁড়ি ব্যবহার করুন।'

'কিন্তু এতো ভারি অদ্ভুত ব্যাপার,' বড় বড় চোখে তাকিয়ে বললেন মিসেস রজার্স, 'আমার হোটেলের লিফ্‌ট যে গতকাল মোটেও খারাপ হয়নি সে সম্পর্কে আমি নিজে পুরোপুরি নিশ্চিত আর সেকথা আগেও আমি বলেছি। লিফ্‌টের কলকব্জা খারাপ হলে সে কথা কি আমার কানে আসত না? আপনারাই বলুন। সত্যি বলছি, গত দেড় বছরের মধ্যে আমার হোটেলেব লিফ্‌ট একবারও খারাপ হয়নি।'

'লিফ্‌ট খারাপ হবার নোটিশটা নিজের চোখে দেখেছেন এমন একজন লোক এখানে আছে, ম্যাডাম,' ডাক্তার বললেন, 'তাঁর কথাটাও অবিশ্বাস করে উড়িযে দেয়া যায় ন। আমার ধারণা, হয়ত আপনার হোটেলের কোনও চ্যাংড়া পোর্টার বা হল বয় ডিউটি শেষ হবার পরে নিছক ইয়ার্কি মারতে গিয়েই নোটিশটা ঝুলিয়ে দিয়েছিল।'

'লিফ্‌টটা কিন্তু অটোমেটিক, ডক্টর,' মিসেস রজার্স বললেন, 'ওটা চালানোর জন্য লোকের প্রয়োজন হয় না। তাহলেও আমি এখুনি আমার হোটেলের পোর্টার জোকে ডাকছি, ওর কাছ থেকেই এ ব্যাপারে খোঁজখবর নিচ্ছি।'

'জো! অ্যাই জো! গেলি কোথায়?'

'ইয়ে—আপনি,' টমাস রয়েডের মুখের দিকে তাকালেন ডঃ ল্যাজেনবি, 'খানিক আগে যা বলেছেন সে সম্পর্কে আপনি নিশ্চিত তো? ইয়ে—আপনার পদবীটা যেন কি?'

'রয়েড,' পাশ থেকে বলল মেরি।

'খানিক আগে যা বলেছি,' টমাস রয়েড বলল, 'এখনও তাই বলছি, লিফ্‌ট খারাপ আছে এমন একটা নোটিশ গতকাল আমি নিজে চোখে ওখানে টাঙ্গানো দেখেছি।'

খানিকবাদে মিসেস রজার্স ওঁর হোটেলের পোর্টার জোকে নিয়ে আবাব এলেন। সবার সামনে জো নিজেমুখে বলল, 'গতকাল রাতে লিফ্‌ট খারাপ হয় নি, কাজেই লিফ্‌ট খারাপ হবার কোনও নোটিশও ঝোলানো হয়নি। একই সঙ্গে জো এও বলল লিফ্‌ট খারাপ হবার কথা উল্লেখ করে লেখা একটা নোটিশ তাদের হোটেলে তৈরী করা হয়েছে বটে, তবে ঝোলানোর দরকার হয়নি বলে গত একবছর ধরে ওটা কাউন্টারের ডেস্কের নিচে গুঁজে রাখা হয়েছে।'

তাহলে হোটেলের কর্মচারী নয়, যেসব বোর্ডার হোটেলে এসেছেন তাঁদেরই মধ্যে কেউ নিছক বজ্জাতি করে ঐ নোটিশ ডেস্কের তলা থেকে বের করে টাঙ্গিযেছেন, উপস্থিত সবাই একরকম বাধ্য হয়েই এই সিদ্ধান্তে আসতে বাধ্য হলেন।

মেরির প্রশ্নের জবাবে ডঃ ল্যাজেনবি জানালেন মৃত মিঃ ট্রিভ্‌সের শোফারের কাছ থেকে তাঁর সলিসিটবের ঠিকানা তিনি জোগাড় করেছেন এবং তাঁর যাবতীয় বিষয় সম্পত্তির বিলি বন্দোবস্তের ব্যাপারে তিনি তাঁদের সঙ্গে যোগযোগ করবেন। এছাড়া মিঃ ট্রিভ্‌সের মৃতদেহের সৎকারের কি ব্যবস্থা হবে সে সম্পর্কেও কথা বলতে তিনি খানিক বাদে লেডি ট্রেসিলিয়ানের সঙ্গে দেখা করতে আসবেন বললেন। এসব বলে ডঃ ল্যাজেনবি তখনকার মতো সবার কাছ থেকে বিদায় নিলেন, মেরি আর টমাস রয়েডও গালস পয়েন্টে ফিরে যাবার জন্য পা বাড়াল।

'টমাস,' যেতে যেতে মেরি চাপাগলায় বলল, 'গতকাল রাতে তুমি ঐ নোটিশটা সত্যিই নিজের চোখে দেখেছিলে?'

'আমি একা নই, মেরি,' টমাস রয়েড গম্ভীর গলায় জবাব দিল, ' টেড ল্যাটিমার আর আমি, আমরা দু'জনেই ওটা দেখেছি।'

'এই নোটিশের ব্যাপারটাই দেখছি একটা রহস্য হয়ে দাঁড়াল,' আপনমনে বলল মেরি।

দেখতে দেখতে ঘনিয়ে এলো ১২ই সেপ্টেম্বর। 'আর মাত্র দুটো দিন,' বলল মেবি, বলেই অপ্রস্তুতের একশেষ হয়ে দাঁত দিয়ে সে ওপরের ঠোঁট কামড়ে ধরল। টমাস রয়েড পাশেই দাঁড়িয়েছিল, মেরির মন্তব্য কানে যেতে সে গম্ভীরমুখে তার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ব্যাপার কি, তুমি ঠিক কি বলতে চাইছো খুলে বলো।'

'সত্যি বলছি টমাস,' কাঁদো কাঁদো গলায় মেরি বলল, 'আমার মনের আসল অবস্থাটা আমি তোমায় ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারছি না। এর আগেও কতবার সবাই এ-বাড়িতে বেড়াতে এসেছে কিন্তু বিদায় নেবার সময় আমার মন আগে কখনও এমন অশান্ত হয়নি। তাহলেও বলব নেভিল আর অড্রে এদের দু'জনকে পেয়ে আমাদের এবারের সময় বেশ ভালই কাটবার কথা।'

কোনও মন্তব্য না করে টমাস রয়েড শুধু ঘাড় নেড়ে সায় দিল।

'কিন্তু তার বদলে,' মেরি বলতে লাগল, 'আমাব মনে হচ্ছে বারুদের পিপের ওপর বসে আছি যে কোনো মুহূর্তে তা প্রচন্ড বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ফেটে যেতে পারে। আর তাই আজ সকালে ঘুম ভাঙ্গার পরেই নিজের মনেই আমি বলেছি 'আর মাত্র দুটো দিন।' অড্রে বুধবার রওনা হচ্ছে, তার পরদিন বৃহস্পতিবার যাচ্ছে কে আর নেভিল।'

'আর ঠিক তার পরদিন শুক্রবারে যাচ্ছি আমি,' বলল টমাস রয়েড।

'না না,' মেরি বলে উঠল, 'তুমি বাপু শক্তিমান, প্রচুর হিম্মত রাখো। এদের হিসেবের মধ্যে আমি তোমায় ধরছি না। তুমি চলে গেলে আমি একা কোনদিক ছেড়ে কোনদিক সামলাবো তাই ভেবে ঠিক করতে পারিছ না।'

''তাহলে তোমার ভাষায় আমি 'সকল কাজের কাজী, কি বলো?' 'হালকা রসিকতার গলায় বলল টমাস রয়েড।'

'তার চেয়েও বেশি,' বলল মেরি, 'তুমি একইসঙ্গে প্রচণ্ড শক্তিমান অথচ অদ্ভুত শান্তশিষ্ট, আর দয়ার অবতার।'

'জানি আমার বর্ণনা শুনে সবাই মুখ টিপে হাসবে কিন্তু যেটুকু বললাম তা একান্ত ভাবে তোমার সম্পর্কে আমার নিজস্ব আর ব্যক্তিগত অনুভূতি।'

কোনও মন্তব্য না করে যুগপৎ বিভ্রান্তি আর প্রসন্নতা মেশানো চাউনি হেনে তার দিকে তাকাল টমাস।

'কেন যে সবাই এমন অস্বস্তিতে ভুগছে বুঝতে পারিছ না।' নিজের মনেই বলে উঠল মেরি, 'সত্যি সত্যি কোনও বিস্ফোরণ ঘটলে সেটা যেমন বিশ্রি তেমনই বিরক্তিকর ব্যাপার হয়ে দাঁড়াত।'

'চোখমুখ দেখে মনে হচ্ছে তোমাব মনের এই অনুভূতি যেন চারদিকে ছড়িয়ে গেছে,' রসিকতার গলায় বলল টমাস।

'তুমি হালকাভাবে নিলেও আমি তা নিতে পারছি না, টমাস,' মেরি বলল, 'আমার জায়গায় তুমি থাকলে এ বাড়ির কাজের লোকেদের চোখেও সবসময় আশংকার ছায়া দেখতে পেতে।'

'এ বাড়ির কিচেনে যে মেয়েটি রান্নার কাজে রাঁধুনিকে সাহায্য করে সে আজ সকালে কোনও কারণ ছাড়াই কান্নাকাটি করে কাজ ছেড়ে দেবে বলে আগাম নোটিশ দিয়েছে। এর সঙ্গে তাল দিয়ে রাঁধুনি, আর্দালি হারস্টল, এমনকি শান্তশিষ্ট মেয়ে ব্যাটেরও এমন হাবভাব করছে যা দেখে বেশ বুঝতে পারছি ওরা ভেতরে ভেতরে যথেষ্ট ঘাবড়ে গেছে। আর এর কারণ একটা—নিজের বিবেককে শান্ত করতে আগের বউ অড্রের সঙ্গে এখনকার বউ কে-র বন্ধুত্ব পাতানো যে খেলায় নেভিল মেতেছে, সেই খেলার বিদঘুটে পরিকল্পনার প্রভাব।'

'আর যে খেলায় চাল দিতে গিয়ে নেভিল শোচনীয়ভাবে পবাজিত হয়েছে,' হাসিমাখা গলায় বলল টমাস।

'ঠিক বলেছো, টমাস,' সায় দিয়ে মেরি বলল, 'আর নেভিলের আসল মতলব আঁচ করতে পেরে কে কিন্তু গোড়াতেই ওর বিরুদ্ধে বেশ রুখে দাঁড়িয়েছে। তোমায় বলতে বাধা নেই, টমাস কে-র এই রুখে দাঁড়ানোর ব্যাপারে আমি ওকে সমর্থন আর সহানুভূতি না জানিয়ে পারছি না।' একটু থেমে মেবি বলল, 'কাল রাতে অড্রে যখন সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠছিল তখন নেভিল কি ভাবে ওর দিকে তাকিয়েছিল লক্ষ করেছিলে? অড্রে এখনও ওর গোটা মন জুড়ে বসে আসে, ওকে ডিভোর্স করে কি মারাত্মক ভুল করেছে তা এতদিনে হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে নেভিল।'

'এখন আর দুঃখ করে কি হবে,' পাইপে তামাক ঠাসতে ঠাসতে বলল টমাস রয়েড, 'এসব নেভিলের আরও আগে ভাবা উচিত ছিল।'

'সে তো বটেই,' টমাসের কথায় সায় দিলেও তার বলার ধরণ মেরির ঠিক পছন্দ হলো না, তাই খানিকটা অপ্রসন্ন গলায় সে বলল, 'শুধু তুমি কেন. একথা সবাই বলবে।'

'তাহলেও গোটা পরিস্থিতি যে দুঃখজনক একথা মানতে তুমি বাধ্য। যে যাই বলুক না কেন, নেভিলের কথা ভেবে আমার সত্যিই দুঃখ হচ্ছে।'

'এই নেভিলের মত লোকেরা—'এটুকু বলেই হযত নেভিলের প্রতি মেবির সহানুভূতি লক্ষ কবে সে কথাটা শেষ না করে মাঝপথে থেমে গেল।

'কি,' কৌতূহল চাপতে না পেরে মেবি বলল, 'নেভিলের মত লোকেবা কি? যা বলতে চাও খুলেই বলো না বাপু!'

'বলতে এটাই চাই যে ওদের যা কিছু চাহিদা আর কামনা বাসনা আছে সে সব বারবার ওদের নিজেদের ইচ্ছেমত হাতের মুঠোয় পেয়ে যাবে নেভিলের মত লোকেরা চিরকাল এমনটাই ভেবে আসছে,' টমাস বলল, 'আমার মনে হয় অড্রের মতো নারীরত্নকে পেয়েও হারানোর এই ঘটনার আগে হযত নেভিলের কোনদিন কিছু হারাতে হয়নি, জীবনের কোন পরাজয়েব মুখোমুখি হতে হয়নি। স্বাভাবিকভাবেই ওর বেলায় যা ঘটার ছিল তা ঘটেছে, অড্রেকে ওর আব পাওয়া হচ্ছে না। সে বরাবরের মতো ওর নাগালের বাইরে চলে এসেছে। কাজেই অড্রের দিকে যতই হাঁ করে তাকিয়ে থাক বা ওর চারপাশে ঘুরে ঘুরে নাচগান করুক তাতে কোনও লাভ হবে না, হাজার চেষ্টা করলেও নেভিল স্ট্রেঞ্জ আর অড্রেকে পাবে না, তার চেয়েও বড় কথা এই না পাবার বেদনা জীবনভোর কাঁটার মতো আটকে থাকবে নেভিলের গলায, ওকে তা আমরণ সয়ে যেতে হবে।'

'মনে হচ্ছে খুব কঠোর শোনালেও তুমি যা বলছ তা পুবোপুরি সত্যি', মেরি বলল, 'অথচ ওদের বিয়ের আগে অড্রে নেভিলকে কি ভালই না বাসত, ওদেব ছাড়াছাড়ি হবার কথা কেউ তখন স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি।'

'কিন্তু সে ভালবাসা তো টিকল না,' নিষ্ঠুর হেসে বলল টমাস, 'তোমার ভাষায় বলতে হয় সে ভালবাসার বাঁধন ছিঁড়ে শেষপর্যন্ত অড্রে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হল।'

'আমার সন্দেহ আছে,' চাপাগলায় প্রায় বিড়বিড় করে মন্তব্য করল মেরি, টমাস তা হয়ত শুনতে পেল, হয়ত পেল না।

'তোমায় আরেকটা কথা বলার ছিল,' টমাস বলল, 'নিজেব ভালোর জন্যে কে-র ওপর নেভিলের সবসময় নজর রাখা দরকার। কে কিন্তু সত্যি সত্যি বিপজ্জনক মেয়েমানুষ, যে কোনো সময় পরিণতির কথা কিছুমাত্র না ভেবে ও যে কোনো অঘটন ঘটিয়ে বসতে পারে। মাথায় একবার রোখ চাপলে যে কোনো কাজ কে করে বসতে পারে এ বিষয়ে আমার এতটুকু সন্দেহ নেই।'

'হা ভগবান!' দীর্ঘশ্বাস ফেলে অসহায় গলায় মেরি আবার বলল,, 'হাতে আছে আর মাত্র দু'টো দিন।'

মিঃ ট্রিভ্‌স-এর মৃত্যুর ঘটনা লেডি ট্রেসিলিয়ানকে মানসিক ধাক্কা দিয়েছে যার ক্ষতিকর প্রভাব পড়েছে ওঁর স্বাস্থ্যের ওপর। মিঃ ট্রিভ্‌স-এব মৃতদেহ লণ্ডনে নিয়ে গিয়ে সমাহিত করা হয়েছে এটাই রক্ষা কারণ এর ফলে লেডি ট্রেসিলিয়ান ঘটনাটা সহজেই ভুলে যেতে পারলেন। অন্যদিকে বাড়ির কাজের লোকেদের বুঝিয়ে শান্ত করতে গিয়ে মেরি নিজের ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, আজ সকালে ওর শরীর আর বইছে না। তবে

মুখে অন্য কথা বলছে মেরি, শরীরের এই ক্লান্তির জন্য বিচ্ছিরি আবহাওয়াকেই সে পুরোপুরি দায়ী করছে। অবশ্য মেরির কথাও উড়িয়ে দেবার মত নয়, বছরের এই সময় এই সেপ্টেম্বর মাসে এত গরম সত্যিই অস্বাভাবিক ব্যাপার। সবাই যখন অস্বাভাবিক গরম আর আবহাওয়া সম্পর্কে নিজেদের মতামত দিচ্ছে ঠিক তখনই বড় বড় পা ফেলে নেভিল বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে এল।

'অবস্থা যা দাঁড়াচ্ছে তাতে বৃষ্টি না হলে টেকাই দায় হবে,' বলতে বলতে চোখ তুলে একবার আকাশের দিকে তাকাল নেভিল, 'অবিশ্বাস্য গরম, তাপমাত্রা রোজই একটু একটু করে বাড়ছে। এখন তো মনে হচ্ছে আজকের মতো গরম এই ক'দিনে পড়েনি। যাই হোক, মনে হচ্ছে বৃষ্টি নামতেও খুব বেশি দেরি নেই।' তার কথা শেষ হবার আগেই টমাস রয়েড উঠে দাঁড়াল, ধীরে ধীরে পা ফেলে এগিয়ে গেল বাড়ির কোণের দিকে।

'আমিও এলাম আর গোমড়ামুখো টমাসও উঠে পড়ল,' হালকা গলায় বলল নেভিল, 'ও যে আমায় মোটেও সহ্য করতে পারে না তা এতেই বোঝা যায়।'

'টমাস সবদিক থেকে এক নিরীহ গোবেচারা মানুষ,' মেরি বলল।

'মানতে পারলাম না,' নেভিলের গলা অল্প চড়ল, 'ওর মতো সংকীর্ণ আর নোংরা মনের মানুষ এখানে আর একজনও আছে বলে মনে হয় না।'

'টমাস আর অড্রে ছোটবেলা থেকে একসঙ্গে বেড়ে উঠেছে,' মেরি বলল, 'আমার মনে হয় ও মেরিকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। মাঝখান থেকে তুমি ঝড়ের মতো এসে টমাসকে সরিয়ে দিয়ে অড্রেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল।'

'আমি না এলে অড্রেকে বিয়ের প্রস্তাব দেবার ব্যাপারে মনস্থির করতেই টমাস কম করে সাত বছর কাটিয়ে দিতো।' 'হাসিমাখা গলায় বলল নেভিল, 'বিয়ের ব্যাপারে মনস্থির করতে বেচারি অড্রে এতদিন বসে থাকবে এটাই কি ধরে নিয়েছিল?'

'কে জানে,' ইচ্ছে করেই বলল মেরি।

'এতদিনে হয়তো সেই সময় এসেছে।'

'খাঁটি আর নিখাদ প্রেমের পুরস্কার?' নেভিল ভুরু তুলে ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলল, 'অড্রে শেষপর্যন্ত ঐ ভেজা কম্বলটাকে বিয়ে করবে? এ হতেই পারে না। গোমড়ামুখো টমাস রয়েডকে অড্রে কোন দুঃখে বিয়ে করতে যাবে তা আমার মাথায় কিছুতেই ঢুকছে না।'

'ভুল করছ, নেভিল,' আত্মবিশ্বাসে পরিপূর্ণ গলায় মেরি বলল, 'অড্রে যে টমাসকে সত্যিই পছন্দ করে এবিষয়ে আমার এতটুকু সন্দেহ নেই।'

'তোমার ঘটকালির বলিহারী, মেরি!' বিরক্তি আর আক্রোশ মেশানো গলায় নেভিল বলল, 'অড্রের বিয়ের জন্য ব্যস্ত না হয়ে ও যাতে নিজের স্বাধীন জীবন উপভোগ করে সেদিকে মন দাও না!'

'স্বাধীন জীবন অড্রে সত্যিই যদি উপভোগ করে তা হলে নিশ্চয়ই দেব!' একটুও দমে না গিয়ে একরোখা গলায় বলল মেরি।

'তার মানে?' আচমকা নেভিল বলল, 'তুমি কি বলতে চাও অড্রে মোটেও সুখী হতে পারেনি, এতটুকু আনন্দও নেই ওর মনে?'

'সেকথা একবারও আমি বলিনি,' নেভিলের চোখের দিকে তাকিয়ে হুঁশিয়ার হয়ে জবাব দিল মেরি।

'শুধু তুমি কেন,' চাপাগলায় নেভিল বলল, 'আমি নিজেও তা বলতে চাই না। অড্রেকে নিয়ে মুশকিল একটাই, তাহল, ওর মনের গভীর গোপন অনুভূতি আর চিন্তাভাবনার নাগাল মোটেও পাওয়া যায় না।' একটু থেমে সে বলল, 'তাহলেও বলব সবরকম গুণ আছে ওর মধ্যে, তাছাড়া ও পুরোপুরি সৎ।'

এটুকু বলেই মেরির কান বাঁচিয়ে নিজের মনে আক্ষেপ করল নেভিল, 'হায়, আমি কতবড় মূর্খ। এসব কথা কেন আরও আগে আমার মাথায় আসেনি!'

'হাতে আছে আর মাত্র দু'টো দিন,' এই নিয়ে মোট তিনবার কথাটা যেন নিজেকে সান্ত্বনা দেবার ঢং-এ বলল মেরি, তারপরে খুব ব্যস্ত ভঙ্গিতে পা ফেলে ঢুকে পড়ল বাড়ির ভেতরে। বাড়ির পেছনের

বাগান আর লাগোয়া বারান্দায় অস্থিরভাবে পায়চারী করতে করতে একসময় বাগানের শেষপ্রান্তে পৌঁছে গেল সে। বাগানের সীমানা যেখানে শেষ হয়েছে সেখানকার পাঁচিল বেশ নিচু তার ওপাশে নদী, এখন জলে টইটম্বুর হয়ে ফুলে ফেঁপে উঠেছে। নেভিল দেখল সেই ছোট পাঁচিলের এপাশে একটা বেঞ্চে বসে মুখ ফিরিয়ে নদীর দিকে তাকিয়ে আছে অড্রে, নেভিলকে দেখতে পেয়ে বেঞ্চ থেকে উঠে পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে দাঁড়াল তার খুব কাছে।

'চা খাবার সময় নিশ্চয়ই হয়ে গেছে।' অদ্ভুত শান্ত গলায় বলল অড্রে, 'আর খানিক বাদেই আমি বাড়ির দিকে যাচ্ছিলাম।' নেভিলের দিকে না তাকিয়ে বলল অড্রে, কথাগুলো বলতে গিয়ে তার গলা অল্প কেঁপে গেল। নেভিল কিছু বলার আগেই বাগানের পথ ধর বারান্দার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল অড্রে, নেভিল যে একটা চার পেয়ে জীবের মতো তার পেছন পেছন হেঁটে আসছে তার দিকে না তাকিয়েও তা বেশ টের পেল। জোরে জোরে পা চালিয়ে তার কাছাকাছি পৌঁছে গেল নেভিল, অড্রেকে বাগান ছেড়ে বারান্দায় উঠতে দেখে সাহস করে নেভিল বলল, 'অড্রে, তোমায় একটা কথা বলব?'

'না বললেই বোধহয় ভালো হতো,' বারান্দার রেলিং দু'হাতের আঙুলে শক্ত করে আঁকড়ে ধবে বলল অড্রে।

'তার মানে আমি কি বলতে চাই তা তুমি নিশ্চয়ই জানো।'

অড্রে একথার জবাবে একটি কথাও বলল না।

'আচ্ছা অড্রে, আমার জন্য কি তোমার একটু করুণাও হয় না?' ব্যাকুল গলায বলল নেভিল, 'ঘটনা যা কিছু ঘটেছে সব ভুলে গিয়ে আমরা কি আবার আগে যেখানে ছিলাম ঠিক সেখানে ফিবে যেতে পারি না?'

'সব ভুলে যাবার কথা বলছ,' অড্রে বলল, 'তাহলে অবস্থা কি দাঁড়াবে, ও যাবে কোথায়?'

'কে সবকিছু বুঝে পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেকে মানিযে নেবে,' বলল নেভিল।

'তার মানেটা কি দাঁড়াচ্ছে,' অড্রে বলল, যা বলতে চাও স্পষ্ট করে বুঝিয়ে বলো।'

'যা বলতে চাই তা খুবই সহজ আর সরল,' ঠোঁটে হাসি ফুটিয়ে বলল নেভিল, 'যা সত্যি কে-কে তাই বুঝিয়ে বলব, তুমিই আমার জীবনে একমাত্র নারী যাকে আমি সত্যিই ভালোবেসেছি আজীবন ভালবাসব এই কথাটা বুঝিয়ে বলব তাকে। সেই সঙ্গে এও বলব যে তার মহত্তের ওপরেই তোমায় ফিরে পাওয়া নির্ভর করছে।'

'কিন্তু কে-কে বিয়ে করার আগে তুমি তো তাকে ভালোবেসেছিলে, নেভিল। তাহলে'— শান্ত গম্ভীর গলায় এটুকু বলে কথা শেষ না করে মাঝপথে থেমে গেল অড্রে।

'দোহাই অড্রে, সে প্রসঙ্গ আব তুলো না', বিরক্তি মেশানো গলায বলল নেভিল, 'জীবনে সবথেকে বড় ভুল আমি করেছি কে-র মতো একটা অযোগ্য মেয়েকে বিয়ে করে। আমি--' বলে আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল সে কিন্তু ঠিক তখনই ড্রয়িংরুম থেকে কে-কে বেরিয়ে আসতে দেখে থেমে গেল। বড বড় পা ফেলে তাদের দিকে এগিয়ে আসছে কে, তার দু'চোখের আগুনঝরা চাউনির সামনে ভয়ে কুঁচকে গেল নেভিল।

'এমন একটা অন্তরঙ্গ মুহূর্তে এসে তোমাদের বিরক্ত করার জন্য আমি সত্যিই দুঃখিত।' বিদ্রুপ মেশানো আক্রোশ ঝরে পড়ল কে-র গলায়, 'তবে এখন মনে হচ্ছে আমি ঠিক সময়েই এসে পৌঁছেছি।'

'আমি চলে যাচ্ছি, তোমরা কথা বলো,' বলে অড্রে চলে যাবার জন্য পা বাড়াতেই কে ঝাঁঝিয়ে উঠে বলল, 'আড়াল থেকে সব ঝামেলা পাকিয়ে এখন তো তুমি সরে পড়তেই চাইবে, এতো জানা কথা! বেশ, এখনকার মতো যে চুলোয় খুশি চলে যাও, তোমার সঙ্গে বোঝাপড়া পরে হবে, এখন নেভিলের হিসেব আগে মিটিয়ে নিই।'

'শোন কে,' অড্রের ছাই-এর মতো মুখের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে নেভিল তার বউকে বোঝাতে চাইল, 'অড্রেকে তুমি খামোখা দোষ দিচ্ছ! ওর কোনো দোষ নেই, আমিই এখানে এসে ওর সঙ্গে কথা বলছিলাম, কাজেই যদি কিছু বলতে হয় আমাকে বলো। যদি দোষ দিতে হয়ে, আমাকে দিত পারো!'

'কেমন পুরুষ মানুষ তুমি, নেভিল স্ট্রেঞ্জ!' নেভিলের দিকে তাকিয়ে গর্জে উঠল কে, 'নিজের বিয়ে

করা বউকে ছেড়ে একদিন খ্যাপা ষাঁড়ের মত তেড়ে এসেছিলে আমার দিকে, আমায় বিয়ে করার জন্যে নিজের বউ-এর কাছ থেকে ডিভোর্স আদায় করে ছেড়েছিলে! আমার শরীরের নেশায় এই মুহূর্তে খেপে পাগল হয়ে উঠেছো। আবার তার পরের মুহূর্তে ক্লান্ত হয়ে আমায় ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছ! রকম সকম দেখে মনে হচ্ছে তুমি তোমার আগের পক্ষের বউ ঐ অড্রে খান্‌কিকে আবার ফিরে পাবার জন্য পাগল হয়ে উঠেছো। তাই না, নেভিল স্ট্রেঞ্জ?'

'থামো কে! চুপ করো!' এবার নেভিল চাপা ধমক দিল, 'সহ্য করতে না পারলে কথা বোলনা। ধারে কাছেও যেয়ো না, কিন্তু তাই বলে অড্রেকে যা তা বলে গালিগালাজ তুমি কখনও করতে পারো না, সে এক্তিয়ার তোমার নেই!"

'তা না হয় নেই,' নিজেকে সামলে নিয়ে কে বলল, 'কিন্তু তুমি কি চাও, তোমার আসল মতলবটা কি তা জানতে পারলে খুশি হবো।'

'তাহলে এবারে সত্যিকথাটা শোন, কে,' ফ্যাকাশে মুখে বলল নেভিল, 'তুমি আমায় যা খুশি বলে গালাগাল দিতে পারো, আমি তাতে কিছু মনে করব না। কিন্তু সাত্য বলছি কে, এভাবে আমি আর একদম টিকতে পারছি না। এতদিনে বেশ বুঝতে পেরেছি অড্রে ছাড়া আর কাউকে কোনদিনই আমি ভালবাসতে পাবিনি, পারবোও না। তোমার প্রতি আমাব যে ভালবাসা, এতদিনে বেশ বুঝতে পারছি নিছক খ্যাপামি বা পাগলামি ছাড়া আর কিছু বলা চলে না। কিন্তু এভাবে তো দিন কাটানো চলে না। শোন, তোমার সঙ্গে আমাব যে কোনোদিনই বনিবনা হবেনা তা এতদিনে আমার কাছে জলের মতো স্পষ্ট হয়ে গেছে; বিশ্বাস করো, শেষ পর্যন্ত আমি তোমায় সুখী করতে পারব না। সেসব কথা ভেবেই কে, মনে হচ্ছে হাসিমুখে আমাদের ছাড়াছাড়ি ঘটানোর এটাই হল উপযুক্ত সময়। এসো আমরা এবারে হাসিমুখে, খোলমনে একে অপরের কাছ থেকে বিদায় নিই।'

'তোমার কথা তো শুনলাম,' কে বলল, 'কিন্তু তুমি ঠিক কি করতে চাইছো?'

'আমরা ডিভোর্স করতে পারি,' নেভিল বলল, 'তুমি আমার বিরুদ্ধে ডিভোর্সের মামলা অনায়াসে দায়ের করতে পাারো।'

'কিন্তু তুমি চাইলেই তো এখুনি আমি তা করব না,' কে বলল, ' সেজন্যে তোমায় কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে।'

'বেশ তো,' নেভিল বলল, 'আমি না হয় অপেক্ষা করবো।' অধৈর্য গলায় বলে উঠলো কে, 'অপেক্ষা করতে গিয়ে ধরো তিন বছর বা তারও বেশি সময় কেটে গেল, তারপরে কি হবে? তারপরে তুমি নিশ্চয়ই আবার বিয়ে করবার জন্য ঐ অড্রের পায়ে ধরবে!'

'হ্যাঁ, যদি অড্রে তাই চায় তাহলে আমায় বিয়ে করার জন্য ওকে অনুরোধ করব বই কি!'

'ও যেমন মেয়ে. তুমি একবার সাধলেই ঠিক রাজি হবে', রাগে ফুঁশতে ফুঁশতে কে বলল, 'কিন্তু তাতে আমার কি লাভ হবে?'

'তুমি ইচ্ছে করলে আমার চাইতে যোগ্য কোনও লোককে বিয়ে করতে পারো,' নেভিল বলল, 'তবে তোমার উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা আমি করব—'

'উঁহু,' গলা চড়িয়ে কে বলল, 'ওসব ঘুষের লোভ আমায় দেখিয়ো না! শুনে রাখো নেভিল, তুমি হাজার বললেও আমি কিছুতেই তোমায় ডিভোর্স করব না। আর কেনই বা করব, একদিন তোমায় ভালবেসেছিলাম বলেই না পরে তোমায় বিয়ে করেছিলাম। আমার ওপর থেকে তোমার সব মোহ যে কেটে যাচ্ছে তা আমার অজানা নয়। কিন্তু হাজার চাইলেও আমি তোমায় আর ঐ অড্রের কাছে ফিরে যেতে দেবো না, তার আগে আমি তোমাদের দু'জনকেই খুন করব। আগে তোমায় খুন করব, তারপরে ঐ অড্রেকে খুন করব। তোমাদের দু'জনের মরা মুখ দেখলে তবে আমি শান্ত হবো। আমি—'

'চুপ করো কে,' নেভিল এগিয়ে এসে তার হাত চেপে ধরে ধমক দিল। 'বাড়িওর্দ্ধ এতলোক, ওদের মাঝখানে কোনও 'সিন' তৈরি করো না, দোহাই তোমার!'

'কেন করব না শুনি?' বলে চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিল কে, কিন্তু ঠিক তখনই খাস আর্দালি হারস্টল

ভগ্নদূতের মতো হাজির হয়ে বলল, 'ড্রয়িং রুমে আপনাদের চা দেওয়া হয়েছে,' বলেই সে পেছন ফিরে চলে গেল। কে আর নেভিল তার পেছন পেছন এগিয়ে গেল ড্রয়িং রুমের দিকে। ওপরে আকাশে তখন ঘন কালো মেঘের দল জোট বাঁধছে।

সন্ধ্যের পর ঠিক পৌনে সাতটা নাগাদ আকাশ ভেঙ্গে ঝম্‌ঝম্‌ করে বৃষ্টি নামল। শোবার ঘরের জানালার সামনে দাঁড়িয়ে সেই বৃষ্টি দু'চোখ ভরে কিছুক্ষণ দেখল নেভিল। কে-র সঙ্গে আর একটি কথাও বলেনি সে, বিকেলে চা খাবার সময় থেকে তারা দু'জনেই দু'জনকে এড়িয়ে চলছে।

রাতের বেলা মুখ গোমড়া করে ডিনার সারল সবাই। কে-র মুখের চড়া মেক-আপ সবার চোখে অস্বস্তিকর ঠেকছে।

অড্রে এমনিতেই কথা কম বলে, তারপরে বিকেলের অশান্তির পরে এখন দেখে মনে হচ্ছে তার দেহে প্রাণের লেশটুকুও নেই। এক মেরি অ্যালডিন একাই যা কথাবার্তা বলছে।

'বড্ড একঘেঁয়ে লাগছে,' ডিনার শেষ হযে আসতে নেভিল বলল, 'ভাবছি খাবার পরে ইস্টারহেড গিয়ে ঢেড ল্যাটিমরের সঙ্গে একহাত বিলিয়ার্ড খেলব।'

'তাহলে মনে করে ল্যাচ-কি টা নিয়ে যেয়ো,' মেরি বলল, ' তোমার ফিরতে হয়তো দেরি হবে।'

'মনে করিয়ে দেবার জন্যে ধন্যবাদ,' নেভিল বলল।

ডিনারের পরে সবাই কফি খেল, তারপরে বেতারে খবর পড়া শুরু হতে ডিনার টেবিলের গুমোট ভাবটা খানিকটা হালকা হলো। কে-র মাথা ধরেছিল, মেরির কাছ থেকে অ্যাসপিরিনের বড়ি চেয়ে নিয়ে সে পা বাড়াল শোবার ঘরের দিকে। খবর পড়া শেষ হতে নেভিল রেডিওর নব্‌ ঘুরিয়ে কিছুক্ষণ বাজনা শুনল। অড্রে কাছেই বসে আছে কিন্তু তার দিকে মুখ তুলে তাকানোর মত সাহস পাচ্ছে না সে, এই মুহূর্তে একটা বাচ্চা ছেলের মতো দেখাচ্ছে তাকে অনেক দুঃখ জমে আছে মনে। নেভিলের জন্য করুণা বোধ করল মেরি।

'তুমি অতদূর যাবে কিসে;' জানতে চাইল মেরি, 'গাড়িতে, না ফেরিতে চাপবে?'

'না, না,' নেভিল বলল, 'এতরাতে পনেরো মাইল পথ পাড়ি দিতে গাড়ি বের করব না, আমি ফেরিতে চেপেই পৌঁছে যাবো।'

'বাইরে কিন্তু বৃষ্টি নেমেছে।'

'জানি, ধন্যবাদ, আমার সঙ্গে বর্ষাতি আছে।'

'গুডনাইট,' বলে উঠে পড়ল নেভিল। হলঘরে খাস আর্দালি হারস্টল এসে দাঁড়াল তার সামনে, খানিক ইতস্ততঃ করে বলল, 'আপনি কষ্ট করে একবার ওপরে যাবেন? মা ঠাকরুণ মানে লেডি ট্রেসিলিয়ান আপনাকে ডেকেছেন।'

দেয়ালঘড়ির দিকে চোখ পড়তে নেভিল দেখল রাত দশটা বেজে গেছে। অসহায় ভঙ্গি করে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠল নেভিল, করিডর পেরিয়ে লেডি ট্রেসিলিয়ানের শোবারঘরের দরজায় আলতো টোকা দিল। নিচে হলঘর থেকে অনেকের গলা ভেসে আসছে।

'ভেতরে এসো,' দরজার ওপাশ থেকে লেডি ট্রেসিলিয়ানের চেনা গলা ভেসে এলো। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে পাল্লা দুটো ভেজিয়ে দিলো নেভিল।

বিছানায় বসে বই পড়ছেন লেডি ট্রেসিলিয়ান, এই মুহূর্তে খাটের লাগোয়া একটা রিডিং ল্যাম্প ছাড়া শোবারঘরের আর সব আলো নেভানো। চশমার কাঁচের ওপর দিকে কটমট করে তার দিকে তাকিয়ে লেডি ট্রেসিলিয়ান বললেন, 'তোমায় কিছু বলার আছে, নেভিল?'

'গলা শুনে মনে হচ্ছে আপনি আমায় বকাঝকা করতে চান,' পরিবেশটা হালকা করতে মুখে জোর

করে হাসি আনতে চাইল নেভিল। কিন্তু লেডি ট্রেসিলিয়ান একটুও না হেসে গম্ভীর গলায় বললেন, 'নেভিল, মনে রেখো যতই স্নেহের আর কাছের হওনা কেন, তোমার আর তোমাদের কিছু আচরণ আমার বাড়িতে আমি মোটেও বরদাস্ত করব না। তোমাদের আর তোমার স্ত্রীর ব্যক্তিগত কথাবার্তা বা আলাপ আলোচনা আড়ি পেতে শোনার এতটুকু ইচ্ছে আমার নেই, কিন্তু ঠিক আমার শোবার ঘরের মাথার কাছেই জানালার নিচে যদি তোমরা যখন তখন ঝগড়াঝাঁটি বাঁধিয়ে নাটক করো আর দু'জনে দু'জনকে যা-তা বলে গালিগালাজ করো তা কিন্তু আমার কানে ঠিকই পৌঁছাবে। তোমাদের ঝগড়াঝাঁটি শুনে এটুকু বুঝেছি যে কে-কে ডিভোর্স করে তুমি অড্রেকে আবার বিয়ে করার এক ফন্দি আঁটছো। মনে রেখো নেভিল এতবড় অন্যায় আমি কখনোই তোমায় করতে দেব না আর এ প্রসঙ্গে তোমার মুখ থেকে একটি কথাও আমি শুনতে চাই না।'

'নাটক করে আপনার শান্তির ব্যাঘাত ঘটিয়ে থাকলে আমি মাফ চাইছি,' অতি কষ্টে রাগ চেপে নেভিল বলল, 'এছাড়া বাকি যা বললেন সেটা পুরোপুরি আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার!'

'না, মোটেও তা নয়!' অল্প গলা চড়ালেন লেডি ট্রেসিলিয়ান, 'অড্রের কাছাকাছি আসার মতলবে হয় তুমি আমার এ বাড়ি কাজে লাগিয়েছো—অথবা অড্রে তা কাজে লাগিয়েছে--'

'আপনার ধারণা ভুল!' নেভিল তাঁকে বোঝানোর চেষ্টা করল। অড্রে এসব কিছুই করেনি। আসলে অড্রে—'

'আসলে যাই হোক না কেন নেভিল,' উত্তেজিত ভঙ্গিতে দু'হাত তুলে লেডি ট্রেসিলিয়ান তাকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'কে হলো তোমায় বৈধ স্ত্রী, তাই স্বাভাবিক ভাবেই কিছু আইনসঙ্গত অধিকার ওর আছে যা থেকে তুমি তাকে কোনমতেই বঞ্চিত করতে পারো না। এও মনে রেখো, এদিক থেকে আমি কিন্তু পুরোপুরি কে-র পক্ষে। নিজের শয্যা যখন নিজে পেতেছো নেভিল, তখন তোমায় তার ওপর শোয়া ছাড়া তোমার সামনে অন্য পথ খোলা নেই। স্ত্রী হিসেবে কে-র প্রতি তোমার কিছু কর্তব্য আছে, আর তাই আমি তোমায় সাফ জানিয়ে দিচ্ছি—'

'আপনি ভুল করছেন,' এবারে নেভিলও গলা চড়াল, এক পা এগিয়ে এসে সে বলল, 'এটা পুরোপুরি আমার নিজের ব্যক্তিগত ব্যাপার, এর মধ্যে আপনার করার কিছু নেই!'

'হ্যাঁ, আমার কথা এখনও শেষ হয়নি,' নেভিলের চড়া গলা ছাপিয়ে লেডি ট্রেসিলিয়ান উত্তেজিত গলায় বলে উঠলেন, 'অড্রে আগামীকালই এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে!'

'না, ও যাবে না! আপনি চাইলেও আমি ওকে যেতে দেব না—'

'নেভিল! অমন করে আঙ্গুল নেড়ে আমার সামনে চেঁচাবে না বলে দিচ্ছি!'

'আমিও বলে দিচ্ছি এসব মোটেও বরদাস্ত করব না—'

বাইরে প্যাসেজে কারও ঘরের দরজা বন্ধ হবার আওয়াজ ভেসে এল...

লেডি ট্রেসিলিয়ানের দিনরাতের কাজের মেয়ে অ্যালিস বেন্টহ্যাম ছুটতে ছুটতে এসে দাঁড়াল রাঁধুনি মিসেস স্পাইসারের সামনে, চাপা উত্তেজনায় অ্যালিসের বুকের ভেতরটা তখন ধড়ফড় করছে।

'ওঃ, মিসেস স্পাইসার,' বড় বড় চোখ মেলে তাকিয়ে অ্যালিস বলল, 'কি করব বুঝতে না পেরে আপনার কাছে ছুটে এলাম। আপনি বুড়ো মানুষ, ভেবে চিন্তে যা হোক একটা বুদ্ধি দিন।'

'ব্যাপার কি, বাছা', স্পাইসার বললেন, 'তোমাদের আবার কি হলো?'

'আমি নই,' অ্যালিস ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলল, 'ঝামেলা বেঁধেছে আমাদের মিস ব্যারেটকে নিয়ে।'

ঘন্টাখানেক আগে চা দিতে গিয়ে দেখি উনি কেমন অসাড় হয়ে ঘুমোচ্ছেন, নাম ধরে কত ডাকাডাকি করলাম কিন্তু উনি কিছুতেই চোখ মেললেন না। এদিকে আমাদের মা ঠাকরুণের চাও তৈরি হয়ে গেছে, ঐ চা তো মিস ব্যারেটেরই ওঁর কাছে নিয়ে যাবার কথা। পাঁচ মিনিট আগে তাই আমি আবার গেলাম

ওঁকে ডাকতে। কিন্তু দেখলাম উনি মানে মিস ব্যারেট তখনও ঘুমোচ্ছেন।'

'তুমি ওঁকে ঠেলেছিলে?' জানতে চাইলেন মিসেস স্পাইসার, 'ধাক্কা দিয়েছিলে?'

'দিয়েছিলাম মিসেস স্পাইসার,' অ্যালিস বলল, 'নাম ধরে ডাকতে ডাকতে খুব জোরে কয়েকবার ঠেলেছি। কিন্তু মিস ব্যারেটের ঘুম ভাঙ্গেনি, তাছাড়া ওঁর চোখমুখও ভারি অস্বাভাবিক দেখাচ্ছিল।'

'এত ভারি বিশ্রি ব্যাপার,' বললেন মিসেস স্পাইসার, 'মিস ব্যারেট মরে গেলেন না তো?'

'না, মিসেস স্পাইসার,' অ্যালিস বলল, 'মিস ব্যারেট বেঁচে আছেন। ওঁর বুকে কান চেপে ধরে আমি নিঃশ্বাস নেবার শব্দ শুনেছি। এখন আমার মনে হচ্ছে উনি বোধহয় অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।'

'বেশ, তাহলে আমি নিজে যাচ্ছি মিস ব্যারেটকে দেখতে,' মিসেস স্পাইসার বললেন, 'তুমি মা ঠাকরুণের চা-টা ওঁর কাছে নিয়ে যাও। মনে করে একটা নতুন পটে চা নিয়ে যাও নয়ত কি হয়েছে ভেবে উনি আবার চিন্তাভাবনা করবেন।'

একটি কথাও না বলে অ্যালিস মিসেস স্পাইসারের কথামত চায়ের ট্রে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপর তলায় উঠে গেল। করিডর দিয়ে এগোতে এগোতে লেডি ট্রেসিলিয়ানের শোবার ঘরের দরজায় আলতো করে টোকা দিল। কয়েকবার টোকা দেয়া সত্ত্বেও ভেতর থেকে সাড়া শব্দ না পেয়ে দরজা ঠেলে ঢুকে পড়ল শোবার ঘরে। পরমুহূর্তে চীনে মাটির বাসন ভাঙ্গার আওয়াজ ছড়িয়ে পড়ল গোটা বাড়িতে, সেই সঙ্গে শোনা গেল অ্যালিসের কানফাটা চিৎকার। প্রাণপণে চেঁচাতে চেঁচাতে অ্যালিস দ্রুত পা চালিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসে হাজির হল একতলার হলঘরে। সেখানে তখন খাস আর্দালি হারস্টল দাঁড়িয়েছিল, তার সামনে দাঁড়িয়ে কাঁদো কাঁদো গলায় বলল অ্যালিস, 'ওঃ মিঃ হারস্টল—কি সাংঘাতিক ব্যাপার ওপরে নিশ্চয়ই ডাকাত পড়েছিল গো! আমাদের মা ঠাকরুণকে ওরা খুন করেছে। মা ঠাকরুণ পড়ে আছেন বিছানায়। ওঁর মাথায় একটা বড় গর্ত হয়েছে, সেখান থেকে রক্ত গড়িয়ে বিছানা ভেসে যাচ্ছে। ওগো আমাদের কি হবে গো! কে আমাদের এতবড় সর্বনাশ করল?'

এখনও আঁধার রয়েছে

সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ব্যাটলের ছুটি শেষ হতে এখনও তিন দিন বাকি, আচমকা আবহাওয়া পাল্টে বৃষ্টি নামার দরুন তাঁর মনমেজাজ গেছে বিগড়ে, ছুটির সব আনন্দও গেছে নষ্ট হয়ে। কিন্তু ইংল্যাণ্ডের মত জায়গায় এছাড়া আর কি-ই বা আশা করা যায়?

সি আই ডি ইন্সপেক্টর জেমস লিচ্ সম্পর্কে ব্যাটলের ভাগ্নে তা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, ভাগ্নের কাছেই ছুটি কাটাচ্ছেন ব্যাটল। সেদিন সাত সকালে ভাগ্নের মুখোমুখি বসে তিনি ব্রেকফাস্ট খাচ্ছেন এমন সময় টেলিফোনটা সশব্দে বেজে উঠল। খাওয়া ছেড়ে রিসিভারটা তুলে তিনি কাকে কি বলছেন তা নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে একমনে খেয়ে যেতে লাগলেন ব্যাটল। তবে খানিকবাদে 'আমি এক্ষুণি আসছি, স্যার' ভাগ্নের এই ক'টা কথা তাঁর কানে যখন পৌঁছোলো তখন স্বাভাবিকভাবেই তাঁর মনে যে অনুভূতি জেগে উঠল তার নাম কৌতূহল। ইন্সপেক্টর লিচ্ রিসিভার নামিয়ে ফিরে এসে বসতেই ব্যাটল খাওয়া থামিয়ে মুখ তুলে তাকালেন, খুঁটিয়ে ভাগ্নের চোখমুখ দেখতে দেখতে বললেন, 'কি রে জিম, সাংঘাতিক কিছু ঘটেছে বলে মনে হচ্ছে!'

'হ্যাঁ, মামা,' গরম চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে ইন্সপেক্টর লিচ্ বললেন, 'সত্যিই সাংঘাতিক ঘটনা, খুনের মামলা। নদীর ধারে পাহাড়ের মত উঁচু জায়গাটায় গালস পয়েন্ট নামে একটা পুরোনো বাড়ি আছে আশা করি দেখেছো, সেই বাড়ির মালকিন লেডি ট্রেসিলিয়ান ছিলেন এই অঞ্চলের এক জনপ্রিয় মহিলা। কিছুদিন ধরে অসুখে ভোগার ফলে মহিলা চলফেরার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিলেন, হ্যাঁ, তিনিই খুন হয়েছেন।'

'হুঁম,' ভাগ্নের মুখ থেকে বিবরণ শুনে গম্ভীর মুখে ঘাড় নাড়লেন ব্যাটল।

'বুড়্ঢা' আমায় ডেকেছেন' (চীফ কনস্টেবল বা পুলিশ প্রধানকে ইন্সপেক্টর লিচ্ মামার সামনে বুড়্ঢা বলে উল্লেখ করেন), 'উনি ছিলেন নিহত মহিলার বন্ধু। বুড়্ঢা আমায় নিয়ে খুনের ঘটনাস্থলে যাবেন বললেন।'

সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ব্যাটলের খাওয়া শেষ হয়েছে, একমনে তিনি ভাগ্নের কথাগুলো শুনে যাচ্ছেন।

'মামা!' দরজার কাছাকাছি গিয়ে ইন্সপেক্টর লিচ্ ঘুরে দাঁড়িয়ে ব্যাটলকে বললেন, 'এমন একটা জবরদস্ত খুনের মামলা এই প্রথম আমার হাতে এল। তুমি এ কেসে আমায় মদত দেবে তো? বলো, দেবে না?'

'যতক্ষণ তোর এখানে আছি ততক্ষণ নিশ্চয়ই দেব,' আশ্বাস দেবার গলায় বললেন ব্যাটল, জানতে চাইলেন, 'ডাকাতি করতে এসে কেউ ভদ্রমহিলাকে খুন করেছে নাকি?'

'তা আমি এখনও ঠিক জানি না, মামা,' বললেন ইন্সপেক্টর জেমস লিচ্।

এর ঠিক আধঘন্টা বাদে চীফ কনস্টেবল মেজর রবার্ট সিচেলের মুখোমুখি হলেন মামা আর ভাগ্নে।

'এতো আগে মন্তব্য করা উচিত নয় জানি,' গম্ভীর গলায় চীফ কনস্টেবল বললেন,' তবে বাইরের কেউ যে এ কাজ করে নি তা জলের মতো পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। আজ সকালে ঐ বাড়ির প্রত্যেকটি দরজা জানালা বন্ধ দেখেছে সবাই তাছাড়া অর্থাৎ দরজা জানালা ভেঙ্গে কেউ বাইরে থেকে ভেতরে ঢোকেনি। এছাড়া বাড়ির ভেতরের প্রত্যেকটি জিনিস-পত্র অক্ষত আছে, কেউ সেসব ছোঁয় নি। তার মানে এটা বাইরের কারও কাজ নয়, ভদ্রমহিলা, মানে লেডি ট্রেসিলিয়ান ঐ বাড়িরই কোনও সদস্যের হাতে খুন হয়েছেন এই ধারণার ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করতে আমি কোনও বাধা দেখছি না।' কথা শেষ করেই তিনি ব্যাটলের দিকে তাকালেন, একটু ভেবে বললেন, 'জানি আপনি এখানে ছুটি কাটাতে এসেছেন, তাহলেও বলছি আমি নিজে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডকে বললে ওরা এ কেসের তদন্তের দায়িত্ব আপনাকে দেবে তো? আপনার মতো অভিজ্ঞ অফিসার হাতের কাছে আছেন, তার ওপর সম্পর্কে আপনি ইন্সপেক্টর লিচ্-এর মামা। অবশ্য যদি আপনার নিজের আপত্তি না থাকে কারণ আমি খুব ভালভাবেই জানি কেস হাতে নিলে আপনার ছুটির বাকি দিনগুলো নষ্ট হবে।'

'ওটা কোনও ব্যাপার নয় স্যার,' ব্যাটল বললেন, 'আর স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের অনুমতি নিতেও আপনার অসুবিধে হবে না। আপনি শুধু টেলিফোনে স্যার এডগারের সঙ্গে একবার কথা বলে নিন, উনি তো আপনার পুরোনো বন্ধু। (স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের অন্যতম সহকারী কমিশনার স্যার এডগার কটন ব্যাটলের ওপরওয়ালা)।

'ঠিক বলেছেন,' বলেই টেলিফোনের রিসিভার তুলে মেজর মিচেল অপারেটরকে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে লাইন দিতে বললেন।

'এটা কি খুব গুরুত্বপূর্ণ কেস, স্যার?' জানতে চাইলেন ব্যাটল।

'এটা এমন একটা কেস যেখানে সবরকম ভুলের সম্ভাবনা আমরা এড়িয়ে যেতে চাই। খুনি পুরুষ বা নারী যেই হোক সে সম্পর্কে আমরা পুরোপুরি নিশ্চিত হতে চাই।'

কোনও মন্তব্য না করে সায় দেবার ভঙ্গিতে ঘাড় নাড়লেন ব্যাটল।

নিহত লেডি ট্রেসিলিয়ানের শোবার ঘরের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছেন সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ব্যাটল আর তাঁর সুযোগ্য ভাগ্নে ইন্সপেক্টর জেমস লিচ্। তাঁদের কিছু তফাতে মেঝেতে পড়ে আছে একটা ভারি গল্‌ফ খেলার লাঠি যার পোষাকি নাম গল্‌ফ ক্লাব বা 'নিবলিক'। সেই লাঠির মাথায় আঁটা লোহার পাত জমাট

রক্তে মাখামাখি হয়ে আছে, কয়েকগাছি ধপধপে পাকা চুল আঠার মতো সেঁটে আছে সেখানে। একজন সাদা পোষাকের গোয়েন্দা সার্জেন্ট সেই লাঠির গায়ে তন্ন তন্ন করে আঙ্গুলের ছাপ খুঁজছেন।

নিহত লেডি ট্রেসিলিয়ানের মৃতদেহ তখনও পড়ে আছে তাঁর খাটের ওপর, জেলার পুলিশ সার্জন হিসেবে ডঃ ল্যাজেনবি উবু হয়ে ঝুঁকে মৃতদেহ পরীক্ষা করছেন।

'আঘাতটা এসেছে সামনে থেকে,' খানিক বাদে মুখ তুলে চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন ডঃ ল্যাজেনবি, 'আততায়ী সামনের দিক থেকে প্রচণ্ড জোরে ওঁকে আঘাত করেছে, প্রথম আঘাতেই খুলির হাড় ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে ওঁর মৃত্যু ঘটেছে। কিন্তু এক ঘা মেরে আততায়ী নিশ্চিত হয়নি। পুরোপুবি নিশ্চিত হবার জন্যে সে আবারও আঘাত হেনেছে।'

'ক'টা নাগাদ ওঁর মৃত্যু ঘটেছে বলে আপনার মনে হয়?' জানতে চাইলেন ইন্সপেক্টব লিচ্।

'আমার মতে রাত ১০টা থেকে ১২টাব ভেতর,' বললনে ডঃ ল্যাজেনবি, 'আরও বিশদ করে বলতে গেলে রাত ১০টার আগে নয়, আর রাত ১২টা পরে নয়।'

'আর এই লাঠিটা দিয়েই আততায়ী ওঁকে আঘাত করেছিল বলতে চান?'

'খুব সম্ভবতঃ,' একনজর লাঠিটার দিকে তাকিয়ে বললেন ডঃ ল্যাজেনবি, 'আততায়ী যে এটা ফেলে রেখে গেছে তা আমাদের সৌভাগ্য বলতে হবে, নয়তো মৃতদেহের মাথার চোট দেখে এটাই খুনের হাতিয়ার সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যেত না। এখন যা দাঁড়াচ্ছে লাঠির মাথায় আঁটা লোহার ধারালো ফলা নয়, লাঠির পেছনের কোণাচে দিকটা নিশ্চয়ই ওঁর মাথায় আঘাত হেনেছে।'

'কিন্তু সে কাজটা কি খুব দুঃসাধ্য হবে না?' জানতে চাইলেন ইন্সপেক্টর লিচ্।

'যদি এই উদ্দেশ্য হযে থাকে তাহলে দুঃসাধ্য হওয়াটাই স্বাভাবিক', ইন্সপেক্টর লিচ্-এর মন্তব্যে সায় দিয়ে ডাক্তার বললেন, 'অদ্ভুত ভাবে এটা ঘটে গেছে আমি শুধু এটুকুই ধরে নিতে পারি।'

দু'হাত তুলে ইন্সপেক্টর লিচ্ কি ভাবে আততায়ী আঘাত হানতে পারে অনুমানের ওপর ভিত্তি করে তা দেখানোর চেষ্টা করলেন, খানিকবাদে তিনি মন্তব্য করলেন, ' যেমন অদ্ভুত তেমনই অস্বাভাবিক।'

'ঠিক বলেছেন,' খানিকটা নিজের মনেই বললেন ডঃ ল্যাজেনবি, 'গোটা ব্যাপারটাই অদ্ভুত আর অস্বাভাবিক, সেইসঙ্গে অসুবিধাজনকও বটে। দেখতেই পাচ্ছেন, মহিলার ডান দিকের রগে আততায়ী আঘাত হেনেছে—কিন্তু যেই হোক না কেন, সে লোক নিশ্চয়ই খাটের মাথার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়েছিল খাটের ঠিক ডানদিকে। দেয়াল থেকে কোণ বড্ড ছোট, বাঁদিকেও জায়গা প্রায় নেই বলা চলে।'

'তার মানে আপনি বলতে চান আততায়ী ন্যাটা?' জানতে চাইলেন ইন্সপেক্টর লিচ্।

'এ প্রসঙ্গে আমি কোনও মন্তব্য করতে রাজি নই', ইন্সপেক্টর লিচ্ বললেন, 'প্রচুর অসুবিধা আছে। আপনি যদি বলেন তো আমি বলব আততায়ী ন্যাটা ছিল এটাই হবে সবচাইতে সহজ ব্যাখ্যা—তবে তার ব্যাখ্যার আরও অনেক পথ আছে। ধরুন, উদাহরণ হিসেবে বলা যায় আততায়ী আঘাত হানার জন্য লাঠিটা তোলার সঙ্গে সঙ্গে নিহত মহিলা তাঁর মাথাটা হয়ত বাঁদিকে অল্প ঘুরিয়েছিলেন। অথবা এও হতে পারে যে আততায়ী মহিলাব খাটখানা তাঁকে খুন করার আগেই সরিয়ে বাঁদিকে দাঁড়িয়েছিল, তারপরে মহিলাকে খুন করে খাটটা আবার আগের জায়গায় এনে রেখেছিল।'

'শেষের সম্ভাবনাটা খুব যুক্তিসঙ্গত ঠেকছে না,' বললেন ইন্সপেক্টর লিচ্।

'যুক্তিসঙ্গত না হলেও এটা হওয়া খুবই স্বাভাবিক। এসব ব্যাপাবে আমার নিজের কিছু অভিজ্ঞতা আছে, আর আমি এও বলছি যে ন্যাটা আততায়ী বাঁ হাতে আঘাত হেনেছে এই ব্যাখ্যায় প্রচুর অস্বাভাবিকতা লুকিয়ে আছে।'

'স্যার' গোয়েন্দা সার্জেন্ট জোনস মেঝে থেকে উঠে দাঁড়িয়ে ইন্সপেক্টর লিচ্কে বললেন, 'গলফ খেলার এই লাঠিটা কিন্তু ডানহাতি খেলোয়াড়দের জন্য।'

'তাহলেও,' ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে লিচ্ বললেন, 'যে লোক ওটা খুনের হাতিয়ার হিসেবে কাজে লাগিয়েছে এটা হয়ত তার নাও হতে পারে। কিন্তু ডঃ ল্যাজেনবি, আততায়ী পুরুষ ছিল সে বিষয়ে তো নিশ্চিত হওয়া যায়, না কি?'

'অতটা নিশ্চিত হওয়া সম্ভব নয়,' বললেন ডঃ ল্যাজেনবি, 'এটা যদি সত্যিই খুনের হাতিয়ার হয় তাহলে বলতে হবে আততায়ী মেয়ে মানুষটি এটা দিয়ে প্রচন্ড জোরে আঘাত হেনেছিল।'

'কিন্তু এটাই যে সত্যি সত্যি খুনের হাতিয়ার সে সম্পর্কে আপনি কি নিশ্চিত, ডাক্তার?' শান্ত গলায় প্রশ্ন করলেন সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ব্যাটল।

'না,' বুদ্ধিদীপ্ত চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন ডঃ ল্যাজেনবি, 'এটা খুনের হাতিয়ার হওয়া খুব সম্ভব, এর বেশি কিছু আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। এর গায়ে যে রক্ত জমাট বাঁধা তা আমি পরীক্ষা করে দেখব এই রক্ত আর নিহত মহিলার রক্ত একই গ্রুপের কিনা। জমাটবাঁধা রক্তের সঙ্গে সেঁটে থাকা পাকা চুলগুলোও ওঁরই মাথার কিনা তাও দেখব। এই লাঠিটাই খুনের হাতিয়ার কিনা সে সম্পর্কে আপনার নিজের মনে কোনও সন্দেহ আছে, সুপারিন্টেণ্ডেন্ট?'

'আমি মশাই সাধারণ লোক,' মাথা নেড়ে ব্যাটল বললেন, 'নিজের চোখে যা দেখি শুধু তাই বিশ্বাস করি। খুনের হাতিয়ার যাইহোক, সেটা যে বেশ ভারি, তাতে সন্দেহ নেই, খুব ভারি কিছু দিয়ে ওঁকে আততায়ী আঘাত করেছে। গল্‌ফ খেলাব এই লাঠিটা যথেষ্ট ভারি, এর গায়ে জমাট বাঁধা রক্ত আর কয়েকগাছা পাকা চুল এঁটে আছে তাই এটা খুনের হাতিয়ার হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কাজেই এটা খুনের হাতিয়ার সে সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত হতে পারি।'

'খুনের সময় মহিলা ঘুমিয়েছিলেন, না কি জেগে ছিলেন?' জানতে চাইলেন ইন্সপেক্টর লিচ্।

'আমার মতে জেগেছিলেন,' ব্যাটল বললেন, 'ওঁর চোখের চাউনিতে বিস্ময় ফুটে উঠেছে। ব্যক্তিগত অভিমত হলেও আমি বলব এমন একটা ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে তা উনি আশা করেন নি। আততায়ীকে বাধা দেবার বা তার সঙ্গে ধস্তাধস্তি করার কোনও চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। মহিলার চোখের চাউনিতে ভীতি বা আতঙ্কের ছাপও ফোটেনি। অনুমানের খাতিরে ধরে নেওয়া যায় যে ঘটনা ঘটার সময় নিহত ভদ্রমহিলার ঘুম সবে ভেঙ্গেছিল তাই ঐসময় তিনি এতটাই ঘোরের মধ্যে ছিলেন যে কি ঘটতে যাচ্ছে কিছুই বুঝে উঠতে পারেন নি—অথবা এমনও হতে পারে যে খুন হবার আগের মুহূর্তে তিনি আততায়ীকে চিনতে পেরেছিলেন আর সে এমন কেউ ছিল যে তাঁর কোনওরকম ক্ষতি করতে পারে না।'

ঘরের ভেতর বেডল্যাম্প ছাড়া আর সব আলো নেভানো ছিল, কিছুটা নিজের মনেই বলনে ইন্সপেক্টর লিচ্, 'ভদ্রমহিলা খুন হবার পরেও বেডল্যাম্প জ্বলছিল।'

'হ্যাঁ, দু'ভাবে এর ব্যাখ্যা করা যায়', বললেন সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ব্যাটল, 'আততায়ী বা আর কেউ ঘরের ভেতরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভেঙ্গে নিহত মহিলা ঐ আলো জ্বালিয়েছিলেন, অথবা উনি খুন হবার আগে থেকেই ওটা জ্বলছিল।'

'লাঠিটার গায়ে আঙ্গুলের ছাপ খুব স্পষ্ট পড়েছে।' বললেন গোয়েন্দা সার্জেন্ট জোনস, 'খুব সহজেই ছাপ তুলে নিয়েছি।'

'এর ফলে তদন্তের কাজ সহজ হয়ে দাঁড়াল', দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন ইন্সপেক্টর লিচ্।

'আততায়ী নিজেই তো তদন্তের কাজ এগিয়ে নিয়ে গেছে,' বললেন ডঃ ল্যাজেনবি, 'আঙ্গুলের ছাপ সমেত খুনের হাতিয়ারখানা ফেলে রেখে গেছে। নিজের ভিজিটিংকার্ড একটা কেন রাখল না তাই তো ভেবে পাচ্ছি না।'

'হয়ত খুন করার সময় তার মাথার ঠিক ছিল না,' বললেন ব্যাটল, 'এরকম ঘটনা ঘটা খুব স্বাভাবিক যখন খুন করার পরে আততায়ী জ্ঞানবুদ্ধি হারিয়ে এমন কিছু কাজ করে বসে যা তার ধরা পড়ার পথ সহজ হয়।'

'ঠিকই বলেছেন,' ঘাড় নেড়ে ডাক্তার সায় দিয়ে বললেন, 'আচ্ছা, আমি তাহলে এখন আসছি। এ বাড়িতে আমাব একজন রুগী আছে, আমি তাকে দেখতে চললুম।'

'এ বাড়িতে রুগী?' ব্যাটলের গলায় বিস্ময আর কৌতূহল একসঙ্গে ফুটল, 'সে কে, মশাই?'

'লেডি ট্রেসিলিয়ানের খাস আর্দালি হারস্টলের মুখ থেকে শুনলাম ওঁর দিনবাতের কাজের মেয়ে মিস ব্যারেটকে আজ সকালে 'কোমা'-য় আচ্ছন্ন অবস্থায় দেখা গেছে।'

'এমন হবার কারণ কি?'

'খুব কড়া ঘুমের ওষুধ কেউ ওঁকে খাইয়েছে,' ডঃ ল্যাজেনবি বললেন, 'অবস্থা সংকটজনক হলেও উনি সেরে উঠবেন।'

'কার সেরে ওঠার কথা বলছেন,' ব্যাটল জানতে চাইলেন, 'কাজের মেয়ে মিস ব্যারেট?'

জবাব না দিয়ে ডঃ ল্যাজেনবি সায় দেবার ভঙ্গিতে ঘাড় নড়লেন, আর তখনই তাঁর চোখে পড়ল লেডি ট্রেসিলিয়ানের নিথর মৃতদেহের হাতের পাশে টানা ঘন্টার দড়ির ঝালরটা এলিয়ে পড়ে আছে, ব্যাটল বড় বড় চোখ মেলে তাকিয়ে আছেন সেদিকে।

'কাজের মেয়ে মিস ব্যারেটের ঘরে ঐ ঘন্টাটা ঝুলছে,' ডঃ ল্যাজেনবি বললেন, 'লেডি ট্রেসিলিয়ান কোনও কারণে ভয় পেলে ঐ দড়ি ধরে টেনে ওঁর কাজের মেয়েকে ডাকতেন। হয়ত মারা যাবার আগে উনি দড়ি ধরে টেনেওছিলেন কিন্তু ওঁর কাজের মেয়ে ঘুমে আচ্ছন্ন থাকায় ঘন্টার আওয়াজ শুনতে পায় নি।'

'কাজের মেয়েটির যে ঘুমের ওষুধ খাবার নেশা ছিল না এ বিষয়ে আপনি নিশ্চিত?'

'পুরোপুরি নিশ্চিত,' বললেন ডঃ ল্যাজেনবি, 'ওর ঘর তল্লাশি করে কোনও ঘুমের ওষুধ বা বড়ির হদিশ মেলেনি। তবে ঘুমের ওষুধ কি ভাবে মেয়েটিকে খাওয়ানো হয়েছে তা আমি ঠিক জানতে পেরেছি— রোজ রাতে মেয়েটি সোনামুখী পাতার ক্বাথ জোলাপ হিসেবে খেত, তারই সঙ্গে কড়া ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে খাওয়ানো হয়েছিল মেয়েটিকে।'

'হুঁম,' থুতনি চুলকে গম্ভীর গলায় মন্তব্য করলেন ব্যাটল,' এ বাড়ির কোথায় কি আছে, কাজের মেয়েদের কার কি খাবার অভ্যেস সবই দেখছি আততায়ীর জানা আছে। বুঝলেন ডাক্তার, এখন বেশ বুঝতে পারছি এটা একটা অদ্ভুত ধরনের খুন।'

'সে আপনার ব্যাপার', ডঃ ল্যাজেনবি বলনে, 'আপনিই ভাল বুঝবেন', বলে তিনি শোবার ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

বিভিন্ন অবস্থান থেকে মৃতদেহের একাধিক ফটো তোলা হয়েছে, নেয়া হয়েছে তদন্তের কাজে অপরিহার্য একাধিক মাপজোক।

'আচ্ছা জিম,' ভাগ্নে লিচ্‌কে প্রশ্ন করলেন ব্যাটল, 'আঙ্গুলের ছাপ লাগার পরে তুই কি করে মনে করিস যে কোন লোকের পক্ষে হাতে দস্তানা এঁটে ঐ লাঠি দিয়ে আঘাত হানা সম্ভব?'

'আমি তা মনে করি না,' ঘাড় নেড়ে বললেন ইন্সপেক্টর লিচ্, 'আর তুমি নিজেও যে তা মনে করো না তা আমি জানি। তুমি ঐ লাঠি ধরতে গেলেই আঙ্গুলের ছাপগুলো মুছে যাবে ওব গা থেকে। অথচ ওর গায়ে লেগে থাকা আঙ্গুলের ছাপগুলো যে মোছেনি তা তুমি নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছ।'

ব্যাটল মুখে কিছু না বলে শুধু ঘাড় নেড়ে ভাগ্নের সিদ্ধান্তকে সায় দিলেন। খানিকবাদে বললেন, 'এবারে তাহলে এ বাড়ির বাকি যে ক'জন সদস্য আছে তাঁদের সবার আঙ্গুলের ছাপ আলাদাভাবে জোগাড় করতে হবে। কাজটা সারতে হবে ভদ্রভাবে, কোনরকম জোর খাটানো চলবে না। তারপর দু'টো ব্যাপার ঘটা সম্ভব— হয় ওসব আঙ্গুলের ছাপের একটিও এই লাঠির গায়ে যে আঙ্গুলের ছাপ আমরা পেয়েছি তার সঙ্গে খাপ খাবে না, আর নয় তো—'

'আর নয়তো আমরা যে লোককে খুঁজছি তাকে অর্থাৎ আততায়ীকে খুঁজে পাব, এই তো?'

'তাই তো মনে হচ্ছে,' সায় দিয়ে বললেন ব্যাটল, ' সে পুরুষ না হয়ে নারীও হতে পারে।'

'না মামা,' গলা নামিয়ে লিচ্ বললেন, 'আততায়ী নারী নয় এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত। এই লাঠির গায়ে যে আঙ্গুলের ছাপ আমরা পেয়েছি তা পুরুষের, মেয়েদের আঙ্গুল এত বড় হয় না। তাছাড়া এ খুন কোনও মেয়েমানুষের কম্মো নয়।'

'ঠিক বলেছো,' সায় দিয়ে বললেন ব্যাটল, 'আততায়ী শুধু পুরুষ তাই নয়, সে একাধারে নিষ্ঠুর ও নির্বোধ, সর্বোপরি লোকটি নিয়মিত খেলাধূলো করে। কেমন, এ বাড়ির সদস্যদের মধ্যে এমন কেউ আছে নাকি?'

'এ বাড়ির কারও সঙ্গে এখনও পর্যন্ত আমার পরিচয় হয়নি, মামা,' লিচ্ বললেন। 'ওঁরা সবাই একতলায় খাবার ঘরে বসে আছেন।'

'এবার ওখানে গিয়ে ওঁদের সঙ্গে পরিচয় করতে হবে,' বলেই খাটের দিকে তাকালেন ব্যাটল, তারপর মাথা নেড়ে বললেন,.'কেন কে জানে, ঐ ঘণ্টার দড়ির ঝালরটা আমার ঠিক ভাল লাগছে না।'

'কেন,' লিচ্ বললেন, 'ওটা কি দোষ করল?'

'ওটা ঠিক খাপ খাচ্ছে না।' বলতে বলতেই শোবার ঘরের দরজা খুলে বাইরে পা বাড়ালেন ব্যাটল, 'কে ওকে খুন করতে পারে তাই ভাবছি। ওঁর যা বয়স হয়েছিল এই বয়সে অনেক মহিলাই খিটখিটে বদমেজাজী হয়ে পড়েন, কিন্তু লেডি ট্রেসিলিয়ান তেমন ছিলেন না, উনি সবারই প্রিয় ছিলেন।' একটু থেমে আবার ব্যাটল বললেন, 'মহিলার অবস্থাও তো যথেষ্ট ভাল ছিল শুনেছি। এবারে ওঁর মৃত্যুর পরে ওঁর টাকাকড়ি বিষয়-সম্পত্তি কে পাবে?'

'মামা!' যেন দারুণ কিছু পেয়েছেন এভাবে আনন্দে প্রায় লাফিয়ে উঠে ইন্সপেক্টর লিচ্ বললেন, 'ঠিক বলেছো! এটাই আমাদের সবার আগে জানতে হবে।'

'মিস অ্যালডিন, মিঃ রয়েড, মিঃ স্ট্রেঞ্জ, মিসেস কে স্ট্রেঞ্জ, মিসেস অড্রে স্ট্রেঞ্জ। স্ট্রেঞ্জ পরিবারে দেখছি প্রচুর লোক।'

'তার মানে মিঃ স্ট্রেঞ্জ-এর দুই বউ,' লিচ্ বললেন, 'দু'জনেই এখানে হাজির আছে।'

'মিঃ স্ট্রেঞ্জকে তো তাহলে রমনীমোহন বলতে হচ্ছে,' চাপাগলায় মন্তব্য করলেন সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ব্যাটল।

বাইরে থেকে আসা অতিথিরা একতলার খাবার ঘরে খাবার টেবিল ঘিরে বসেছে, ভাগ্নে ইন্সপেক্টর লিচ্‌কে সঙ্গে নিয়ে সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ব্যাটল সেখানে এসে দাঁড়ালেন। নিজের বিশেষ পদ্ধতি অনুযায়ী তিনি কঠোর চোখে একজন একজন করে তাঁদের সবার মুখের দিকে তাকালেন।

অপরাধ যতক্ষণ না প্রমাণিত হচ্ছে ততক্ষর সবাই নিরপরাধ আইনে একথাই উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ব্যাটল তাঁর নিজের এই বিশেষ পদ্ধতি অনুযায়ী চিরকাল গোড়াতেই সবাইকে খুনি ঠাউরে নেন, এটাই তাঁর তদন্তের পদ্ধতি।

টেবিলের শেষপ্রান্তে একদম মাথায় বসে মেরি অ্যালডিন, সোজা টানাটান হয়ে বসলেও এক অজানা আশংকায় মুখখানা তার ছাই-এর মতো ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে। তার ঠিকই গা ঘেঁষে বসে নিশ্চিন্ত ভঙ্গিতে পাইপ টানছে টমাস রয়েড, তার ঠিক পাশে বসে কফির কাপে চুমুক দিচ্ছে অড্রে, বাঁহাতের দু'আঙ্গুলের ফাঁকে জ্বলছে ধোঁয়া ওঠা সিগারেট। অড্রের গা ঘেঁষে বসেছে নেভিল, তার দু'চোখের চাউনিতে ফুটে উঠেছে বিভ্রান্তি আর হতবুদ্ধিতা, কাঁপা হাতে বারবার সিগারেট ধরানোর চেষ্টা করে চলেছে সে। নেভিলের পাশে বসে তার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী কে, দু'হাতের কনুই টেবিলে ভর দিয়ে দু'হাতের পাতায় মুখ রেখে সামনের দিকে তাকিয়ে আছে সে। চড়া মেক-আপ সত্ত্বেও কে-র মুখের দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ফ্যাকাশে ভাব স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। এরা সবাই লেডি ট্রেসিলিয়ানের খুনের সঙ্গে কোনও না কোনও ভাবে যুক্ত বলে ব্যাটলের মনে হয়। মেরি অ্যালডিন উপস্থিত সবার সঙ্গে ব্যাটল আর লিচ্-এর পরিচয় করিয়ে দিলেন। তারপরে খুনের হাতিয়ার সেই গল্‌ফ খেলার লাঠিটা উঁচু করে তুলে ধরে ইন্সপেক্টর লিচ্ বললেন, গল্‌ফ খেলার এই লাঠিটা সম্পর্কে আপনারা কেউ কিছু জানেন?'

'হায় ভগবান!' আঁতকে উঠল কে, ভীতি আর বিস্ময় মেশানো চাপা আর্তনাদ করে বলল কে, 'কি সাংঘাতিক! এটা দিয়েই কি—' এটুকু বলেই সে থেমে গেল।

'মনে হচ্ছে এটা আমার,' বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালে নের্ভিল স্ট্রেঞ্জ, টেবিলের ধারে এসে বলল, 'এটা একবার দেখতে পারি?'

'নিশ্চয়ই পারেন,' বললেন ইন্সপেক্টর লিচ্, 'এটা নিয়ে যা করার ছিল তা করা হয়ে গেছে, এখন এটা হাতে নিয়ে নেড়ে চেড়ে দেখতে কোনও বাধা নেই।' তাঁর কথায় উপস্থিত কারও চোখেমুখে কোনও প্রতিক্রিয়া ঘটল না, নেভিল এগিয়ে এসে লাঠিটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে বলল, 'এই লাঠিটা আমার ব্যাগে ছিল কিনা তা এক্ষুণি আপনাকে বলে দিচ্ছি।' আত্মবিশ্বাসে ভরপুর গলায় বলল নেভিল, 'দয়া করে

একবার আমার সঙ্গে আসুন।' নেভিলের পেছন পেছন ব্যাটল আর লিচ্ এসে হাজির হল সিঁড়ির নিচে এক বড় আলমারির সামনে। হাতল ধরে টানতেই খুলে গেল আলমারির পাল্লা, বিস্রান্ত ব্যাটল দেখলেন অসংখ্য টেনিস র‍্যাকেট সাজিয়ে রাখা হয়েছে সেই আলমারির ভেতরে. ঠিক তখনই তাঁর মনে পড়ে গেল নেভিল স্ট্রেঞ্জকে এর আগেও তিনি অন্য কোথাও দেখেছেন, অন্য ভূমিকায়।

'মিঃ স্ট্রেঞ্জ,' ব্যাটল বললেন, 'এবারে মনে পড়েছে, এর আগে আমি উইম্বলডনে আপনার খেলা দেখেছি।'

'তাই নাকি?' ঘাড় অল্প ঘুরিয়ে বলল নেভিল, তারপর আলমারীর ভেতরে মাছ ধরার ছিপের পাশে সাজিয়ে রাখা দু'টো গল্‌ফ ব্যাগের মধ্যে একটা টেনে বের করে বলল, 'আমার স্ত্রী আর আমি দু'জনেই গল্‌ফ খেলি। আপনি যে লাঠিটা দেখাতে এনেছেন ওটা ছেলেদের ব্যবহারের। হ্যাঁ, ওটা আমারই। গল্‌ফ খেলার লাঠি।' বলতে বলতে ব্যাগের ভেতর থেকে সে কম করে চোদ্দ পনেরোটা গল্‌ফ খেলার লাঠি বের করল।

'ধন্যবাদ, মিঃ স্ট্রেঞ্জ,' ব্যাটল বললেন, 'একটি প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল।'

'সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হলো, বাড়ির ভেতরে থেকে একটি জিনিসও খোয়া যায়নি, জানালাব কাচ ভেঙ্গে কেউ বাইরে থেকে বাড়িব ভেতবে ঢুকেছে এমন কোনও চিহ্নও পাওয়া যায়নি..... ' বলতে গিয়ে তার গলা কেঁপে গেল।

'বাড়ির কাজের লোকেরাও সম্পূর্ণ নির্দোষ,' বলল নেভিল, 'ওদের দিক থেকে কোনওরকম ক্ষতির আশংকা নেই বলেই আমার বিশ্বাস..'

'বাড়ির কাজের লোকদের সম্পর্কে আমি মিস অ্যালডিনেব সঙ্গে কথা বলব, শান্তগলায় বললেন ইন্সপেক্টর লিচ্, 'কিন্তু তার আগে মিঃ স্ট্রেঞ্জ, লেডি ট্রেসিলিয়ানের সলিসিটর কে ছিল তা কি আপনার জানা আছে?'

'আছে,' নেভিল বলল।

'অ্যাসকুইথ অ্যাণ্ড ট্রেলনি, সেন্ট লু-তে ওদেব অফিস।'

'ধন্যবাদ মিঃ স্ট্রেঞ্জ,' লিচ্ বললেন, 'লেডি ট্রেসিলিয়ানের বিষয়সম্পত্তির ব্যাপারে ওঁদের কাছ থেকে আমাদের কিছু খোঁজখবর নেয়ার আছে।'

'তার মানে—' নেভিল বলল, 'ওঁর টাকাকড়ি বিষয়-সম্পত্তি কে পাবে এ সব আপনারা জানতে চাইছেন, তাই তো?'

'ঠিকই ধরেছেন,' লিচ্ বললেন, 'এছাড়া উনি যদি কোনও উইল করে গিয়ে থাকেন তো তার শর্তাবলী, এই সব আর কি....'

'উইল উনি করেছিলেন কিনা জানি না,' নেভিল বলল, 'তবে ওঁর স্বামী পরলোকগত স্যার ম্যাথিউ ট্রেসিলিয়ান যে উইল করে গেছেন তার শর্ত অনুযয়ী ওঁর যাবতীয় স্থাবর অস্থাবর বিষয় সম্পত্তির অধিকারী হবার কথা আমার আর আমার স্ত্রীর। লেডি ট্রেসিলিয়ান যত দিন জীবিত থাকবেন ততদিন শুধু ঐ বিষয়সম্পত্তির একটা সুদ পাবেন আর পাবেন আমৃত্যু এখানে থাকার অধিকার।'

'তাই নাকি, মিঃ স্ট্রেঞ্জ,' তীক্ষ্ণ চাউনি হেনে বললেন ইন্সপেক্টর লিচ্। 'টাকার পরিমাণটা কত বলতে পারেন?'

'এক্ষুণি বলতে পারছি না,' নেভিল বলল, 'তবে শুনেছি, কম করে এক লাখ পাউণ্ড আমার আর আমার স্ত্রী যার সমান অংশীদার হবার কথা।'

'সত্যিই, স্যার ট্রেসিলিয়ান দেখছি ভারি বিচক্ষণ মানুষ ছিলেন।'

'আমার নিজের প্রচুর আছে,' নেভিল বলল। 'তাই অন্যের বিষয় সম্পত্তি হাতানোর লোভ আমার এতটুকু নেই।'

নেভিলকে সঙ্গে নিয়ে ব্যাটল আর লিচ্ আবার ফিরে এলেন খাবার ঘরে। সেখানে গোয়েন্দা সার্জেন্ট জোনস ততক্ষণে সবার আঙ্গুলের ছাপ নিতে শুরু করেছেন।

ব্যাটল আর লিচ্ এরপরে বাড়ির কাজের লোকেদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলেন। কিন্তু প্রশ্ন করেও তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু জানা গেল না, খাস আর্দালি হারস্টল রাতে শুতে যাবার আগে বাড়ির কোন কোন তালা এঁটেছিল তা তাঁদের দেখালো, সেইসঙ্গে বলল, সকালে ঘুম থেকে ওঠার পরে সে সব তালার প্রত্যেকটি সে অটুট আর অক্ষত দেখেছে। কাজেই বাইরের কোনও লোক তালা ভেঙ্গে বাড়িতে ঢুকেছিল এ সম্ভাবন টিকছে না। হারস্টল যা বলল তার সারমর্ম হল, বাড়িতে সদর দরজায় ল্যাচ ছিল, অর্থাৎ বিশেষ চাবির সাহায্যে বাইরে থেকে ঐ ল্যাচ্ তালা খোলা যায়। মিঃ নেভিল স্ট্রেঞ্জ রাতে খাওয়াদাওয়া সেরে ইস্টারহেড বে-তে গিয়েছিলেন, ওঁর ফিরে আসতে অনেক দেরি হয়েছিল তাই বিশেষ ল্যাচ্ কি সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন

'ইস্টারহেড বে-তে যাবেন বলে কাল রাতে মিঃ স্ট্রেঞ্জ ক'টা নাগাদ ফিরে এসেছিলেন মনে আছে?' চোখ পাকিয়ে জানতে চাইলেন ব্যাটল।

'আজ্ঞে আছে, সাহেব,' ভিতু ভিতু গলায় বলল হারস্টল, 'তখন রাত প্রায় আড়াইটে। মনে হয় ওঁর সঙ্গে আরও একজন কেউ এসেছিলেন, কারণ দু'জনের গলা আর একটা গাড়ির এঞ্জিন চালু হবার আওয়াজ আমি শুনতে পেয়েছিলমা। তারপর সদর দরজা বন্ধ হবার আওয়াজ আর মিঃ নেভিলের সিঁড়ি দিয়ে ওঠার আওয়াজ কানে এসেছিল।"

"গতকাল রাত ক'টা নাগাদ উনি ইস্টারহেড বে-তে যাবেন বলে বেরিয়েছিলেন বলতে পারো?"

"আজ্ঞে পারি, সাহেব" একই রকম গলায় বলল হারস্টল, 'তখন কাঁটায় কাঁটায় রাত দশটা বেজে কুড়ি মিনিট হয়েছিল আমার স্পষ্ট মনে আছে।'

আর কিছু না বলে শুধু সায় দেবার ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন ব্যাটল, হারস্টলের পেট থেকে এই মুহূর্তে আর কিছু বেরোবে না তা বুঝতে তাঁর বাকি নেই। বাড়ির বাকি কাজের লোকেদেরও ডেকে তিনি জিজ্ঞাসাবাদ কবলেন, কিন্তু তারা সবাই খুব ঘাবড়ে গেছে আর এ পরিস্থিতিতে তা খুব স্বাভাবিক বলেই ব্যাটলের মনে হল।

কি করবেন বুঝতে না পেরে মামা ব্যাটলের মুখের দিকে অসহায়ভাবে তাকালেন ইন্সপেক্টর লিচ্

"ঘাবড়ানোর কিছু নেই, জিম্', তাঁর চোখের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে ব্যাটল বললেন, 'এক কাজ করো তো, কাজের মেয়েদের মধ্যে একজনকে ফের তলব করো। না, গোল গোল চোখে যে তাকায় সে নয়, আরেক জন আছে শুঁটকো অম্বলের রুগির মত দেখতে। ওকেই দরকার। ও নির্ঘাৎ কিছু চেপে যাচ্ছে।'

ব্যাটল যার কথা বলছেন সেই কাজের মেয়ে এমা ওয়েলসকে সঙ্গে সঙ্গে ডেকে পাঠালেন ইন্সপেক্টর লিচ্। সে এসে দাঁড়াতে কোনও ভূমিকা না করে ব্যাটল বললেন, 'পুলিশের কাছে কিছু চেপে গেলে কিন্তু আপনার লাভ হবে না মিস ওয়েলস, এক সময় আমরা তা ঠিকই জানতে পারব আর তখন আমরা আপনাকে সন্দেহের চোখে দেখব।'

'ভুল করছেন, সাহেব,' শান্ত গলায় প্রতিবাদ করল এমা, 'আপনি যা বলছেন আমি মোটেও তেমন কিছু—'

'ব্যাস্, ব্যাস্, ঢের হয়েছে, আর একটি বাজে কথাও আমি শুনতে চাই না!' থাবার মত বিশাল হাতের পাতা তুলে ব্যাটল ধম্‌কে এমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'আমরা জানি এমন কিছু তুমি দেখেছো বা শুনেছো লেডি ট্রেসিলিয়ানের খুনের সঙ্গে যার সম্পর্ক আছে। আমি জানতে চাই সেটা কি?'

'আজ্ঞে ঠিক শুনেছি তা নয়,' গলা নামিয়ে মিনমিন করে বলল এমা, 'তবে কিছু কথাবার্তা আমার কানে এসেছিল। তবে আমি একা নই, হারস্টলও তা শুনেছে। তবে আমার মনে হয় এর সঙ্গে মা ঠাকরুণের খুনের কোনও সম্পর্ক নেই।'

'হয়ত নেই!' জোরে জোরে ঘাড় নেড়ে বললেন ব্যাটল, 'তবে তা নিয়ে তোমার মাথা না ঘামালেও চলবে। তুমি যেটুকু শুনেছো শুধু সেটুকু আমাদের খুলে বলো, তাহলেই হবে!'

'তখন রাত দশটা বেজে গেছে,' এমা বলতে লাগল, ' মিস মেরি অ্যালডিন শীত গ্রীষ্ম বারো মাস রোজ রাতে শোবার সময় গরম জলের সেঁক নেন। হট ওয়াটার ব্যাগটা আমিই রোজ রাতে ওঁর খাটে রেখে আসি। ওখানে যেতে হলে মা ঠাকরুণের শোবার ঘরের দরজা পেরিয়ে যেতে হয়,' বলে কয়েক মুহূর্তের জন্য চুপ করল এমা।

'থামলে কেন!' ধমকে উঠলেন ব্যাটল, 'যা শুনেছো খুলে বলো!'

'ঐ দরজা পেরিয়ে যাবার সময় স্পষ্ট কানে এলো শোবার ঘরের ভেতরে আমাদের মা ঠাকরুণের সঙ্গে মিঃ নেভিলের দারুণ কথা কাটাকাটি হচ্ছে। দু'জনেই গলা চড়িয়ে কথা বলছেন।'

'মা ঠাকরুণ কি বলছিলেন তোমার মনে আছে?' প্রশ্ন করতে গিয়ে গলা অল্প নামালেন ব্যাটল।

'মনে পড়ছে সাহেব,' এমা বলল, 'মা ঠাকরুণ গলা চড়িয়ে বলছিলেন ওঁর বাড়িতে উনি এসব মোটেও হতে দেবেন না। পরে মিঃ নেভিল রেগে-মেগে বলছিলেন 'খবরদার! ওর সম্পর্কে ভুলেও যেন কিছু বোল না!'

ভাবলেশহীন মুখে ব্যাটল আরও কয়েকটা প্রশ্ন করলেন, কিন্তু এমার কাছ থেকে আর কিছু জানতে পারলেন না; শেষকালে হাত নেড়ে তিনি তাকে চলে যাবার ইশারা করলেন।

'আঙ্গুলের ছাপ সম্পর্কে জোনস নিশ্চয়ই এতক্ষণে কিছু খুঁজে পেয়েছে,' বললেন ইন্সপেক্টর লিচ্, কিন্তু সে সম্পর্কে কোনও আগ্রহ না দেখিয়ে ব্যাটল বললে, 'ঘরগুলো খানাতল্লাশি করছে কে?'

'উইলিয়ামস,' লিচ্ বললেন, 'ছোঁড়া তুখোড়, ওর নজর থেকে কিছু এড়িয়ে যায় না।'

'খানাতল্লাশির আগে বাড়ির লোকেদের ঘরের বাইরে বের করে দিয়েছিলেন তো?'

'হ্যাঁ,' লিচ্ বললেন, 'উইলিয়ামস-এর খানাতল্লাশি শেষ হবার আগে কাউকে ভেতরে ঢুকতে দিই নি।' তাঁর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে উইলিয়াম ভেতরে মুখ বাড়াল।

'মিঃ নেভিল স্ট্রেঞ্জ-এর ঘরে আপনারা একবার আসুন,' লিচ্ আর ব্যাটলকে লক্ষ করে সে বলল, 'একটা জিনিস আপনাদের দেখাতে চাই।' কোনও কথা না বলে দুই পুলিশ অফিসার তার পেছন পেছন বাড়ির পশ্চিম দিকের একটা স্যুটে এসে ঢুকলেন। মুখে কিছু না বলে মেঝেতে পড়ে থাকা গাঢ় নীল রং-এর একটা কোট, ওয়েস্টকোট আর ট্রাউজার্সের দিকে আঙ্গুল নেড়ে ইশারা করল উইলিয়ামস।

'তুমি এগুলো পেলে কোত্থেকে?' জানতে চাইলেন ইন্সপেক্টর লিচ্।

'ওয়ার্ডরোব-এর নিচের তাকে তালগোল পাকিয়ে পড়েছিল স্যার।' বলতে বলতে মেঝে থেকে কোটটা তুলে তার একদিকের আস্তিন দেখিয়ে বলল, 'এদিকে একবার দেখুন, স্যার এই কালো দাগটা দেখছেন তো? আমি শপথ নিয়ে বলতে পারি স্যার এটা রক্তের দাগ। দেখুন স্যার, দাগটা গোটা আস্তিনে ছড়িয়ে গেছে।'

ইন্সপেক্টর লিচ্ একরাশ কৌতূহল চোখে নিয়ে সেদিকে তাকিয়ে আছেন দেখে কোনও আগ্রহ না দেখিয়ে ব্যাটল বললেন, 'হুঁম্, এব ফলে নেভিলের পায়ের নীচের জমি আলগা হচ্ছে বলতেই হবে। যাক, ঘরের ভেতরে আর কোনও স্যুট পেয়েছো?'

'আর একটা পেয়েছি, স্যার,' বলল উইলিয়মস, 'গাঢ় ধূসর পিন স্ট্রাইপ, এছাড়া বেসিন উপছে প্রচুর জলও পড়েছে মেঝেতে।'

'যা দেখে তোমার মনে হয়েছে খুব তাড়াহুড়োর মধ্যে রক্তের দাগ ধুয়ে ফেলতে কেউ প্রচুর জল ঢেলেছে, তাই তো?' খানিকটা আপনমনেই বললেন ব্যাটল, 'আবার পাশেই তো দেখছি খোলা জানালা, যার ভেতর দিয়ে বাইরে থেকে বৃষ্টির জলও আসতে পারে।'

'মেঝেতে জল থৈ থৈ করছে, স্যার,' বলল উইলিয়ামস। 'দেখুন সে জল এখনও শুকোয়নি। বাইরে থেকে বৃষ্টির জল ভেতরে এসে এমন হবার কথা নয়।'

ব্যাটল কোনও মন্তব্য করলেন না, একটি লোক দ্রুতপায়ে এঘরে এসে ঢুকল, তারপর রক্তমাখা জামাকাপড় খুলে দলা পাকিয়ে রাখল কাবার্ডের নীচের তাকে, সবশেষে বেসিনের কল খুলে দু'হাতের রক্ত ধুয়ে ফেলতে জল ঢালতে লাগল। রক্তের দাগ ধুয়ে ফেলতে সে লোক এতই দিশাহারা হয়েছে যে বেসিন উপছে জল পড়ে গোটা ঘর যে ভেসে যাচ্ছে সেদিকে তার চোখ পড়ছে না। ঠিক এমনই একখানা ছবি যেন কল্পনায় রূপ নিচ্ছে তাঁর চোখের সামনে।'

ওপাশের দেয়ালে আঁটা দরজা ইশারায় দেখালেন ব্যাটল, সঙ্গে সঙ্গে উইলিয়ামস বলে উঠল, 'ওটা মিঃ নেভিল স্ট্রেঞ্জ-এর কামরা স্যার। ওপাশ থেকে তালাবন্ধ করা হয়েছে।"

'হুঁম্,' একটু ভেবে ব্যাটল লিচ্-এর দিকে তাকিয়ে বললেন 'খাস আর্দালি হারস্টলকে আরেকবার হাজির করো তো।'

'কাল রাতে মিঃ স্ট্রেঞ্জ আর লেডি ট্রেসিলিয়ানের মধ্যে ঝগড়া তোমার কানে এসেছিল তা আমাদের বলোনি কেন, হারস্টল?' খাস আর্দালি আসতে তাকে ধমকে প্রশ্ন করলেন ব্যাটল।

'আজ্ঞে ওটা ঠিক ঝগড়া বলে আমার মনে হয়নি, সাহেব,' হারস্টল চোখ পিট পিট করতে করতে বলল, 'দু'জনের মধ্যে কোনও ব্যাপারে মতবিরোধ ঘটেছে এটাই আমি ধরে নিয়েছিলাম। তা এমন তো কতই হয়।'

'যাক গে,' ইন্সপেক্টর লিচ্ বললেন, 'কাল রাতে ডিনারে মিঃ স্ট্রেঞ্জ কি স্যুট পরেছিলেন মনে আছে?'

'হারস্টল আমতা আমতা করছে দেখে ব্যাটল শান্ত গলায় বললেন, 'গাঢ় নীল না ধূসর পিন স্ট্রাইপ?

'তুমি মনে পড়ছে না বলে চেপে গেলও আর কারও মুখ থেকে আমি কিন্তু ঠিক জানতে পারব, হারস্টল।'

'আজ্ঞে মনে পড়েছে,' হারস্টল স্বাভাবিক গলায় বলল, 'মিঃ স্ট্রেঞ্জ-এর পরণে গাঢ় নীল স্যুট ছিল। গরমের সময় ইভনিং ড্রেস পাণ্টানোর রেওয়াজ ওঁদের পরিবারে নেই। রাতে ডিনার খেয়ে ওঁরা প্রায়ই বেরোন। কখন বাগানে, কখনও বা ঘাটে গিয়ে কিছুক্ষণ বসেন।'

ব্যাটল ঘাড় নেড়ে সায় দিতে হারস্টল ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। ঠিক তখনই চোখে মুখে একরাশ উত্তেজনা নিয়ে ভেতরে ঢুকলেন সার্জেন্ট জোনস, ব্যাটলের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'সবার আঙুলের ছাপ নেওয়া হয়ে গেছে স্যার, কিন্তু শুধু একজনেরটা মিলে যাচ্ছে। আমি অবশ্য এখনও শুধু একটা খসড়া করেছি, তবে স্যার এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত।'

'আপনি কি বলতে চান?' বললেন ব্যাটল।

'স্যার,' সার্জেন্ট জোনস বললেন 'গলফের লাঠির হাতলে যে আঙ্গুলের ছাপ পাওয়া গেছে তা মিঃ নেভিল ট্রেঞ্জ-এর তাতে কোনও সন্দেহ নেই।'

'তাহলে এক দিক থেকে তো সবই জানা হয়ে গেল,' আপনমনে মন্তব্য করে ব্যাটল চেয়ারে গা এলিয়ে বসে পড়লেন।

ইন্সপেক্টর লিচ্‌কে সঙ্গে নিয়ে সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ব্যাটল এরপরে এসে হাজির হলেন পুলিশ প্রধানের কাছে। পুলিশ প্রধান মেজর মিচেল যে সব সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়া গেছে তার ভিত্তিতে লেডি ট্রেসিলিয়ানের খুনি হিসেবে নেভিল স্ট্রেঞ্জকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করার স্বপক্ষে অভিমত দিলেও ব্যাটল এত তাড়াতাড়ি তা করতে চাইলেন না। তিনি বললেন খুনের দিন রাতের বেলা কেউ নেভিলের হাতে গলফ্ খেলার লাঠি দেখে নি; খুনের হপ্তাখানেক আগে সমুদ্রের ধারে বালির ওপর নেভিল লাঠি হাতে গলফ্ খেলার অনুশীলন করছিল, হয়ত সেই সময় লাঠিতে তার আঙ্গুলের ছাপ লেগে থাকবে। পাশাপাশি ব্যাটল এও বললেন যে নেভিলের খেলা তিনি এর আগে দেখেছেন, প্রতিপক্ষের মারে জেরবার হলেও সে একবারের জন্যও রাগেনি বা উত্তেজিত হয় নি; রাগ বা উত্তেজনা সহজেই দমন করার স্বাভাবিক ক্ষমতা তার আছে। কাজেই, লেডি ট্রেসিলিয়ানের সঙ্গে কথা কাটাকাটি করতে গিয়ে উত্তেজিত হয়ে সে হাতে ধরা গলফ্ খেলার লাঠি দিয়ে মেরে তাঁর মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে এ যুক্তি তিনি কোনো মতেই মেনে নিতে পারছেন না। পাশাপাশি এ খুন ভেবেচিন্তে পরিকল্পনা করে ঘটানো হয়েছে এ সিদ্ধান্তও দাঁড়াচ্ছে না, কারণ সেক্ষেত্রে লেডি ট্রেসিলিয়ান চাইলেও সে কখনোই তাঁর সঙ্গে কথা কাটাকাটি করত না। ওপর তলায় কাজের মেয়ে ব্যারেটকে ওষুধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে বেশি রাতে সবার নজর এড়িয়ে চুপি চুপি এসে ঢুকত লেডি ট্রেসিলিয়ানের শোবার ঘরে; মাথায় আঘাত হেনে তাঁকে খুন করে সে শোবার ঘরের কিছু দামি জিনিস চুরি করত যাতে সবাই

ধরে নেয় বাইরে থেকে কেউ চুরি করতে ভেতরে ঢুকেছিল, লেডি ট্রেসিলিয়ানের ঘুম ভেঙ্গে যেতে তিনি তাকে বাধা দেন, তখন সে মাথায় আঘাত হেনে তাকে খুন করে। গল্‌ফ খেলার লাঠিটাও আদৌ খুনের হাতিয়ার কিনা সেই প্রশ্ন উঁকি দিয়েছে ব্যাটলের মনে।

ব্যাপারটা তিনি পুলিশ প্রধান মেজর মিচেলকে জানান। ব্যাটল বলেন নেভিলের ওপর জেনেশুনে খুনের দায় চাপাতে কেউ ঐ গল্‌ফ খেলার লাঠি ওখানে রেখেছিল, আর তার গায়ে শুকনো জমাট বাঁধা রক্ত সমেত নিহত লেডি ট্রেসিলিয়ানের মাথার কিছু পাকা চুল তাতে সেঁটে দিয়েছিল।

এরপরে আসে খুনের মোটিভের প্রশ্ন—ব্যাটল পুলিশ প্রধান মিচেলকে জানান উত্তরাধিকার সূত্রে লেডি ট্রেসিলিয়ানের মৃত্যুর পরে তাঁর টাকাকড়ি সব তারই পাবার কথা। ব্যাটল জানালেন নেভিল তাঁকে নিজে মুখে বলেছে তার টাকাকড়ি প্রচুর আছে, কাজেই লেডি ট্রেসিলিয়ানের টাকাকড়ি তার না হলেও চলবে। বাস্তবে তার আর্থিক অবস্থা সত্যিই কেমন বাজারে ধারদেনা আছে কিনা, কোনও ব্ল্যাকমেলারের আর্থিক চাহিদা মেটাতে হয় কিনা এসব খোঁজখবরও তিনি নেবেন। পুলিশ প্রধান জানালেন লেডি ট্রেসিলিয়ানের অ্যাটর্নিকে টেলিফোন করে তিনি জেনেছেন নিহত লেডি ট্রেসিলিয়ানের পরলোকগত স্বামীর উইল অনুযায়ী যতদিন বেঁচে থাকবেন ততদিন বছরে পাঁচশো পাউণ্ড করে তাঁর পাবার কথা, খুন হবার আগে সে টাকার একাংশ তিনি নানা রকম শেয়ারে খাটিয়েছেন, বাকি টাকা উইল করে ব্যারেট, হারস্টল আর মেরি অ্যালডিনের নামে রেখে গেছেন। কাজেই আর্থিক তাগিদে এদের তিন জনেরও খুনের মোটিভ থাকা স্বাভাবিক। সব শেষে ব্যাটল পুলিশ প্রধানকে জানালেন তিনি এ রহস্যের আরও গভীরে ঢুকতে চান, নেভিল সমতে বাড়ির বাকি বাসিন্দাদের ওপরেও দিনরাত নজর রাখতে চান। পুলিশ প্রধান মেজর মিচেল তাঁকে স্বাধীনভাবে তদন্তের কাজ চালানোর অনুমতি দিলেন। পাশাপাশি নেভিলের বিবাহিত জীবন সম্পর্কেও খোঁজখবর নিতে বললেন।

'উইলিয়াম ছোঁকরা খানাতল্লাশী যা করার তার তো করেছে,' গালস পয়েন্টে ফিরে এসে ভাগ্নের দিকে তাকিয়ে ব্যাটল বললেন, 'তারপরেও আমি নিজে একবার ওপরতলার ঘরগুলো দেখব, জিম।'

'করো, যা তোমার খুশি,' মামার দিকে তাকিয়ে বললেন ইন্সপেক্টর লিচ্। তাঁর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে সার্জেন্ট জোনস একটা ছোট কার্ডবোর্ডের বাক্স এনে তাঁদের সামনে রেখে বললেন, 'মিঃ নেভিল স্ট্রেঞ্জ-এর গাঢ় নীল কোটে যে কয়েকগুছি চুল লেগেছিল, সেগুলো এতে আছে। সবই যুবতী মেয়ের চুল। লাল চুল লেগেছিল হাতের আস্তিনে, আর বাদামী সোনালি চুল লেগেছিল কলারের ভেতরে আর ডান কাঁধে।'

'বাঃ, খাসা,' বাক্স খুলে চুলের গুছিগুলো দেখতে দেখতে মন্তব্য করলেন ব্যাটল,' মিঃ স্ট্রেঞ্জ-এর তো অনেক গুণ দেখছি, জিম বাড়ির ভেতরে দিব্যি মাগিবাজী চালিয়ে যাচ্ছে সবার চোখের সামনে! বা হাতে নিজের বউ-এর গলা জড়িয়ে ধরেছে ওদিকে আরেকজন মাথা রেখেছে তার কাঁধে।'

ওপরতলার একটি ঘরে কিছু পুরোনো আসবাব আর বাতিল জিনিসপত্র রাখা হয়েছে গাদাগাদি করে। মেঝের দিকে এক পলক তাকিয়েই ব্যাটল বুঝলেন গত ছ'মাসে এ ঘরে কেউ ঢোকেনি। সেখান থেকে নেমে আসার সময় সিঁড়ির মুখোমুখি জানালার গা ঘেঁষে একটা লম্বা লাঠি দাঁড় করানো আছে দেখলেন ব্যাটল। লাঠির আগায় একটা 'হুক' আঁটা তাও তিনি লক্ষ করলেন। এরপরে ইন্সপেক্টর লিচ্‌কে নিয়ে তিনি এসে ঢুকলেন লেডি ট্রেসিলিয়ানের শোবার ঘরে। ব্যাটল আর লিচ্ দু'জনেই দেখলেন শোবার ঘরের বিছানা পরিপাটি করে পাতা হয়েছে, এছাড়া ঘরের ভেতরে কোথাও কিছুই পাল্টায় নি, সব যেমন ছিল তেমনই আছে। ফায়ারপ্লেসে এই মুহূর্তে আগুন নেই, তার কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়াতে একটা কিছু ব্যাটলের নজরে পড়ল, হাত বাড়িয়ে জিনিসটা তিনি তুলে নিলেন—একটা আগুন খোঁচানো লোহার শিক, সেকেলে গড়নের।

'ভাল করে এটা দ্যাখো, জিম,' ভাগ্নের চোখের সামনে শিকটাকে নিয়ে এলেন ব্যাটল, 'এর মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়ছে?'

'দেখি—হ্যাঁ,' লিচ্ বললেন, 'বাঁ দিকের নব্টা ডানদিকের নব্-এর চেয়ে বেশি ঝকঝকে ঠেকছে। সার্জেন্ট জোনস ঠিক তখনই এসে ঢুকলেন ভেতরে। তাঁর দিকে চোখ পড়তে ব্যাটল বললেন, 'জোনস, দ্যাখো তো এই নব্-এর গায়ে আঙ্গুলের ছাপ পড়েছে কিনা?'

ডান দিকের নব্টায় আঙ্গুলের ছাপ পড়েছে স্যার,' খুঁটিয়ে দেখে বললেন জোনস, 'বাঁ দিকেরটায় পড়েনি।'

'এঘরের বাজে কাগজের ঝুড়িতে দলাপাকানো খানিকটা শিরিষ কাগজ চোখে পড়ল স্যার,' ব্যাটলকে বললেন সার্জেন্ট জোনস, 'তাতে রক্তের দাগ লেগেছে।' একটু থেমে সেই লোহার শিকের একটা নব্ খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে চমকে উঠলেন সার্জেন্ট, 'স্যার!' উত্তেজিত গলায় তিনি বললেন, 'দেখুন নব্-এর গায়ে কালচে দাগ, নির্ঘাৎ রক্তের দাগ!'

'ঠিকই দেখেছো, জোনস,' ব্যাটল বললেন, 'হয়ত এটাই আসল খুনের হাতিয়ার। বাড়ির ভেতরে, বাইরে ভালো করে খোঁজ জোনস, নিশ্চয়ই আরও অনেক কিছু জিনিস পাবে।' বলতে বলতে বলতে তিনি এসে দাঁড়ালেন খোলা জানালার সামনে। বাইরের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, 'বাইরে আইভি লতার গায়ে হলদে মত কি যেন আটকে আছে, ওটা তুলে আনো তো জোনস, হয়তো ওর মধ্যেও রহস্যের কিছু সূত্র পাওয়া যেতে পারে।'

সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ব্যাটল সঙ্গিদের নিয়ে শোবারঘর থেকে বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে মেরি অ্যালডিন তাঁর পথ রুখে দাঁড়াল। মুখ তুলে জানতে চাইল, 'এই জঘন্য অপরাধ আমাদের কেউ করেনি বলে আপনি নিশ্চয়ই বিশ্বাস করেন। নিশ্চয়ই এ খুন বাইরের কোনও উন্মাদের কাজ!'

'আপনার বক্তব্য কিছুটা ঠিক, মিস অ্যালডিন,' বললেন ব্যাটল, 'এখন যে করেছে সে উন্মাদ তাতে সন্দেহ নেই তবে সে লোক বাইরে নয়, আপনাদের মধ্যেই আছে।'

'তার মানে?' বড় বড় চোখে তাকিয়ে বলল মেরি, 'আপনি বলতে চান এ বাড়িতে কোনও পাগল আছে?'

'আপনি যা ভাবছেন আমি তা বলতে চাইছিনা, মিস অ্যালডিন,' ব্যাটল বললেন, 'পাগল নয়, 'উন্মাদ, ম্যানিয়াক। অনেক অপরাধী উন্মাদ আছে যাদের বাইরে থেকে দেখলে স্বাভাবিক মনে হয়। এ তেমনই কেউ বলে আমার বিশ্বাস।'

'ব্যাটলের কথা শুনে মেরি কেঁপে উঠল, তারপরে মিঃ ট্রিভসের এ বাড়িতে আসার ঘটনা, আর তাঁর মৃত্যু সবই বলল সে। শুনে ব্যাটল বললেন, 'বোঝাই যাচ্ছে মিঃ ট্রিভসকে খুন করা হয়েছে।'

'খুন!' আঁতকে উঠলে মেরি, 'কিন্তু তেমন কোনও প্রমাণ তো পাওয়া যায় নি।'

'খুনি অত্যন্ত চালাক ও ধূর্ত তাই খুব সাবধানে কাজ সেরেছে,' ব্যাটল বললেন, 'মিঃ ট্রিভস হার্টের রুগি জেনে সে তাঁর হোটেলে গিয়ে লিফট খারাপ প্লাকার্ড টাঙ্গিয়ে রেখেছিল লিফটের দরজার গায়ে। মিঃ ট্রিভস সেই ফাঁদে পা দিলেন। সিঁড়ি বেয়ে ওঠার ধকল সইতে না পেরে হার্টফেল করে মারা গেলেন। কিন্তু তদন্তের স্বার্থে আপনাকে বলছি মিস অ্যালডিন, ট্রিভসের মৃত্যু প্রসঙ্গ আমায় যে বলেছেন আর আমি যা বলেছি তা যেন ভুলেও কাউকে বলবেন না। মনে রাখবেন এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ।' মেরি ঘাড় নেড়ে জানাল সে তাঁর নির্দেশ মেনে চলবে।

লেডি ট্রেসিলিয়ানের আইনজীবী মিঃ ট্রেলনি এসেছিলেন, তাঁর মুখ থেকে ব্যাটল শুনলেন স্যার ম্যাথুর উইল অনুযায়ী তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুর পরে তাঁর যাবতীয় বিষয় সম্পত্তি নেভিল স্ট্রেঞ্জ আর তার স্ত্রী সমান ভাগে পাবে। এই উইল করার সময় অড্রে ছিল নেভিলের স্ত্রী তাই নেভিলের মত সেও সম্পত্তির সমান দাবীদার। কে-র বরাতে যে কিছুই জুটবে না তা নেভিল ব্যাটলকে বুঝিয়ে বলল।

রাতের ডিনার সেরে হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়ল অ্যাণ্ড্রু ম্যাকহোয়ার্টার। ছ'সাত মাস আগে যেখান থেকে আত্মহত্যা করতে গিয়ে ধরা পড়েছিল, পায়ে পায়ে সেখানে এসে দাঁড়াল সে। খানিক বাদে দেখল গালস পয়েন্ট বাড়ির পেছন দিক থেকে এক যুবতী বেরিয়ে এল। যেখান থেকে সে জলে ঝাঁপ দিয়েছিল, যুবতী পায়ে পায়ে এসে দাঁড়াল সেখানে। মেয়েটি জলে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছে বুঝতে পেরে ম্যাকহোয়ার্টার পেছন থেকে এগিয়ে এসে ওর ধরে ফেলল।

'কেন মরতে যাচ্ছেন?' জানতে চাইল সে। 'আপনি কি অসুখী?'

'না,' যুবতী কাঁপা গলায় বলল, 'বুঝতে পারছি ফাঁসি আমার হবেই, তাই তার আগে নিজের জীবন শেষ করে দিতে চাই।'

চাঁদের আলোয় যুবতীকে চিনতে পারল ম্যাকহোয়ার্টার, বলল, 'আপনি তো অড্রে নেভিল স্ট্রেঞ্জ-এর প্রথম স্ত্রী, তাই না?'

যুবতী ঘাড় নেড়ে সায় দিল।

'নিশ্চিন্তে বাড়ি যান' আশ্বাস দেবার গলায় বলল ম্যাকহোয়ার্টার, 'বুঝেছেন? মিছে ভয় পাবেন না। আপনার যাতে ফাঁসি না হয় সে ব্যবস্থা আমি করব।'

পরদিন বাড়ির বাই একতলার ড্রয়িংরুমে জড়ো হয়েছে এমন সময় ব্যাটল আর লিচ্ এলেন সেখানে, চামড়ার তৈরী একটি স্তানা বের করে ব্যাটল জানতে চাইলেন তা কার। প্রথমে কে, তারপর মেরি দু'জনেই জানাল ওটা তাদের নয়। শেষে অড্রে স্বীকার করলল ঐ দস্তানা তার। দস্তানাটা নিয়ে নিজের ডান হাতে পরল সে। জিনিসটা তার ডান হাতে দিব্যি খাপ খেয়ে গেল।

'ওটা ডান হাতর, মিঃ স্ট্রেঞ্জ,' নেভিলের দিকে তাকিয়ে বললেন ব্যাটল, 'বাঁ হাতেরটাও আছে আমার কাছে, তবে তাতে কোনো রক্তের দাগ লেগে আছে। মিসেস অড্রে স্ট্রেঞ্জ ন্যাটা তা আমি আগেই লক্ষ্য করেছি। লেডি ট্রেসিলিয়ানে মাথায় ডান দিকে আঘাত লেগেছিল। খুনি ন্যাটা হলে তেমন আঘাত হানা সম্ভব? মিসেস স্ট্রেঞ্জ, গত সোমবার ১২ই সেপ্টেম্বর লেডি ট্রেসিলিয়ানকে খুন করার অপরাধে আমি আপনাকে গ্রেপ্তার করছি, মনে রাখবেন, আপনি যা বলবেন তা আদালতে আপনার বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হবে।'

অড্রে একটিকথাও না বলে উঠে দাঁড়াল, দীর্ঘশ্বাস ফেলে চাপা গলায় আক্ষেপের সুরে বলল, 'যাক, বাঁচা গেল।'

ঠিক তখনই ভেতরে ঢুকল অ্যাণ্ড্রু ম্যাকহোয়ার্টার, ব্যাটেলের কাছে এসে সে বলল, 'আপনাকে আমি কিছু বলতে চাই।'

'স্বচ্ছন্দে বলুন,' বললেন ব্যাটল।

গত সোমবর রাতে আমি ডিনার খেয়ে হোটেল থেকে বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। এ বাড়ির কাছাকাছি আসার পরে নিজের চোখে কিছু দেখতে পেয়েছিলাম। কিন্তু এ বাড়ির মালিক লেডি ট্রেসিলিয়ান যে সে রাতেই খুন হবেন তা আমি তখনও আঁচ করতে পারি নি।'

'আপনি যা দেখেছিলেন শুধু তাই বলুন,' চাপা গলায় ধমকে উঠলেন ব্যাটল।

ম্যাকহোয়ার্টার তাঁর কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে প্রায় ফিসফিস করে কি বলল তা উপস্থিত বাকি সবার কানে গেল না।

'উনি যা বললেন তা জানার জন্য নিশ্চয়ই আপনাদের খুব কৌতূহল হচ্ছে,' ব্যাটল বললেন, 'হওয়াই স্বাভাবিক। ওঁর বক্তব্য সত্যি কিনা তা হাতে কলমে যাচাই করতে এ আমায় একবার বাইরে ফেরিঘাটে যেতে হবে। ওখানে লঞ্চ তৈরী আছে। বাইরে বেজায় ঠাণ্ডা, মহিলা গরম জামা গায়ে চাপিয়ে নিন।'

ইন্সপেক্টর লিচের সঙ্গে অড্রে বাইরে বেরিয়ে পুলিশের গাড়িতে চাপল। তার খানিক বাদে ব্যাটল সবাইকে নিয়ে এসে পৌঁছালেন ফেরি ঘাটে, টেড ল্যাটিমার খানিক আগে এসেছে, সেও এল বাকি সবার সঙ্গে।

এলো সময়...

'.....এটা একটা অদ্ভুত খুনের মামলা,' চলন্ত পুলিশ লঞ্চের ডেকে দাঁড়িয়ে ব্যাটল যাত্রীদের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেন,' এ খুনের সূত্রপাত হয়েছিল বহুদিন আগে; খুনির উদ্দেশ্য ছিল একটাই, অড্রে স্ট্রেঞ্জকে ফাঁসিতে ঝোলানো.....'

যাত্রীদের কারও মুখে টুঁ শব্দটি নেই। একরাশ কৌতূহল বুকের ভেতর দিয়ে তারা ব্যাটলের কথা মন দিয়ে শুনছে।

'অড্রে যেভাবে বিনা প্রতিবাদে খুনের অভিযোগ মাথায় নিয়ে চলে গেল,ব্যাটল বলতে লাগলেন, 'তা আমায় আর একটি মেয়ের কথা মনে করিয়ে দিল।—এ মেয়েটি বয়সে আরও ছোট। বোর্ডিং স্কুলে থেকে পড়াশোনা করে। বোর্ডিং-এ পরপর কয়েকটি চুরির দায় সে স্বেচ্ছায় নিজের মাথায় তুলে নিয়েছে, অথচ আমি জানি যে সে চোর নয়, একটি চুরিও সে করেনি। অড্রেও যে সম্পূর্ণ নির্দোষ খুনের সঙ্গে সে জড়িত নয় সে বিষয়েও আমি নিশ্চিত। আমি জানি অড্রেকে ফাঁসিতে ঝোলানোর উদ্দেশ্যে আসল খুনি মতলব এঁটেছিল। কিন্তু আমরা পুলিশ অফিসার, সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতেই আমরা কাজ করি। এই সাক্ষ্যপ্রমাণ অড্রের বিরুদ্ধে যাওয়ায় তাকে গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হয়েছি, একই সঙ্গে তার প্রাণ বাঁচানোর জন্য অলৌকিক কোনও ঘটনার জন্য কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করেছি। ঈশ্বর আমার প্রার্থনা পূরণে যে ঘটনা ঘটান তাকে অলৌকিক ছাড়া কি বলা যায়। নয়ত আচমকা মিঃ ম্যাকহোয়ার্টার এসে হাজির হবেন কেন? ম্যাক,গত সোমবার রাতে আপনি যা দেখেছিলেন তা সবাইকে শোনান।'

'গত সোমবার রাত তখন এগারোটা। ডিনার খেয়ে আমি একটু বেরিয়েছি। দেখলাম গালস পয়েন্ট বাড়ির ওপর তলায় কোনও একটা জানালা থেকে বড় একখানা দড়ি ঝুলছে, সাঁতার কাটতে কাটতে একটা লোক সেই দড়ি বেয়ে ঘবে তরতর করে উঠে গেল ওপরে।

'আমরা এমন একজনকে জানি সে রাতে সাড়ে দশটা থেকে সোয়া এগারোটা পর্যন্ত যাকে বাড়ির ভেতরে দেখা যায় নি। এপারে ডাঙ্গায় তার নিশ্চয়ই কোনও বন্ধু ছিল। সে বন্ধুটি কি আপনি, মিঃ ল্যাটিমার?' বলতে বলতে ব্যাটল পায়ে পায়ে এগিয়ে এলেন।

'কি যা তা বলছেন!' চেঁচিয়ে উঠল টেড ল্যাটিমার 'সবাই জানে আমি সাঁতার কাটতে জানি না!' কে, মুখ বুঁজে আছো কেন? আমি যে সাঁতার জানি না তা ওঁকে বলে দাও!'

'ও, তাই বুঝি!' বলতে বলতে ব্যাটল পায়ে পায়ে আরও এগিয়ে গেলেন টেডএর দিকে, ভীষণ ঘাবড়ে গিয়ে টেড ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে।

'সত্যিই তো,' চেঁচিয়ে উঠল কে, ' টেড সাঁতার জানে না!' নেভিল জলে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ব্যাটলের হাত তার হাত শক্ত করে চেপে ধরল।

'জলে ঝাঁপ দিলেও পালাতে পারবেন না, মিঃ স্ট্রেঞ্জ', বজ্র কণ্ঠে বললেন ব্যাটল, 'আমাদের লোকেরা চারদিকে ঘিরে আছে। যাক, মিঃ ল্যাটিমার যে সত্যিই সাঁতার জানেন না তা প্রমাণিত হল। আমি দুঃখিত কিন্তু মিঃ ল্যাটিমার সত্যিই সাঁতার জানেন কিনা হাতে কলমে তা যাচাই করা এছাড়া আর কোনও বিকল্প

ছিল না। যাক, মিঃ স্ট্রেঞ্জ, মিঃ ল্যাটিমার তো জানেন না, মিঃ রয়েডের একটা হাত পঙ্গু, তাই ওঁর পক্ষেও দড়ি বেয়ে ওপরে ওঠা সম্ভব নয়। বাকি রইলেন আপনি, আপনি নিজে ভাল খেলোয়াড়, পর্বতারোহী, ভাল সাঁতার কাটতে পারেন। কাজেই সে রাতে সাঁতার কেটে এসে দড়ি বেয়ে যে আপনিই ওপরে উঠছিলেন তাতে সন্দেহ নেই।'

'কিন্তু তার মানে আমিই যে ডি ট্রেসিলিয়ানকে খুন করেছি তার কি প্রমাণ?' গলা চড়িয়ে বলল নেভিল। 'ওঁকে খুন করতে চাইবই বা কেন?'

'আপনি খুন করতে চান নি আসলে আপনি অড্রেকে ফাঁসিতে ঝোলাতে চেয়েছিলেন কারণ সে আপনাকে ছেড়ে অন্য এক পুরুষের সঙ্গে চলে গিয়েছিল। ছোটবেলা থেকেই যে আপনার মাথার গোলমাল আছে তাও আমাদের জানতে বাকি নেই—খুব ছোটবেলায় তীর ছুঁড়ে আপনি অন্য একটি শিশুকে খুন করেছিলেন, তার আগে মন দিয়ে তীর ছোঁড়া শিখেছিলেন। এইভাবেই ছোটবেলা থেকেই যে আপনার বিরোধিতা করেছে তাকেই খুন করার এক অদ্ভুত অপরাধীসুলভ মানসিকতা বাসা বেঁধেছে আপনার মনে। আপনার সঙ্গে টিকতে না পেরে অড্রে মিঃ টমাস রয়েডের ভাই অ্যাড্রিয়ানের সঙ্গে বাড়ি থেকে পালাতে গিয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, অ্যাড্রিয়ান সেদিনই গাড়ি দুর্ঘটনায় মারা গেলেও ওঁর সঙ্গে তাঁর সেদিন আর দেখা হয়নি। আপনি অড্রেকে সত্যিই ভালবাসতেন, তাইত নিজে হাতে তাকে খুন করতে পারেন নি, মিথ্যা খুনের অভিযোগে ফাঁসিতে তাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করার চক্রান্ত এঁটেছিলেন। যে ছোটবেলায় তীর ছুঁড়ে অন্য একটি শিশুকে খুন করেছিলেন তা জানতে পেরেছিলেন একজন, তিনি মিঃ ট্রিভস। আর আপনি তা আঁচ করে তাঁর হোটেলে গিয়ে সবার নজর এড়িয়ে লিফট খারাপ নোটিস ঝুলিয়ে দিলেন লিফটের গায়ে। ফলে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গিয়ে মারা গেলেন মিঃ ট্রিভস। প্রত্যক্ষ প্রমাণ না থাকলেও এটাই ছিল আপনার প্রথম খুন। লেডি ট্রেসিলিয়নের হত্যাকাণ্ড হল আপনার দ্বিতীয় খুন।'

প্রতিবাদের ভাষা হারিয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো নেভিল, কান্নার ফাঁকে ভেসে আসতে লাগল তার আক্ষেপ—

'জাহান্নামে যাক অড্রে! ওকে ফাঁসিতে ঝুলতেই হবে! অড্রেকে মৃত্যুর হাত থেকে কেউ বাঁচাতে পারবে না!' কাঁদতে কাঁদতে সেপড়ে গেল ডেকের ওপরে। তার দিকে চোখ পড়তে ভয়ে থরথর করে কেঁপে উঠল মেরি অ্যালডিন, পাশে দাঁড়ানো টমাস রয়েডের দিকে ঘুরে দাঁড়াল সে। টমাস মেরির একখানা হাত শক্ত করে চেপে ধরল নিজের হাতের মুঠোয়।

❑ টুওয়ার্ডস জিরো

অনুবাদ ঃ শুভদেব চক্রবর্তী